উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮৩,৭৫৫.৮৭ (+১০০০.৩৬)
নিফটি : ২৫,৫৪৯.০০ (+৩০৪.২৫)

ব্ল্যাক বক্স উদ্ধার, কারণ অধরাই
দুর্ঘটনাগ্রস্ত এআই-১৭১'এর ব্ল্যাক বক্স থেকে তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বলে দাবি করেছে কেন্দ্র। যদিও বিমান দুর্ঘটনার আসল কারণ এখনও অধরা। » ১০

ডিএ ঘোষণা নেই
২৭ জুনের মধ্যে বকেয়া ডিএ'র ২৫ শতাংশ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু বৃহস্পতিবারও রাজ্যের তরফে বকেয়া মহার্ঘ ভাতা নিয়ে কোনও ঘোষণা করা হল না। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	মালদা	রায়গঞ্জ	বালুরঘাট	শিলিগুড়ি
সর্বোচ্চ	৩৪°	৩৪°	৩৪°	৩৩°
সর্বনিম্ন	২৭°	২৭°	২৭°	২৫°

এত ক্যাচ ফেলে জেতা যায় না : সামি » ১১

১২ আষাঢ় ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 27 June 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 40

উত্তরের খোঁজে

বিধানসভার আভিজাত্য নষ্ট করছে দুই পার্টি

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় চন্দ্রমল্লিকা ও ডালিয়ার রকমারি অবস্থান দেখে ঢোকার ইচ্ছে জাগে মাঝে মাঝে। শীতের সময় তখন।

ওই যে বিশাল সাদা রঙের বাড়ি সম্মোহিত করে হাতছানি দিয়ে ডাকে, তা উপেক্ষা করা কঠিন। ইতিহাসের বাড়িটার ভেতরে না জানি কত কী রয়েছে!

এখন সেই মোহ ভেঙে খানখান বহুদিন। আর ইচ্ছে হয় না। বরং মন বলে, ওই বাড়ি বাঙালির বড় ক্ষতি করে দিচ্ছে। অনেকটা লখনউয়ের শাহ নজফ ইমামবাড়ার স্টাইলে তৈরি ওই বাড়িতে তৈরি হচ্ছে গুন্ডারাজ।

মানুষ কাদের দেখে শেখে? বড়দের দেখে তো। যে বাড়িটা নিশির ডাকের মতো রহস্যময়, সেই বিধানসভা এখন কুৎসিত কদাকার এক দুঃস্বপ্নের হদিস দিচ্ছে। বাংলার যে গভর্নরের আমলে ১৯৩১ সালে, ২১ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকায় তৈরি হয় বাড়িটা, সেই ফ্রান্সিস স্ট্যানলি জ্যাকসন কবরে নড়ে বসবেন বিরক্তিতে।

জ্যাকসন ইংল্যান্ডের হয়ে টেস্ট খেলেছেন, উইজডেনের বর্ষসেরা হয়েছেন। *এরপর আটের পাতায়*

ইতিহাস ও উল্লাস

আন্তর্জাতিক মহাকাশকেন্দ্রে পৌঁছে ইতিহাস গড়লেন ভারতের শুভাংশু শুক্লা (বাঁয়ে)। মহাকাশে পৌঁছোতেই অভিবাদন স্ত্রী ও বাবা-মা'র। বৃহস্পতিবার।

ওডিশায় আটক বঙ্গের ২০

সৌরভকুমার মিশ্র ও পরাগ মজুমদার

হরিশ্চন্দ্রপুর ও বহরমপুর, ২৬ জুন : বাংলাদেশি সন্দেহে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার মশালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের তালগাছি গ্রামের ১৯ জন ও মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার ১ জন পরিযায়ী শ্রমিককে আটক করা হয়েছে। বুধবার ওডিশায় কটক জেলার মাহঙ্গা এলাকা থেকে স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসন তাঁদের আটক করে। তাঁরা সবাই কটকের নানা এলাকায় নানা সামগ্রী ফেরির কাজ করেন। সেখানে এক ক্যাম্পে তাঁদের রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ। গত বছরই এই তালগাছি এলাকার কয়েকজনকে বাংলাদেশি সন্দেহে ওই এলাকায় নিগ্রহ করা হয়েছিল। বুধবার দুপুরে তালগাছি এলাকার পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের সদস্যরা সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিজিয়া সুলতানার কাছে অভিযোগ জানান। বিডিও তাপসকুমার পাল জেলা শাসককে এ বিষয়ে অবগত করেন। ওই শ্রমিকদের উদ্ধার করতে প্রশাসন উদ্যোগী হয়েছে।

হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিজিয়া সুলতানা বললেন, 'তালগাছি গ্রামের যে ১৯ জনকে আটক করা হয়েছে তাঁরা সবাই ফেরিওয়ালা হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে ওডিশায় কাজ করেন। বাংলা ভাষায় কথা বললেই কেউ তো আর বাংলাদেশি হয়ে যায় না। ওঁদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।' স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী তাজমুল হোসেনের আশ্বাস, 'এবিষয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্য পরিযায়ী শ্রমিক উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান মহম্মদ সামিরুল ইসলামের সঙ্গে কথা হয়েছে। ওই শ্রমিকরা ওডিশার ক্যাম্পে রয়েছেন। সেখানকার সরকারের সঙ্গে কথা চলছে। অবিলম্বে ওই শ্রমিকদের ঘরে ফেরানো হবে।' এবিষয়ে সরকারিভাবে সমস্ত রকম উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন।

জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ওই এলাকায় থাকা ৫০-৬০ জন পরিযায়ী শ্রমিককে বুধবার সকালে ওডিশার মাহাঙ্গা থানায় ডেকে পাঠানো হয়। তারপর তাঁদের আটক করা হয়। আটক শ্রমিকদের মধ্যে ১৯ জন মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুরের তালগাছি এলাকার বাসিন্দা। আটক শ্রমিক মজিবুর রহমানের বাবা মোহাম্মদ ইয়াসিন বলেন, *এরপর আটের পাতায়*

ক্যাম্পে ঠাঁই

- ওডিশায় কটক জেলার মাহঙ্গা এলাকায় বহু পরিযায়ী শ্রমিক আটক
- তাঁদের সেখানকার এক ক্যাম্পে আটকে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ
- খবর পাওয়ার পর ওই শ্রমিকদের পরিবারগুলিতে দুশ্চিন্তা ছড়িয়েছে
- আটক শ্রমিকদের দ্রুত বাড়ি ফেরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলে প্রশাসন জানিয়েছে

বিহার বাহানা, বাংলা নিশানা

ভোটার তালিকায় চক্রান্ত দেখছেন মমতা

চিত্ত মাহাতো ও দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

দিঘা ও কলকাতা, ২৬ জুন : ভোটার তালিকার সার্বিক সংশোধনের সিদ্ধান্তে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তালিকায় বেআইনিভাবে কেউ থেকে থাকলে তাঁকে বাদ ও প্রকৃত ভোটারদের অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের পদক্ষেপকে সন্দেহের চোখে দেখছেন তিনি। বিহার বিধানসভার আসন্ন নির্বাচনের লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায়, 'বিহার বাহানা মাত্র, নিশানায় আসলে বাংলা।'

রথযাত্রার প্রস্তুতির তদারকি করতে বুধবার থেকে দিঘায় আছেন তিনি। সেই কাজের ফাঁকে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে ভোটার তালিকা প্রসঙ্গ টেনে আনায় স্পষ্ট, নির্বাচন কমিশনের পদক্ষেপকে তিনি কতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন। তাঁর অভিযোগ, মহারাষ্ট্রের স্টাইলে নির্বাচন কমিশনকে সামনে রেখে ভোটে কারচুপি করতে চাইছে বিজেপি। মমতার মতে, গরিব ও পরিযায়ী শ্রমিকদের ভোটার তালিকা থেকে সরাতে এই 'চক্রান্ত।'

নির্বাচন কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ভোটার তালিকার সার্বিক সংশোধনের লক্ষ্যে বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা করা হবে। সেই সমীক্ষায় ২০০৩ সালের ভোটার তালিকাকে ভিত্তি ধরা হচ্ছে। ওই তালিকায় যাঁদের নাম নেই, নাগরিকত্বের সপক্ষে সরকারি নথি না দিতে পারলে তাঁদের আর নথিভুক্ত করা হবে না। ওই নথি বলতে জন্মস্থানের প্রামাণ্য নথি। এছাড়া ১৯৮৭ সালের ১ জুলাইয়ের আগে জন্ম হয়ে থাকলে শুধু জন্মস্থান নয়, জন্ম তারিখেরও সরকারি প্রমাণ পেশ করতে হবে। *এরপর আটের পাতায়*

DESUN HOSPITAL SILIGURI
শিলিগুড়ির সব থেকে বড়
ডিসান নার্সিং স্কুল ও কলেজ
এখন ফুলবাড়িতে
2025-26-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
90 5171 5171

সার্বিক সংশোধন

- ২০০৩-এর ভোটার তালিকাই ভিত্তি
- ওই তালিকায় নাম না থাকলে নাগরিকত্বের প্রমাণ দিয়ে আবেদন
- ১৯৮৭-এর ১ জুলাইয়ের আগে জন্ম হলে জন্ম তারিখ ও জন্মস্থানের প্রমাণ দাখিল
- ১৯৮৭-এর ১ জুলাই থেকে ২০০৪-র ১২ ডিসেম্বরের মধ্যে জন্ম হলে বাবা বা মায়ের ওই দুই নথি প্রয়োজন
- ২০০৪-এর ১২ ডিসেম্বরের পর জন্ম হলে বাবা ও মা-দুজনেরই নথি বাধ্যতামূলক
- ২৫ জুলাইয়ের মধ্যে ফর্ম জমা না করলে খসড়া ভোটার তালিকায় বাদ
- খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ ১ অগাস্ট। এরপর দাবি বা আপত্তি জানানোর সুযোগ

নেশামুক্তিতে নতুন ভোরের গল্প

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৬ জুন : একটা সময় ছিল, যখন পুলিশের ভ্যানের আওয়াজ কানে এলেই গা-ঢাকা দেওয়াটা ছিল অভ্যাস। হবেই বা না কেন, পাড়ার বাড়ি বা নিজের ঘর, নেশার টাকা জোগাড়ে তাঁর হাতসাফাই ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। এমনকি ২০-৩০ টাকার জন্য নিজের জামাকাপড় পর্যন্ত বিক্রি করেছেন। সেই শিলাজিৎ চক্রবর্তী বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবসে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের তরফে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পুলিশকর্তাদের পাশে, বিশেষ বক্তা।

মাদক বিরোধী নাটকে শিলাজিতের দল।

নেশাগ্রস্ত চোর থেকে নেশামুক্তিকেন্দ্রের কাউন্সেলার, বদলে যাওয়া জীবনের এই উত্তরণ শোনাতে গিয়ে বারবার অতীতের পথে হেঁটেছেন শিলাজিৎ। তখন বয়স মাত্র ১২। বন্ধুদের সঙ্গে গলায় ঢেলেছিলেন সামান্য মদ। নতুন ঘোর। এই ঘোরের টানেই মদ হয়ে ওঠে নিত্যদিনের সঙ্গী। কিন্তু গন্ধটাকে তাঁর নাক সহ্য করতে পারেনি। তাই হাতে তুলে নেওয়া গাঁজার কলকে। একটা সময় গাঁজাতেও নেশা ধরে না। শুরু হয়ে যায় শরীরে ড্রাগসের ইনজেকশন। এদিন তিনি বলছিলেন, 'প্রথম ইনজেকশন নিয়ে ঘুমিয়েছিলাম। ঘুম থেকে ওঠার পর মা বলেছিলেন দেড়দিন পর উঠলাম। ব্যাস, সেই থেকে নেশার প্রতি আসক্তি বেড়েই চলল। বাবা চেয়েছিলেন তাঁর মতো আমিও ইঞ্জিনিয়ার হব। কিন্তু নেশার পথ আঁকড়ে উলটো রাস্তা ধরলাম আমি।'

১৭ বছর বয়সে নেশার টাকা না পেয়ে যন্ত্রণার জীবনটাকে শেষ করে দিতে চেয়েছিলেন শিলাজিৎ। তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে নাইলনের একটি দড়ি। বেছে নেন আত্মহত্যার পথ। কিন্তু বরাতজোরে বেঁচে যান। বলছিলেন, 'হাসপাতালের বেডে শুয়ে অনুভব করেছিলাম নেশার জন্য কত ছেলে জীবন শেষ করেছে। সন্তান হারিয়ে কত মা দিনের পর দিন কেঁদেছেন। এই ভাবনার মাঝেই একজন বললেন নেশা ছাড়তে চাও? শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিলাম।' ওই রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারই শিলাজিতের জীবনে নতুন ভোর নিয়ে আসে। 'নিজেকে এবং অন্যকেও বাঁচাতে পারি, এই বিশ্বাসটা জন্ম নিয়েছিল মনের মধ্যে', বললেন শিলাজিৎ।

নিজেকে তো অন্য মোড়ে নিয়ে গিয়েছেন, বাঁচিয়ে তুলছেন হাজার হাজার ছেলেমেয়েকেও। ২১ বছর ধরে কাউন্সেলার হিসেবে কলকাতা তো বটেই, চষে বেড়াচ্ছেন অসম, পঞ্জাব, হায়দরাবাদে। শিলাজিতের কাউন্সেলিংয়ে জীবনের মূলস্রোতে ফিরে আসা ছেলেরা এদিন একটি নাটকও মঞ্চস্থ করেন জলপাইগুড়ি পুরসভার প্রয়াস হলে। ছিলেন শিলাজিৎও।

নাটকটি দেখার সময় অনেক পুলিশ আধিকারিকের হাত চলে যাচ্ছিল চোখে। হয়তো অশ্রু সংবরণ করার জন্য। চোখের কোণ ভেজা রেখেই শিলাজিৎ বললেন, 'আমার জীবনের ভয়ংকর দিনগুলি যেন আর কোনও শিলাজিৎকে স্পর্শ না করে।'

বিদ্যুতে চলবে রাজধানী

আলিপুরদুয়ার, ২৬ জুন : ডিব্রুগড়-নয়াদিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন বৈদ্যুতিক লাইনে চলা শুরু হল। ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া, লামডিং, গুয়াহাটি রুটে বৈদ্যুতিকরণ শেষ হওয়ায় এটা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া কাজিরাঙ্গা এক্সপ্রেস, সরাইঘাট এক্সপ্রেস, ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস সম্পূর্ণ বিদ্যুতে চলাচল করছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক (সিপিআরও) কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'সম্পূর্ণ রুটের বৈদ্যুতিকরণের ফলে ট্রেন চলাচলে সময় কম লাগবে।'

DMMU, Siliguri & DRDC, SMP
Haren Mukherjee Road, Hakim Para, Siliguri-734001

NIeT No.- 21/DRDC/SMP/2025 dt. 25/06/2025

On behalf of DMMU, Siliguri & DRDC, SMP, e-tender is invited by ADMD, DMMU & PD, DRDC, SMP from renowned Printing Press for printing of SHG Documents under NRLM.

Start date of submission of bid: 27.06.2025 from 11:30 a.m. (server clock)

Last date of submission of bid: 10.07.2025 up to 03:00 p.m. (server clock)

All other details will be available from Notice Board of DMMU, Siliguri & DRDC, SMP. Intending tenderers may visit the website, namely - http://wbtenders.gov.in for further details.

Sd/-
ADMD, DMMU & PD, DRDC, SMP

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
E-TENDER NOTICE

The Deputy Director of Agriculture (Admn), Malda has invited e-Tender Notice vide Notice Nos. AGRI/MLD/e-NIT-14/2025-26 dt. 26.06.2025 (2nd Call) Tender Id - 2025_DOA_870978 for rate contract for procurement of Micro-nutrient/ Bio-Fertilizer. Bid submission date starts from 26.06.2025 18:55 Hours & Bid submission End date 19.07.2025 at 14.00 Hours. Details will be available from the office of the undersigned on any working day between 11a.m. and 4 p.m. or visit e-tender portal https://wbtenders.gov.in. of Govt. of West Bengal.

Sd/- Deputy Director of Agriculture (Admn) Malda

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর : ৭৬, ৭৭ অ্যান্ড ৭৯, তারিখ : ২৫.০৬.২০২৫। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস ... টেন্ডার মূল্যায়ন ... ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড: www.ireps.gov.in/ডি আর এম অফিস/মালদা। (MLD-95/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

৪৮ ফাইবার আর্মার্ড অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল

ই-প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার নোটিস নং. ০৭/২০২৫ তারিখঃ ২৪-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ০৪২৫৫০৯২। ক্রমিক সংখ্যা. ১। বিবরণঃ আরডিএসও/এসপিএন/টিসি/১১০/২০২০ (আরইভি.০) অথবা অনন্তিম অনুসারে ৪৮ ফাইবার আর্মার্ড অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল। টেন্ডারের পরিমাণঃ ১৩২ কিলোমিটার। টেন্ডার জমা হবে ১৭-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫.৩০ ঘণ্টায়। ...

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

e-TENDER NOTICE
Matiali Panchayat Samiti
Matiali :: Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. WB BLOCK/02/EO/MATIALI/2025-26. Last date of online bid submission : 03-07-2025 upto 16:00 hours.

For further details following site may be visited http://wbtenders.gov.in

Sd/-
Executive Officer
Matiali Panchayat Samity

রেলওয়ে বিজ্ঞপ্তি
কেন্দ্রীয় চিকিৎসালয়, মালিগাঁওয়ে সাম্মানিক পরিদর্শন বিশেষজ্ঞের তালিকাভুক্ত

নং: এইচ/২০৭/৬(বি)/ভিওএল III/২০২৩ — তারিখ ১৬-০৬-২০২৫

নিম্নস্বাক্ষরকারীর থেকে (১) অপথালমোলজি (স্পেশালিটি), (২) রেডিওলজি (স্পেশালিটি), (৩) ইউরোলজি (সুপার স্পেশালিটি), (৪) মেডিকেল অনকোলজি (সুপার স্পেশালিটি) ... বিশেষজ্ঞের জন্য অবৈতনিক পরিদর্শন বিশেষজ্ঞ (এইচভিএস) নিয়োগের জন্য আবেদনের আহ্বান জানানো হচ্ছে। ...

ঘণ্টা	স্পেশালিটি (টাকা)	সুপার স্পেশালিটি (টাকা)
সপ্তাহে ৬ দিনের জন্য ২/৪ ঘণ্টা	৫২,০০০/- প্রতিমাস ৭৮,০০০/- প্রতিমাস	৬৪,০০০/- প্রতিমাস ৯৬,০০০/- প্রতিমাস
সপ্তাহে ৪ দিনের জন্য ২/৪ ঘণ্টা	৩২,০০০/- প্রতিমাস ৪৮,০০০/- প্রতিমাস	৪০,০০০/- প্রতিমাস ৬০,০০০/- প্রতিমাস
সপ্তাহে ২ দিনের জন্য ২/৪ ঘণ্টা	১৬,০০০/- প্রতিমাস ২৪,০০০/- প্রতিমাস	২০,০০০/- প্রতিমাস ৩০,০০০/- প্রতিমাস

... www.nfr.indianrailways.gov.in ... ৬) আবেদন প্রাপ্তির অন্তিম তারিখ ১৬-০৭-২০২৫, দুপুর ০১-০০ টা।

চিকিৎসা সঞ্চালক/কেন্দ্রীয় চিকিৎসালয়, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

e-TENDER NOTICE
Office of the Block Development Officer
Kranti Development Block
Kranti ::: Jalpaiguri

e-Tender have been invited by the undersigned for different works vide **e-NIT No WB/012/BDOKNT/25-26 (Retender-NIT-11), Dated :- 25-06-2025 WORK Sl 01**. Last date of submission of bid through online is **02-07-2025 up to 17:00 hrs.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in** from 25-06-2025 from 17:00 hrs. respectively.

Sd/-
EO & BDO,
Kranti Development Block
Kranti :: Jalpaiguri

রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধার বৃদ্ধি

টেন্ডার নোটিস নং. ডিএলএস এমএলডিটি এনএফআর০৩২০২৫-২০২৬ তারিখঃ ২৩-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ বৈদ্যুতিক রেল ইঞ্জিনসমূহ রাখার জন্যে মালদা ডিজেল শেডে ... indianrailways.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জোন্ড ডিএমই/ডি/মালদা টাউন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

রঙ্গিয়া মণ্ডলে য়ার্ড উন্নীতকরণের কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ২৬-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬ তারিখঃ ২৪-০৬-২০২৫। ... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙ্গিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা, সম্পাদনের কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ডিভিজিডব্লিউএস-এনজিইডি-১২-২০২৫-২৬; তারিখঃ ২৩-০৬-২০২৫; ... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিগন্যাল ইন্ডিয়া, তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কাটিহার মণ্ডলে নির্মাণ কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি/৩২ অফ ২০২৫ তারিখঃ ২৩-০৬-২০২৫। ... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার ডিভিশনে স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট (এসটিবিএ)

বিজ্ঞপ্তি নং: সি/৪/১/এমআইএসসি/কেআইআর/এসটিবিএ/টেন্ডার/এনএফ-৬/২৫। তারিখ : ২৫-০৬-২০২৫।

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে কাটিহার ডিভিশনে তিন বছরের জন্য ... স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট (এসটিবিএ) নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। ... www.nfr.indianrailways.gov.in/ ...

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আজ টিভিতে

জগন্নাথ দেবের পবিত্র **রথযাত্রা** সকাল ৮.৩০ মিনিট থেকে সরাসরি দেখুন **ডিডি ভারতী, ডিডি বাংলা চ্যানেলে**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ জয় শ্রীকৃষ্ণ, বিকেল ৩.৪৫ ম্যাডাম গীতা রানি, সন্ধে ৬.৩০ শ্রীকৃষ্ণ লীলা, রাত ১০.১৫ হারজিৎ

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ নাগপঞ্চমী, বেলা ১১.০০ সেদিন দেখা হয়েছিল, বিকেল ৪.০০ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, সন্ধে ৭.০০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, রাত ১০.০০ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে, ১.০০ রোগা হওয়ার সহজ উপায়

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ টক্কর, দুপুর ২.০০ বউরানি, বিকেল ৫.০০ পুতুলের প্রতিশোধ, রাত ১২.৩০ আবার বছর কুড়ি পরে

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মান সম্মান

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ কামব্যাক

স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : বেলা ১১.৪৫ এক অলবেলা, দুপুর ১.৩০ সিদ্দত, বিকেল ৪.০০ হমরাজ, সন্ধে ৬.৩০ বরফি, রাত ৯.০০ তড়প, ১১.১৫ তুম মিলে

জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১.১৫ জওয়ান, বিকেল ৪.৪৮ ভালিমাই, রাত ৮.০০ রথনম, ১১.০৩ ৯০ এমএল

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.০২ কৃশ, দুপুর ২.২৮ রিয়েল টেভর, বিকেল ৫.১০ ১০০, সন্ধে ৭.৩০ ধমাল, রাত ১০.০২ রাবণাসুরা

দ্য রিয়েল ব্ল্যাক প্যান্থার রাত ৯.২৯ **ন্যাট জিও ওয়াইল্ড এইচডি**

শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ সন্ধে ৭.০০ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

জওয়ান দুপুর ১.১৫ **জি সিনেমা এইচডি**

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.২৫ বঙ্গিস্তান, ২.৪৩ বাওয়াল, বিকেল ৫.০১ ডক্টর জি, সন্ধে ৭.০০ আলিগড়, রাত ৯.০০ মিশন মজনু, ১১.১২ গুডবাই

রথযাত্রা বিশেষ পর্ব। দীপা কি সোনাকে রক্ষা করতে পারবে? **অনুরাগের ছোঁয়া** রাত ৯.৩০ **স্টার জলসা**

APPOINTMENT ON AD HOC CONTRACT BASIS, EARLY INTERVENTION CENTRE 158 BASE HOSPITAL, BENGDUBI MILITARY STATION

Walk-in-Interview will be held for the following posts at 158 Base Hospital, Bengdubi Station on Date and Time as mentioned against each post :-

1. Interview will be held at Dhanwantri Hall, 158 Base Hospital, Bengdubi Military Station.

Sl. no.	Name of Post	No. of Posts	Qualifications	Proposed remuneration per month	Date and time of interview
(a)	Ocupational Therapist cum physiotherapist	01	Bechelor's Degree in Occupational Therapy/ physiotherapy from recognised University.	Rs. 30,000/- pm	07 Jul 25 At 1000 hrs

2. Applicants must bring their original educational certificates, applicants for posts a should preferably be registered with RCI (Rehabilitation Council of India Equivalent). Experience in dealing with children with special needs will be given due weightage.

Commandant
158 Base Hospital

হারানো/প্রাপ্তি

গত কয়েক মাস আগে আমার সিবিএসই বোর্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ডটি হারিয়ে গেছে। যদি কেউ তা পেয়ে থাকেন তবে নীচের ঠিকানায় দেওয়ার অনুরোধ করছি। নিকিতা বর্মন, পিতা হরেন্দ্র বর্মন, জোড়াইমোড়, বালাকুঠি, বক্সিরহাট, কোচবিহার। ফোন : 8101502787.(S/A)

অভিনেতা/অভিনেত্রী

এই প্রথমবার সিনেমার পর্দায় আসতে চলেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাহিনী "দেনা-পাওনা" অবলম্বনে "অবশেষে দেনা-পাওনা"। আগ্রহী সকল বয়সের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যোগাযোগ করুন। ফোন - 9735782382/8942899699. (C/116849)

অ্যাফিডেভিট

আমি শ্রীমতী বেবী পাল স্বামী ঁসুরজিৎ পাল ঘুঘুমালী ওয়ার্ড নং ৩৬ শিলিগুড়ি ২০ জুন ২০২৫ নোটারী পাবলিক অ্যাফিডেভিট দ্বারা জানাচ্ছি আমার শ্বশুর ঁধীরেন্দ্র নাথ পাল ও শাশুরি ঁশঙ্করী পাল-এর বর্তমান লিগ্যাল হেয়ার হল- শ্রীমতী বেবী পাল (পুত্রবধূ), কুমারী সুচরিতা পাল (নাতনি) পুলক পাল (পুত্র)। (C/117223)

কিডনি চাই

মুমূর্ষু রোগীর জন্য O+ কিডনি দাতা প্রয়োজন। যোগাযোগ নম্বর : 8972377039.

•

মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচাতে O+ কিডনিদাতা চাই। 25-40 বছরের মধ্যে বয়স হলে সঠিক পরিচয়পত্র ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। (M) 9905596811. (C/117222)

সিনেমা

Now showing at
BISWADEEP
KANNAPPA
*ing : Akshay Kumar & Others
Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M.

Now showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
MAA
(Hindi)
*ing: Kajol, Ronit Roy, Indranil Sengupta
Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M.
AC with Dolby Digital

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৪০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৮৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৩০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৭০৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৭১৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

PREMISES REQUIRE

Sr. No	Works	The deadline for submission of tender	Contact Number for bidders
01.	Searching of alternate permises of 07 branches named Haldibari, Birpara, Mekliganj, Madarihat, Jateshwar, Jaigaon, Kathalbari	11.07.2025	9304906885 (Mr. Santosh Kumar) 6289216801(Mr. Aranya Biswas)

The said information is also available in our bank's website http://www.centralbankofindia.co.in/en/active-tender.
The final date for submission will be fixed on 11.07.2025 upto 5:00 P.M. at through our website. http://www.centralbankofindia.co.in/en/active-tender and

Sd/-
(Ashok Kumar) Chief Manager (BSD)
Central Bank of India
Regional Office Coochbeher

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, বর জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসার কারণে দূরস্থানে যেতে হতে পারে। বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তিলাভ। **বৃষ** : মায়ের পরামর্শে সংসারের কোনও সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। গবেষক ও চিকিৎসকের জন্য শুভ। **মিথুন** : দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় চাকরিক্ষেত্রে উন্নতি। ক্রীড়াজগতের ব্যক্তিরা নতুন সুযোগ পাবেন। **কর্কট** : সন্তানের কৃতিত্বে গর্ববোধ। বাবার সঙ্গে সামান্য ব্যাপারে মতানৈক্য। **সিংহ** : অন্যায়কারীকে সমর্থন করে সমস্যায়। প্রিয় কোনও ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। **কন্যা** : কর্মক্ষেত্রের কারণে আইনি পরামর্শ গ্রহণ করতে হতে পারে। অযথা কথা বলে সমস্যায়। শিক্ষার্থীরা সফল হবে। **তুলা** : পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের মীমাংসা হতে পারে। শত্রুরা পরাজিত হবে। সংক্রমণে ভোগান্তি। **বৃশ্চিক** : সঞ্চয়ের উপযোগিতা বুঝতে পারবেন। দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। কন্যার বিবাহ স্থির হতে পারে। **ধনু** : জনকল্যাণে অংশগ্রহণ করে আনন্দলাভ। কোনও নতুন কাজের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে। **মকর** : কর্মসূত্রে দূরে যাত্রা। সংসারে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দলাভ। সাহিত্যিকদের শুভ দিন। **কুম্ভ** : হঠাৎ কোনও নতুন কাজে যোগ দিতে পারেন। একাধিক সূত্রে আয় হতে পারে। **মীন** : বিদ্যার্থীরা উচ্চশিক্ষায় সুযোগ পাবেন। ব্যবসায় মন্দাভাব থাকবে। নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১২ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ৬ আষাঢ়, ২৭ জুন ২০২৫, ১২ আহার, সংবৎ ২ আষাঢ় সুদি, ১ মহরম। সূঃ উঃ ৪।৫৭, অঃ ৬।২৪। শুক্রবার, দ্বিতীয়া দিবা ১।২০। পুনর্বসুনক্ষত্র দিবা ৯।৪৫। ব্যাঘাতযোগ রাত্রি ১২।২৪। কৌলবকরণ দিবা ১।২০ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ৭।৫১ গতে গরকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ৯।৪৫ গতে বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, দিবা ৯।৪৫ গতে একপাদদোষ, দিবা ১।২০ গতে দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, দিবা ১।২০ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি ৮।১৯ গতে ১১।৪০ মধ্যে। কালরাত্রি ৯।২ গতে ১০।২১ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১।২০ গতে যাত্রা শুভ পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ১২।২৪ গতে পুনঃ যাত্রা নাই, শেষরাত্রি ৪।০ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ মাত্র পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- পঞ্চামৃত সাধভক্ষণ নামকরণ নিষ্ক্রমণ মুখ্যান্নপ্রাশন নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবহ বীজবপন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১১।৪০ গতে বিপণ্যারম্ভ বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট এবং তৃতীয়ার সপিণ্ডন। দিবা ১।২০ মধ্যে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৬ গতে ৬।৪৯ মধ্যে ও ৯।২৯ গতে ১০।২২ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ১২।৯ গতে ২।৪৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৩০ মধ্যে ও ১২।৪৬ গতে ২।৫৫ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৪।৫৮ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

শুভ রথযাত্রায়
অঞ্জলি জুয়েলার্স
25 জুন থেকে 5 জুলাই, 2025
গ্রহরত্নে 10%** ছাড়!
রুপোর গয়নায় 10% ছাড়!
কস্টিউম গয়নায় 20%* ছাড়!
হিরের গয়নায় 50%# পর্যন্ত ছাড়! মজুরিতে
গ্রাম প্রতি সোনার গয়নায় ₹300 + ₹75* ছাড়! মজুরিতে
লাকি ড্রয়ে জিতে পুরী ও মায়াপুরে ছুটি কাটান প্রভুর চরণে
Gifty Gift Voucher
উপহার দেওয়ার সেরা ও সহজ মাধ্যম
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
অঞ্জলি জুয়েলার্স অ্যাপ ইনস্টল করুন ও সহজেই অনলাইনে কেনাকাটা করুন
QR কোড স্ক্যান করে Website থেকে গয়না কিনুন
অঞ্জলি জুয়েলার্স
সবার জন্য
আমাদের সব শোরুমই নিজস্ব। কোনও ফ্রাঞ্চাইজি আউটলেট নেই!
UP TO ₹2,500 EXTRA CASHBACK#
SBI card
#Min. Trxn.: ₹30,000; Max. Cashback: ₹2,500 per card account; Validity: 25 Jun - 01 Jul 2025. T&C Apply.
নতুন ঠিকানা: বহরমপুর - ১৩১, নেতাজি রোড, খাগড়া, রাধার ঘাট, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ - ৭৪২১০৩ (বি. টি. কলেজের নিকটে), ফোন:৭৫৯৬০ ৩২৩১৫
নতুন শোরুম (৩০তম নিজস্ব শাখা): তমলুক - পদুমবসান, ওয়ার্ড ০১১, মেচেদা-হলদিয়া রাজ্য সড়ক, (পদুমবসান বাসস্ট্যান্ড এর নিকটে), পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৬৩৬, ফোন: ৬২৯২৩ ৩৪২৭২
গোলপার্ক - ০৩৩ ২৪৬০ ০৫৮১/২৪৪০ ৮৬৩৬ শোভাবাজার - ৮৩৩৭০ ৩৭৬৭৭, ৭৮৯০০ ১৭৭৬৫ সল্টলেক বি ই - ০৩৩ ২৩২১ ২৭৮৬/২০৫৭ সল্টলেক এইচ এ - ০৩৩ ২৩২১ ৮৩১০/১১ বেহালা - ০৩৩ ২৪৪৫ ৫৭৮৪/৮৫ হাওড়া পঞ্চাননতলা - ০৩৩ ২৬৪২ ৪৬৪০/৪১ বারাসাত ডাকবাংলো মোড় - ০৩৩ ২৫৮৪ ৭১৩৯/৪২ শিলিগুড়ি আশ্রম পাড়া - ৯৮৩৬০ ০১০১৮, ৯৮৩৬৪ ৩৫৩৫৪ বৌবাজার - ০৩৩ ২২৬৪ ১১৯৫ গড়িয়া - ০৩৩ ২৪৩০ ০৪৩৮ হালিশহর কাঁচরাপাড়া বাগ মোড় - ৬২৯২২ ৬৪৮০৫ চুঁচুড়া খড়ুয়া বাজার ঘড়ির মোড় - ০৩৩ ২৬৮০ ০৬০৪ বড়িশা (শীলপাড়া) - ০৩৩ ২৪৯৬ ১০২৯/৩৩ বর্ধমান - ০৩৪২ ২৬৬৫৫৫৬, ৯০৮৩৪ ৭২৮৪২ হাবড়া - ০৩২১৬ ২৩৮ ৬২৪/২৬ সোদপুর - ০৩৩ ২৫৬৫ ৫৩৫৩/৫৪, ৭৫৯৬০ ৩২৩২০ শ্রীরামপুর - ০৩৩ ২৬৫২ ০৩৬০, ৯৮৩০৩ ৫৭৪৫০ মালদা - ০৩৫১২ ২২১১০৮, ৬২৯২২ ৬৮৬৫৫ দুর্গাপুর - ৮০১৭০ ১২২৮৬/৮৭ তেঘরিয়া (বাগুইআটি) - ৬২৯২২ ১০২০৮ মেদিনীপুর (পশ্চিম) - ০৩২২২ ২৬৫৩৩৪/২৬৪৭৩৪ কৃষ্ণনগর - ৯৮৩০৬ ১১৯৯৭, ৯০৭৩৯ ৩৪৩৬৪ কাঁথি - ০৩২২০ ২৫৮০০১, ০৩২২০ ২৫৮০০২ আসানসোল - ৬২৯২২ ৯৭৫১১ আরামবাগ - ৬২৯২২ ৬৪৮৪৪ কাটোয়া - ৬২৯২৩ ৩৪২৭৩ শিয়ালদহ স্টেশন - ৬২৯২২ ৬৮৬৫৪ নয়াদিল্লি - ৯৩১১২ ৩০৬৭১ এছাড়া আমাদের আর কোনও শাখা নেই।
গয়না কিনুন অনলাইনে, www.anjalijewellers.in - এ
anjalijewellerskolkata
anjalijewellersbharat
anjalijewellers@anjalijewellers
আমাদের ফলো করুন:
Page29/AJ/0625

এভাবেই ভাঙন শুরু হয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুরের রশিদপুরে। বৃহস্পতিবার।

আতঙ্কে রাত জাগছেন বাসিন্দারা

ফুলহরের গ্রাসে রশিদপুর গ্রাম

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৬ জুন : হরিশ্চন্দ্রপুরজুড়ে কয়েকদিনের লাগাতার বৃষ্টির ফলে জল বাড়তে শুরু করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ফুলহর নদীতে। এই পরিস্থিতিতে ভাঙন শুরু হয়েছে নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী রশিদপুরে। আতঙ্কে ওই এলাকার বাসিন্দাদের পাশাপাশি একাধিক গ্রামের বাসিন্দা। রশিদপুরেই ফুলহর নদী প্রায় ৯০ ডিগ্রির মতো বাঁক নিয়েছে।

স্থানীয় কৃষক কুন্দন যাদবের কথায়, 'ভাঙনের আতঙ্কে এখন থেকে রাত জাগতে শুরু করেছি। আমরা চাই আমাদের স্থায়ী পুনর্বাসনের দিকে নজর দিক সরকার।'

যদিও হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের বিডিও তাপস পাল বলেন, 'ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে কথা হয়েছে। চলতি বছরেই ওই এলাকায় ভাঙন রোধের জন্য প্রোজেক্ট নেওয়া হয়েছে বলে আমি জানি। সেটি অনুমোদনের জন্য রাজ্যেও পাঠানো হয়েছে।'

এদিন এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, নদীর তীরবর্তী পাড়ের জমিতে ভাঙনের প্রভাবে ফাটল ধরেছে। ইতিমধ্যে অনেক কৃষকের জমি নদীর তলায় চলে গিয়েছে বলে তাঁদের দাবি। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রতিবছর ফুলহর নদীর ভাঙনে রশিদপুরের ক্ষতি হয়। অথচ প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নেয় না। এখনও পদক্ষেপ না করলে রশিদপুর জলের তলায় চলে যেতে পারে বলে তাঁদের আশঙ্কা।

রশিদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহম্মদ আকাশের কথায়, 'গতকাল রাত থেকে ব্যাপক ভাঙন শুরু হয়েছে। আর কিছুটা ভাঙন হলেই আমার বাড়িও ফুলহরের তলায় চলে যাবে। পরিবার নিয়ে আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছি। জানি না সরকার আমাদের নিয়ে কী ভাবছে।'

ফুলহর নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী অংশে ইসলামপুর পঞ্চায়েতের রশিদপুর, ভাকুরিয়া, কাউয়াডোল, মীরপাড়া, তাঁতিপাড়া সহ একাধিক গ্রাম রয়েছে। ফুলহর নদীতে জল বাড়লে বা কমলে, ভাঙন বা প্লাবনে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এলাকাগুলি। প্রকৃতপক্ষে এগুলি হল নদীর অসংরক্ষিত এলাকা।

এদিকে সেচ দপ্তরের মতে, নদীর অসংরক্ষিত অঞ্চল দক্ষিণ পাড়ে প্রাকৃতিক নিয়মে ভাঙন হবেই। বাঁকের জন্য রশিদপুরে নদীর ঘূর্ণন ওই এলাকায় সবথেকে বেশি থাকে। ফলে ভাঙনটা তাড়াতাড়ি শুরু হয়।

এ বিষয়ে মহানন্দা সেচ দপ্তরের জেলার এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শুভঙ্কর গুড়িয়া বলেন, 'জল সামান্য বেড়েছে। ইতিমধ্যে আমরা ওই এলাকায় ভাঙন রোধের জন্য প্রোজেক্ট বানিয়ে অনুমোদনের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছি। আশা করছি অনুমোদন হয়ে যাবে। তবে পুজোর পরেই কাজ শুরু হবে।'

এদিকে, ভাঙন নিয়ে সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়ার সঙ্গে কথা বলেছেন বলে এলাকার বিধায়ক তজমুল হোসেন জানান। বিধায়কের কথায়, 'রশিদপুর এলাকায় ভাঙন রোধের জন্য তিনি অবিলম্বে পদক্ষেপ করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। আশা করি দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে।'

> ভাঙনের আতঙ্কে এখন থেকে রাত জাগতে শুরু করেছি। আমরা চাই আমাদের স্থায়ী পুনর্বাসনের দিকে নজর দিক সরকার।
>
> **– কুন্দন যাদব, কৃষক**

সমস্যা যেখানে

- প্রতিবছর ফুলহর নদীর ভাঙনে রশিদপুরের ক্ষতি হয়
- এবারও রশিদপুরেই ফুলহর নদী প্রায় ৯০ ডিগ্রির মতো বাঁক নিয়েছে
- নদীর তীরবর্তী পাড়ের জমিতে ভাঙনের প্রভাবে ফাটল ধরেছে
- ইতিমধ্যে অনেক কৃষকের জমি নদীর তলায় চলে গিয়েছে বলে তাঁদের দাবি

টুকলির ঘটনায় ছাত্র নেতার ছবি টাঙিয়ে জুতোপেটা

হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজে টিএমসিপি'র বিক্ষোভ।

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৬ জুন : পরীক্ষায় এক পড়ুয়াকে টুকলিতে বাধা দেওয়ায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের (টিএমসিপি) ব্লক সভাপতি বিমান ঝা মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজের অধ্যক্ষকে হুমকি দেওয়ার পাশাপাশি তাঁকে হেনস্তা করেছেন বলে অভিযোগ। বিমানের বিরুদ্ধে এবার টিএমসিপির একাংশ বিক্ষোভ জানাল। গঙ্গাজল দিয়ে কলেজ চত্বর ধোয়া হল। ওই ছাত্র নেতার ছবি টাঙিয়ে তাতে জুতোপেটাও করা হল। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কলেজ ইউনিটের সহ সভাপতি শামিম আখতার বলেন, 'এমন কাজ করে বিমান ঝা খুব অন্যায় করেছেন। এজন্য আমরা অধ্যক্ষের কাছে ক্ষমা চেয়েছি।' সংগঠনের আরেক সহ সভাপতি সুরজিৎ দাস বললেন, 'আমরা বিমানের অপসারণ চাই।' টিএমসিপির জেলা সভাপতি প্রসূন রায়ের আশ্বাস, 'হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজে এমন কোনও ঘটনা ঘটেছে বলে জানা নেই। তবে বিমানের বিরুদ্ধে এর আগেও বহু অভিযোগ ছিল। সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখে সংগঠন যা ব্যবস্থা নেওয়ার নেবে।' বৃহস্পতিবার বেশ কয়েকবার অভিযুক্ত ছাত্র নেতাকে ফোন করা হলে তিনি সাড়া দেননি। মেসেজ পাঠানো হলেও তার উত্তর দেননি। অধ্যক্ষ সুমিত নন্দী বললেন, 'টিএমসিপির কলেজ ইউনিটের সমস্ত ছাত্রছাত্রী আমার কাছে এসেছিলেন। সেদিনের ঘটনার জন্য আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন। আমার নিরাপত্তা কোনওভাবে বিঘ্নিত হবে না বলে তাঁরা আমাকে আশ্বস্ত করেছেন।' অধ্যক্ষ খুব খুশি, 'পড়ুয়ারা যখন এভাবে নিরাপত্তা নিয়ে আশ্বাস দেন, তখন একজন শিক্ষকের কোনও দুশ্চিন্তা থাকে না।' চলতি সপ্তাহে হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজে সিমেস্টারের পরীক্ষা চলছিল। সেই সময় এক পড়ুয়ার বিরুদ্ধে টুকলির অভিযোগ ওঠে। পরিদর্শক সেই ছাত্রের খাতা ১০ মিনিটের জন্য কেড়ে নেন। এই ঘটনার দু'দিন পরে গত সোমবার বিমান কলেজে ঢুকে অধ্যক্ষকে হুমকি দেওয়ার পাশাপাশি হেনস্তা করেন বলে অভিযোগ। কী কারণে ওই পড়ুয়ার খাতা কেড়ে নেওয়া হল বলে তিনি কৈফিয়তও দাবি করেন। বুধবার গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি তদন্তকারী দল কলেজে এসে ঘটনার তদন্ত করে।

বৃহস্পতিবার টিএমসিপির একাংশ অভিযুক্ত ব্লক সভাপতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখায়। গঙ্গাজল দিয়ে কলেজ শুদ্ধিকরণ করা হয়। বিমানের অপসারণ চেয়ে প্ল্যাকার্ড হাতে মিছিল করা হয়। অধ্যক্ষের কাছে গিয়ে বিমানের কৃতকর্মের জন্য দুঃখপ্রকাশ করা হয়।

পুকুরে মিলল তরুণের দেহ

তপন, ২৬ জুন : বৃহস্পতিবার সকালে তপন ব্লকের হরসুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীরামপুর এলাকা থেকে এক তরুণের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। গুপিন টুডু (৩১) নামে ওই তরুণ রামপুরের কৃষ্ণবাটী এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। ওই ব্যক্তি পেশায় ট্র্যাক্টরচালক ছিলেন। প্রতিদিনের মতোই ট্র্যাক্টর চালাতে তিনি বুধবার সকালে শ্রীরামপুরে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যার মধ্যেই তিনি সাধারণত বাড়ি ফিরলেও সেদিন ফেরেননি। রাতভর খোঁজাখুঁজি চালালেও তাঁর সন্ধান মেলেনি। এদিন সকালে শ্রীরামপুরের একটি পুকুরে তাঁর মৃতদেহ ভেসে ওঠে। গুপিনের মৃগী রোগ ছিল। পুকুরে মুখ-হাত ধুতে নামার সময় মৃগীর কারণে তিনি জলে পড়ে গিয়ে মারা যান বলে পরিবারের সদস্যদের অনুমান। রামপুর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

কৃষকদের সভা

কালিয়াগঞ্জ, ২৬ জুন : বুনিয়াদপুর রেলের জমি অধিগ্রহণ বিষয়ে নির্দিষ্ট জমিদাতাদের মধ্যে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল কালিয়াগঞ্জে। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা নাগাদ লক্ষ্মীপুর কিষান মান্ডিতে ধনকৈল এবং বোচাডাঙ্গা অঞ্চলের প্রায় শতাধিক কৃষক উপস্থিত ছিলেন এই বৈঠকে। এদিন জমিহারা কৃষক কমিটি নামক একটি সংগঠন তৈরি হয়। উপস্থিত ছিলেন সাধনচন্দ্র সরকার, গৌরাঙ্গ বর্মন, মানিক বর্মনের মতো কৃষকরা। সাধন বলেন, 'আগামী বুধবার আমরা ১০ দফা দাবি নিয়ে জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি দিতে চলেছি।' পাশাপাশি তিনি এ-ও বলেন, 'এদিন খসড়া আলোচনার ভিত্তিতে কৃষকদের স্বার্থে মূলত দুটি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রথমত, জমির শতক হিসাবে কত টাকা করে জমির দাম ধার্য হয়েছে তা কৃষকদের অগ্রিম জানাতে হবে। পাশাপাশি, প্রতি জমিদাতার পরিবারপিছু একজনকে সরকারি চাকরি দিতে হবে।'

স্কুলে চুরি

বুনিয়াদপুর, ২৬ জুন : বংশীহারীর একটি স্কুল থেকে ৯টি সিলিং ফ্যান চুরি হওয়ার ২৪ ঘণ্টা পরেও কোনও দুষ্কৃতী ধরা না পড়ায় স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। বংশীহারীর ব্রজবল্লভপুর পঞ্চায়েতের নওপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মঙ্গলবার রাতে দুষ্কৃতীরা স্কুলের গেটের তালা ভেঙে ৫টি ক্লাসরুম থেকে ৯টি সিলিং ফ্যান নিয়ে চম্পট দেয়। বুধবার বিকেলে স্কুলের প্রধান শিক্ষক বংশীহারী থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। যদিও বংশীহারী থানার আইসি অসীম গোপ বলেন, 'অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।'

স্মরণসভা

বালুরঘাট, ২৬ জুন : বালুরঘাটের রূপকার হিসেবে পরিচিত পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান দিলীপ ধরের ৩১তম প্রয়াণ দিবস পালন করলেন বালুরঘাটবাসী। বৃহস্পতিবার বালুরঘাট বিএড কলেজের তরফে নাট্যতীর্থ মন্মথ মঞ্চে বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে দিনটি শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়েছে। ১৯৯৫ সালের এদিনই বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান পদে থাকাকালীন দিলীপ ধরের মৃত্যু হয়। মূলত দিলীপ ধরের উদ্যোগেই গ্রামের তকমা থেকে কার্যত শহরের আখ্যা পায় বালুরঘাট।

রথ টানতে প্রস্তুত রতুয়া

রতুয়া, ২৬ জুন : রতুয়ায় এবার প্রথম রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। রতুয়া সর্বজনীন রথযাত্রা উৎসব কমিটির উদ্যোগে জোরকদমে শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে। শুক্রবার রতুয়ার পূর্ব চৌধুরী মোড় এলাকার রথের রশিতে সবাই টান দেবেন। গোটা রতুয়া স্ট্যান্ড পরিক্রমা করে রতুয়া স্টেডিয়াম সংলগ্ন রাধাকৃষ্ণ মন্দির প্রাঙ্গণে গিয়ে রথযাত্রা শেষ হবে। সর্বজনীন রথযাত্রা উৎসব কমিটির উপদেষ্টা দীনেশকুমার রজক বলেন, 'রতুয়ার সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতায় এই প্রথম রথযাত্রা উৎসব উদযাপিত হতে চলেছে। সব প্রস্তুতি সারা। রথের রশিতে টান দেওয়া শুধুই সময়ের অপেক্ষা।'

শুক্রবার সকাল থেকেই বিভিন্ন ধরনের পূজার্চনা শুরু হবে। রতুয়া স্টেডিয়ামের কাছে যে রাধাকৃষ্ণ মন্দির রয়েছে সেটি হয়েছে মাসির বাড়ি। প্রতিদিন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

সহবাসে ধৃত

সামসী, ২৬ জুন : বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক নাবালিকার সঙ্গে বহুবার সহবাস করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এর জেরে ওই নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। চাঁচল-২ ব্লকের ঘটনা। দিনমজুর পরিবারের তরফে ওই তরুণের বিরুদ্ধে চাঁচল থানায় অভিযোগ দায়েরের পর পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু হয়েছে। ওই নাবালিকাকে সরকারি হোমে পাঠানো হয়েছে।

মৃতকে জীবিত সাজিয়ে চিকিৎসার অভিযোগ সুজাপুরে

প্রতারণার তদন্তে কমিশন

সেনাউল হক

সুজাপুরের নার্সিংহোমে কলকাতার প্রতিনিধিদল। বৃহস্পতিবার।

কালিয়াচক, ২৬ জুন : রোগীমৃত্যুর অভিযোগে সুজাপুরের একটি নার্সিংহোমে তদন্তে এল ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট রেগুলেটরি কমিশনের প্রতিনিধিদল। ছিলেন কমিশনের সহ সচিব মাখনলাল সাহা এবং সেকশন অফিসার মাধবী দাস। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের মালদা জেলার কোঅর্ডিনেটর প্রতীক সান্যাল।

কালিয়াচকের সুজাপুরে ওই নার্সিংহোমে মৃত রোগীকে জীবিত দেখিয়ে চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। বেলা ১২টা নাগাদ ওই নার্সিংহোমে পৌঁছে বিভিন্ন পরিকাঠামো ও রোগীর চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্ত রিপোর্ট খতিয়ে দেখে ওই প্রতিনিধিদল। টানা তিন ঘণ্টা তদন্ত চালিয়ে বেলা তিনটা নাগাদ মালদা ফিরে আসে দলটি।

নার্সিংহোম থেকে বেরোনোর সময় কমিশনের সহ সচিব মাখনলাল সাহা সাংবাদিকদের বলেন, 'নার্সিংহোমের পরিকাঠামো সহ সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখা হয়েছে। যে অভিযোগ আমাদের কাছে এসেছিল, সেগুলি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়েছে। আমরা রিপোর্ট জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ও প্রশাসনিক কর্তাদের পাঠাব।' গত ১৬ মে সাকিরুল ইসলাম (২৫) নামে মানিকচকের এক বাসিন্দাকে ওই নার্সিংহোমে ভর্তি হয়। পরদিনই তাঁর গলব্লাডারে অপারেশন হয়। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ অপারেশন সফল হয়েছে বলে দাবি করলেও সাকিরুল হৃদরোগে আক্রান্ত হন। অবস্থার অবনতি হয়েছে জানিয়ে রোগীকে অন্যত্র রেফার করে নার্সিংহোমটি।

রোগীর পরিবারের অবশ্য অভিযোগ ছিল, তিনদিন আগেই সাকিরুলের মৃত্যু হয়েছে। অপারেশন করার পরেই মৃত্যু হয়। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ বিল বাড়ানোর জন্য মৃত রোগীকে জীবিত দেখিয়ে চিকিৎসা চালিয়ে গিয়েছে। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের অবশ্য দাবি, অপারেশনের তিনদিন পর রোগীর মৃত্যু হয়। সমস্ত নথিপত্র ও সিসিটিভি ফুটেজ এদিন কমিশনের কর্তাদের দেখানো হয় বলে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। নার্সিংহোমের কর্তা আবদুস সালামের বক্তব্য, ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট রেগুলেটরি কমিশনের প্রতিনিধিদল যা জানতে চেয়েছেন এবং দেখতে চেয়েছেন, তার সমস্ত কিছুই দেখানো হয়েছে। স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে ওই রোগীর অপারেশন করা হয়। তিনদিন আগে রোগীর মৃত্যু হয়েছিল রোগীর পরিবারের দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা। ফলে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

তদন্ত

- মৃত রোগীকে জীবিত বলে চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ
- কালিয়াচকের সুজাপুরে এক নার্সিংহোমে স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধিদল
- সমস্ত নথিপত্র সহ সিসিটিভি ফুটেজ এদিন কমিশনের সদস্যদের দেখানো হয় বলে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের দাবি

রাস্তা না হলে ভোট নয়, সিদ্ধান্ত ডুলিপাড়ায়

শেখ পান্না

রতুয়ার ডুলিপাড়া গ্রামের রাস্তার এমনই হাল।

রতুয়া, ২৬ জুন : '২৬-এ নজর রেখে জনতার মন জয়ের চেষ্টায় তৃণমূল, বিজেপি সহ বাকি রাজনৈতিক দলগুলি। তৃণমূলের হাতে থাকবে ক্ষমতা, নাকি মসনদ দখল করবে বিজেপি, চর্চা রয়েছে সাধারণের মধ্যেও। কিন্তু ১০ মাস আগেই 'আগে রাস্তা, পরে ভোট', স্পষ্ট করে দিলেন রতুয়া-১ ব্লকের রতুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম রুকুন্দিপুর গ্রামের ডুলিপাড়ার বাসিন্দারা। জনতার কঠোর মনোভাব বুঝতে পেরে রাস্তা তৈরির আশ্বাস দিচ্ছেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান।

এক কিলোমিটারের চার ভাগের এক ভাগ রাস্তা। কিন্তু ২৫০ মিটার রাস্তা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়নি দুই দশকেও। তাই রাস্তা না হলে ভোট নয়, সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডুলিপাড়া। গ্রামের বাসিন্দা রতন চৌধুরী বলছেন, 'রাস্তার দাবিতে সকলের কাছেই যাওয়া হয়েছে। মিলেছে প্রতিশ্রুতি। কিন্তু ২০ বছরেও রাস্তা মেরামতি করা হয়নি। তাই আমরা গ্রামের সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যতদিন পর্যন্ত না রাস্তা করা হচ্ছে, ততদিন আমরা কেউ ভোট দেব না। আমাদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেওয়া হবে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলকে।' বর্ষা শুরু হওয়ায় রাস্তাটি আরও বেহাল হয়ে পড়েছে। যার জন্য এলাকায় থাকা শিশুকেন্দ্রটিতে যেতে পারছে না বাচ্চারা। পথ চলতে সমস্যায় পড়ছেন বড়রাও। শকুন্তলা সাহার বক্তব্য, 'বৃষ্টির জন্য রাস্তাটি দিয়ে হাঁটাও যাচ্ছে না। সাইকেল চালানো যাচ্ছে না। পিছল রাস্তায় পা হড়কে পড়তে হচ্ছে। অনেক নেতাই রাস্তার হাল দেখে গিয়েছেন। রাস্তা করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু একের পর এক ভোট চলে গেলেও রাস্তা হয়নি।' সুভাষ চৌধুরীর বক্তব্য, 'গ্রামে স্কুল আছে। ২৫০ মিটার রাস্তাও আছে। কিন্তু বর্ষায় রাস্তার হাল এমন হয় যে, শিক্ষক আর ছাত্র, সবাইকেই দুর্ভোগ পোহাতে হয়। ইতিমধ্যে পিছল রাস্তায় আছাড় খেয়ে কয়েকজনের হাত, পা ভেঙেছে। রাস্তা সংস্কারের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক প্রশাসনকে অনেকবার বলা হয়েছে। কিন্তু তারা শুধু দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছে।' নেতাদের শিক্ষা দিতে তাঁদের ভোট না দেওয়ার সিদ্ধান্ত, বলছেন গ্রামবাসীরা।

রতুয়া পঞ্চায়েতের প্রধান শেখ আবু শোয়েব আলি বলছেন, 'কিছুদিন আগে ওই রাস্তাটি তৈরির জন্য আমি পঞ্চায়েত সমিতিতে প্রস্তাব পাঠাই। টেন্ডারও হয়েছিল। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার সংস্থা কাজ করতে গিয়ে বাধার মুখে পড়ে। সেই কারণেই কাজ করা যায়নি। ওই গ্রামে যাতায়াতের যে সমস্যা রয়েছে, সেটা ঠিক। বর্ষার সময় রাস্তায় ভীষণ কাদা জমে যাচ্ছে। আমি আবার পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তাটির কাজ ধরেছি। টেন্ডার হলেই রাস্তার কাজ হবে। কিন্তু ওই গ্রামের মানুষজনের কাছে আমার আবেদন, তাঁরা যেন রাস্তার কাজে ঠিকাদার সংস্থাকে বাধা না দেন।'

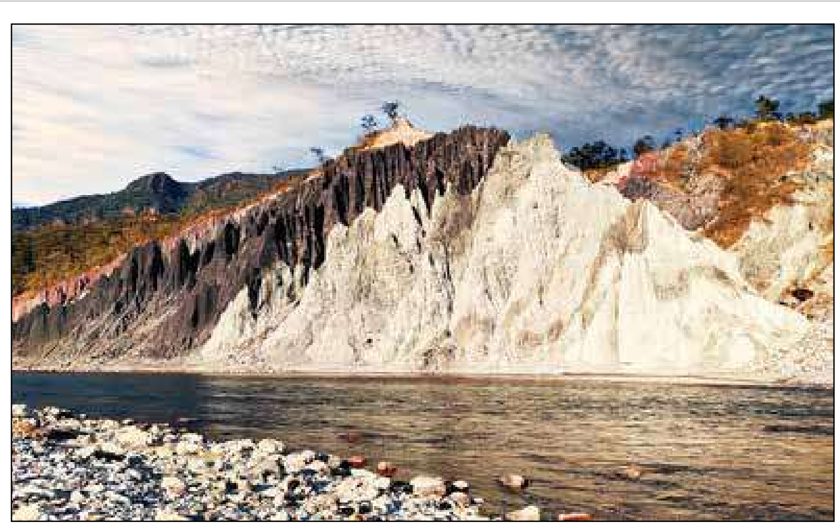

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

নৈসর্গিক।।
ভুটানঘাটের ছবিটি তুলেছেন আলিপুরদুয়ারের অনুপম চৌধুরী।

অত্যাধুনিক সেন্ট্রাল লন্ড্রি গাজোলে

হরষিত সিংহ

মালদা, ২৬ জুন : পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত হবে গৌড়বঙ্গের সরকারি হাসপাতালগুলিতে ব্যবহৃত মশারি থেকে বেডশিট সবকিছুই। ফলে হাসপাতাল থেকে সংক্রমণ ছড়ানোর ঝুঁকি অনেকটাই কমে যাবে। কেননা, বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক সেন্ট্রাল লন্ড্রি তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। গৌড়বঙ্গের তিন জেলার জন্য গাজোলে লন্ড্রিটি তৈরি হচ্ছে। এই লন্ড্রির জন্য পূর্ত দপ্তর থেকে একটি জমি ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য দপ্তরকে হস্তান্তর করা হয়েছে। এবিষয়ে মালদা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায় বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। গাজোলে একটি জায়গা পাওয়া গিয়েছে। ওই জায়গাটি পূর্ত দপ্তর থেকে স্বাস্থ্য দপ্তরকে হস্তান্তর করা হয়েছে। ওই জায়গাতেই তৈরি হবে সেন্ট্রাল লন্ড্রি।'

মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, গৌড়বঙ্গের তিন জেলাতেই সমস্ত স্তরের সরকারি হাসপাতালগুলিতে কাপড় পরিষ্কার করার জন্য ওয়াশিং মেশিন আছে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই রোগজীবাণু থাকার আশঙ্কা থেকে যায় বলে বক্তব্য চিকিৎসকদের একাংশের। সেই কারণেই স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে আধুনিক পদ্ধতিতে হাসপাতালের সমস্ত কাপড় পরিচ্ছন্ন রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের একাধিক জেলায় ইতিমধ্যেই সেন্ট্রাল লন্ড্রি তৈরি করা হয়েছে। এবার গৌড়বঙ্গের তিন জেলা মিলিয়ে একটি সেন্ট্রাল লন্ড্রি তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই ধরনের লন্ড্রিতে সাধারণত উন্নতমানের কাপড় পরিষ্কারের আধুনিক যন্ত্র থাকে। যার ফলে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কাপড় পরিষ্কার হয়।

জানা গিয়েছে, স্বাস্থ্য দপ্তর পরিকাঠামো গড়ে তুললেও পরবর্তীতে পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হবে অভিজ্ঞ বেসরকারি সংস্থাকে। বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে নিয়মিত কাপড় সংগ্রহ করা, সেগুলি পরিষ্কার করা এবং পরবর্তীতে হাসপাতালগুলিতে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করবে বেসরকারি সংস্থাটি। এই কাজের জন্য ওই সংস্থাকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অর্থ বরাদ্দ করা হবে। স্বাস্থ্যকর্তাদের বক্তব্য, সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কাপড় পরিষ্কার হওয়ায় বিভিন্ন রোগের সংক্রমণ ছড়ানোর ঝুঁকি তেমন থাকবে না। সুবিধা হবে চিকিৎসা পরিষেবাতে।

ধৃত ৫

গঙ্গারামপুর, ২৬ জুন : গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে গঙ্গারামপুর এবং কুশমণ্ডি থানার পুলিশ বিপুল পরিমাণ জাল লটারির টিকিট সহ পাঁচজন বিক্রেতাকে গ্রেপ্তার করল। বৃহস্পতিবার দুপুরে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) ইন্দ্রজিৎ সরকার গঙ্গারামপুর থানায় সাংবাদিক সম্মেলন করেন। মোট ১ লক্ষ ৫৬ হাজার ৫০০ টাকার জাল লটারি টিকিট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বিচারক ধৃতদের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতে পাঠান।

অশালীন ছবি

বৈষ্ণবনগর, ২৬ জুন : বৈষ্ণবনগর থানা এলাকায় সোশ্যাল মিডিয়ায় এক মহিলার পরিচয় ও ছবি ব্যবহার করে ভুয়ো আইডি তৈরি করে অশালীন ছবি পোস্ট করার অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। বুধবার রাতে বৈষ্ণবনগর থানায় লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছেন ওই মহিলা।

রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে জ্বলল টায়ার

গৌতম দাস

টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী। বৃহস্পতিবার রানিগঞ্জ-২ ব্লকে।

গাজোল, ২৬ জুন : রানিগঞ্জ-২ ব্লকের জোড়া পোল থেকে কৃষ্ণপুর হাটখোলা পর্যন্ত এক কিলোমিটার রাস্তা প্রায় আট বছর ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সেই রাস্তা সারাইয়ের জন্য বৃহস্পতিবার আনুমানিক সকাল ১১টা থেকে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে চলে অবরোধ কর্মসূচি। যদিও ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বললে আধ ঘণ্টার মধ্যে তাঁরা অবরোধ তুলে নেন। ২৩ জুন বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে লিখিত আবেদন জানিয়েছিলেন এলাকাবাসীরা। কিন্তু এরপরেও রাস্তা সারাইয়ের জন্য কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

গ্রামবাসীদের পাশাপাশি অবরোধে শামিল হয়েছিল স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও। খবর পেয়ে অবরোধ তুলতে আসেন গাজোল থানার আইসি আশিস কুণ্ডু সহ অন্য পুলিশ আধিকারিকেরা। বাসিন্দাদের সঙ্গে বেহাল রাস্তা ঘুরে দেখেন আশিস। এরপর গ্রামবাসীদের সঙ্গে বিডিও অফিসে আলোচনায় বসেন বিডিও সুদীপ্ত বিশ্বাস এবং আইসি। আপাতত রাস্তা মেরামত করে সাধারণ মানুষের চলাচলযোগ্য করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন সুদীপ্ত। তিনি বলেন, 'ওই রাস্তাটি আদিবাসী এবং তপশিলি জাতি সম্প্রদায়ভুক্ত এলাকার। রাস্তা পাকা করার প্রস্তাব আমরা রাজ্য সরকারের কাছে পাঠিয়েছি।'

অবরোধে শামিল আটিলা গ্রামের বাসিন্দা হেমন্ত বর্মনের কথায়, 'ওই রাস্তার পাশেই রয়েছে দোহিল হাইস্কুল। বৃষ্টিতে রাস্তার এমন অবস্থা হয়ে গিয়েছে যে, স্কুলে যাওয়া যায় না। অনেক ছাত্রছাত্রী কাদাতে পড়ে যায়।' বাসিন্দাদের অভিযোগ, কৃষকেরা ওই রাস্তা দিয়ে টোটোতে করে ফসল বিক্রি করতে হাটে যান। অনেকবার টোটো দুর্ঘটনা ঘটেছে বলেও জানিয়েছেন তাঁরা। বেহাল রাস্তার কারণে অসুস্থ মানুষদের প্রায় ৩ কিলোমিটার ঘুরে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। আপাতত রাস্তাটি চলাচলযোগ্য করার পাশাপাশি পরবর্তীতে প্রকল্পের আওতায় এনে পাকা করার দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা। বিডিও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন বাসিন্দা মনোতোষ মণ্ডল।

পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন রাস্তাটি খারাপের অবস্থা মেনে নিয়েছেন। তবে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপির এলাকার সাংসদ ও বিধায়কের দিকে। তাঁর বক্তব্য, 'এতদিনে তাঁরা বিধায়ক কোটা বা সাংসদ কোটার তহবিল দিয়ে কী কাজ করেছেন তা প্রকাশ্যে আনা হোক।' তাঁর সংযোজন, 'মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে গাজোল ব্লকে প্রায় ৯০ শতাংশ পাকা রাস্তা তৈরি হয়েছে। আমি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি আগামীদিনে ওই রাস্তাটিও পাকা করা হবে।'

গরমে স্বস্তি। বালুরঘাটের বোল্লা গ্রামে ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।

পরিযায়ী শ্রমিককে খুনের অভিযোগ

তিন প্রতিবেশী জড়িত, সন্দেহ পরিবারের

বিশ্বজিৎ সরকার

হেমতাবাদ, ২৬ জুন : ভিনরাজ্যে কাজ দেওয়ার নাম করে রায়গঞ্জের বাড়ি থেকে ডেকে উত্তরপ্রদেশে নিয়ে গিয়ে এক তরুণকে খুনের অভিযোগ উঠল তিন প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। রায়গঞ্জের শেরপুর পঞ্চায়েতের গোবিন্দপুরের বাসিন্দা মৃত আনসার আলির (২৬) দাদা আনোয়ার হোসেন বলেন, 'ভিনরাজ্যে কাজ দেওয়ার নাম করে গত ১৭ জুন ভাইকে গোবিন্দপুরের বাড়ি থেকে উত্তরপ্রদেশে নিয়ে যায় তিনজন। ২৩ জুন সকাল দশটা নাগাদ একটি অচেনা নম্বর থেকে ফোন আসে আমার ফোনে। অজ্ঞাতপরিচয় সেই ব্যক্তি ফোনে বলেন, ভারী জিনিস দিয়ে ভাইয়ের মাথা ফাটিয়ে খুন করা হয়েছে। এখন ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর মেডিকেল হাসপাতালের মর্গে দেহ রাখা আছে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস ভাইকে গ্রামের তিন তরুণই খুন করেছে। তিনজনের নাম উল্লেখ করে রায়গঞ্জ থানায় অভিযোগ জানাই। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।'

বৃহস্পতিবার মৃতের পরিবারের তরফে রায়গঞ্জ থানায় তিন তরুণের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ জানানো হয়। অভিযুক্তরা হল, সোনাবাড়ির এজাহার আলি, রায়গঞ্জের ভিটিভাতগোড়ার রফিকুল আলি ও হেমতাবাদের নুরপুরের বাসিন্দা নাজিবুল হক। তিনজনই পলাতক। এখনও খোঁজ মেলেনি তাদের কারোর। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে,

> ভিনরাজ্যে কাজ দেওয়ার নাম করে গত ১৭ জুন ভাইকে গোবিন্দপুরের বাড়ি থেকে উত্তরপ্রদেশে নিয়ে যায় তিনজন। ২৩ জুন সকাল দশটা নাগাদ ভাইয়ের মৃত্যু খবর দিতে অচেনা নম্বর থেকে ফোন আসে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস ভাইকে গ্রামের তিন তরুণই খুন করেছে।
>
> **আনোয়ার হোসেন,** *মৃতের দাদা*

ওই তরুণের দুই ছেলে রয়েছে। তাদের মধ্যে একজনের বয়স ৮ বছর ও অপরজনের বয়স ১০ বছর। স্ত্রী রিয়া বেগম বলেন, 'দুই ছেলেকে একটি বেসরকারি স্কুলে ভর্তি করেছি। দুজনের পড়ার খরচ জোগানোর জন্যই আমার স্বামীকে ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতে যেতে হয়। কাজ করতে গিয়ে আমার স্বামীকে খুন হতে হবে তা আমরা কেউই বুঝতে পারিনি। দুই সন্তানকে নিয়ে কীভাবে সংসার চালাব, বুঝতেই পারছি না।'

এদিকে, শেরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সংশ্লিষ্ট সংসদের পঞ্চায়েত সদস্য রুস্তম আলির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন পরিবারের সদস্য ও গ্রামের বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, এত বড় একটা ঘটনা হওয়া সত্ত্বেও পঞ্চায়েত সদস্য একবারের জন্য পরিবারের পাশে দাঁড়াননি। গ্রামবাসী মোশারফ হোসেন বলেন, 'যারা খুনি তাদের সঙ্গে পঞ্চায়েত সদস্যর সখ্য রয়েছে, সে কারণেই এই পরিবারের পাশে দাঁড়ায়নি।'

যদিও পঞ্চায়েত সদস্য রুস্তম আলির সাফাই, 'আমি কাজে ব্যস্ত থাকায় সেখানে যেতে পারিনি। এরমধ্যে পরিবারের সঙ্গে দেখা করব।' এ ব্যাপারে রায়গঞ্জ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুন্তল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশের পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা চলছে।'

গ্রেপ্তার ২

পতিরাম, ২৬ জুন : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার রাতে পতিরামের আমতলা মোড় থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা সহ দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতদের নাম সুশান্ত দাস ও প্রণব রায়। দুইজনেই কুমারগঞ্জ থানার ইছামতি দাসপাড়া এলাকার বাসিন্দা। বাজেয়াপ্ত করা হয় ১৪ কেজি ৪৭২ গ্রাম গাঁজা। শিলিগুড়ি থেকে বাসে করে ওই গাঁজা নিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুরে এসেছিল তারা। বৃহস্পতিবার ধৃতদের বালুরঘাট আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। গাঁজা পাচারে আর কারা যুক্ত রয়েছে, তা জানতে ধৃতদের জেরা করছে পুলিশ।

রক্তদান

চাঁচল, ২৬ জুন : চাঁচল ১ নম্বর ব্লকের অলিহন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েত ভবনে বৃহস্পতিবার রক্তদান শিবির হল। পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধি সহ মোট ৫০ জন ওই শিবিরে রক্তদান করেন। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন, চাঁচলের বিডিও থিনলে ফুলস্টক ভুটিয়া, পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি জাকির হোসেন প্রমুখ। অলিহন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুলতানা খাতুন বলেন, 'মহকুমা শাসকের অনুপ্রেরণায় এই শিবির হল। রক্তদাতাদের হাতে শংসাপত্র এবং একটি করে চারাগাছ তুলে দেওয়া হয়েছে।'

হাঁস বিলি

কুমারগঞ্জ, ২৬ জুন : মহিলাদের স্বনির্ভর করতে কুমারগঞ্জ ব্লকে প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার উন্নত প্রজাতির হাঁসের ছানা বিতরণ করা হল। কুমারগঞ্জ বিএলডিও অফিস চত্বরে প্রায় ৫০০ মহিলাকে হাঁসের ছানা দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উমা রায়, বিএলডিও তৌফিক আহমেদ, মৎস্য ও প্রাণী কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্তী বর্মন ঘোষ প্রমুখ।

সচেতনতা

সামসী, ২৬ জুন : রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে উত্তর মালদার সামসী এগ্রিল হাইস্কুল, হরিশ্চন্দ্রপুর হাইস্কুল ও চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউশনে জলবায়ু পরিবর্তনে মানবদেহে প্রভাব বিষয়ক একটি কর্মসূচি হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মানবদেহে প্রভাব বিষয়টি কলকাতার পাপেট থিয়েটার এই কর্মসূচিতে পুতুলনাচের মাধ্যমে সুন্দরভাবে ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরে।

ঝুলন্ত দেহ

রায়গঞ্জ, ২৬ জুন : বীরঘই গ্রাম পঞ্চায়েতের বানিয়াপুকুর গ্রামে বৃহস্পতিবার বাড়ি থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। মৃতের নাম বাদশা আলম (৩১)। তিনি পেশায় কৃষক ছিলেন। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আপাতত একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আহত ২

রায়গঞ্জ, ২৬ জুন : বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জের সাহাপুর এলাকায় নাকা চেকিংয়ের সময় ভুটভুটির ধাক্কায় গুরুতর আহত হন এএসআই বিধানচন্দ্র ঝা এবং হোমগার্ড স্বপন মণ্ডল। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে ভর্তি করেন। ভুটভুটিটি বাজেয়াপ্ত করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বধূর মৃত্যু

মালদা, ২৬ জুন : এক বধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়াল হবিবপুরে। মৃতের নাম মুন্নি মণ্ডল (২০)। তিনি হবিবপুরের গৌরমারি এলাকার বাসিন্দা। গত শুক্রবার শ্বশুরবাড়িতে তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পেয়ে প্রথমে বুলবুলচণ্ডী গ্রামীণ হাসপাতাল ও পরে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করেন পরিবারের সদস্যরা। চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সকালে তাঁর মৃত্যু হয়।

সাপের ছোবলে অসুস্থ হলেও নিয়ে যাওয়া হয়নি হাসপাতালে

ওঝার 'কেরামতি'তে মৃত্যু

অরিন্দম বাগ

মালদা, ২৬ জুন : ঘুমন্ত অবস্থাতেই এক প্রবীণাকে সাপে ছোবল দিয়েছিল। কিন্তু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার বদলে ওঝার কাছে নিয়ে যায় তাঁর পরিবার। প্রায় ১৫ মিনিট ধরে চলে ওঝার 'কেরামতি'। কিন্তু তাতে তাঁর শারীরিক অবস্থা আরও খারাপ হতে থাকে। তবুও শেষরক্ষা হয়নি। মৃত্যু হয় তাঁর। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচকের বামনগ্রাম এলাকায়। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে এই ঘটনায় আপাতত একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

মেডিকেলে প্রবীণার পরিবার।

মৃতার নাম নাজেরা বিবি (৬০)। বাড়ি কালিয়াচকের বামনগ্রামের চরকাপাড়া এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে বাড়ির মেঝেতেই ঘুমোচ্ছিলেন নাজেরা। সেই সময় একটি বিষধর সাপ ডানহাতে ছোবল দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই শরীর জ্বালা করতে থাকলে যন্ত্রণায় ছটফট করতে শুরু করেন নাজেরা। পরিবারের লোকজন তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার বদলে স্থানীয় এক ওঝার কাছে নিয়ে যান। অভিযোগ, প্রায় ১৫ মিনিট ধরে চলতে থাকে ওঝার কেরামতি। এক সময় নাজেরা নেতিয়ে পড়েন। তখন ওঝা পরিবারের সদস্যদের জানায়, শরীর থেকে বিষ নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই নাজেরা সুস্থ হয়ে উঠবেন। কিছু সময় অতিক্রান্ত হতেই নাজেরা ফের ছটফট করতে শুরু করেন। এবারে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে সুজাপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকায় তাঁকে মালদা মেডিকেলে স্থানান্তরিত করা হয়। মালদা মেডিকেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মৃতার বৌমা হাসিনারা খাতুনের কথায়, 'শাশুড়ি রাতে মেঝেতে ঘুমিয়ে ছিলেন। সাপে ছোবল দেওয়ায় উঠে পড়েন তিনি। আমাদের গ্রামের এক ওঝার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়।'

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের মালদা জেলা শাখার সম্পাদক মনোরঞ্জন দাস বলেন, 'এটা দুর্ভাগ্যের বিষয়। আমরা এধরনের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াই চালাচ্ছি। আমরা সেই গ্রামে গিয়ে সচেতন করব।

এখনও কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত করছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

অভিযোগ

- সাপের ছোবলে ঘুম ভাঙে প্রবীণার
- তখনই পরিবারের সদস্যরা নিয়ে যান স্থানীয় এক ওঝার কাছে
- সেখানে বেশ কিছুক্ষণ তার 'কেরামতি'র পর, প্রবীণা ছটফট করতে থাকেন
- পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন

আটক এক কিশোর, পলাতক দুই

ডিয়ার পার্কে কলেজ ছাত্রীকে ইভটিজিং

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৬ জুন : হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ঐতিহ্যবাহী বারদুয়ারি ডিয়ার পার্কে এক কলেজ ছাত্রীকে ইভটিজিংয়ের অভিযোগ উঠল। অভিযুক্তরা ওই এলাকারই তিন কিশোর। পার্কের কর্মীরা তাদের ধাওয়া করলে দুজন পালিয়ে যায়। কিন্তু একজনকে পাকড়াও করেন তাঁরা। খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে যান হরিশ্চন্দ্রপুর-২'এর বিডিও তাপস পাল। ওই কিশোরকে সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে, থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি।

বুধবার বিকেলে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে ডিয়ার পার্কে ঘুরতে গিয়েছিলেন ওই তরুণী। তখন পার্কের মধ্যে ওই তিন কিশোর তাঁকে নানাভাবে উত্যক্ত করে। অশ্লীল কটূক্তি করা হয় বলেও অভিযোগ। ওই তরুণী প্রতিবাদ করায় পার্কের কর্মীরা ছুটে আসেন এবং তা দেখেই ওই তিন কিশোর পালাতে শুরু করে। এরপর বিডিও অভিযুক্ত এক কিশোরকে এক ঘণ্টা বসিয়ে রাখেন এবং সতর্ক করে ছেড়ে দেন। প্রশাসনের তরফে ওই তরুণীকে গাড়ি করে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসা হয়।

এই ঘটনা প্রসঙ্গে বিডিও বলেন, 'আমি অফিসে ছিলাম। আমাকে ফোন করে পার্কের কর্মীরা ঘটনাটি জানান। একজন ধরা পড়েছে বলে তাঁরা জানান। শুনেই আমি নিজে পার্কে যাই। অভিযুক্ত যেহেতু নাবালক তাই আর পুলিশে খবর দিইনি। সাবধান করে ছেড়ে দিয়েছি। হরিশ্চন্দ্রপুর বারদুয়ারি ডিয়ার পার্ক মনোরঞ্জনের জায়গা। সব বয়সের নারী-পুরুষ এখানে আসেন। আমরা প্রত্যেকের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে চাই। পার্কের ভেতর এ ধরনের ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না।'

ব্লক কার্যালয় লাগোয়া সরকারি পার্কে কীভাবে এ ধরনের ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা। আজিজুর রহমান নামে এক এলাকাবাসী বলেন, 'ওই ঘটনার সময় আমি পার্কে ছিলাম। শুধু এদিন নয়, প্রায়ই এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। এই এলাকায় কয়েকটা হাইস্কুল রয়েছে। সেখানের কিছু পড়ুয়া বাইক নিয়ে পার্কে আসে। হইহল্লা করে। বিকেলের দিকে মেয়েরা পার্কে ঘুরতে এলে তাদের বিরক্ত করে। ফোন নম্বর চায়। সবাই প্রতিবাদ করে না। প্রশাসনের তৎপরতায় সামাল দেওয়া গিয়েছে।'

বারদুয়ারি ডিয়ার পার্কে মোট ৩০টি হরিণ রয়েছে। বহু মানুষ রোজ ওই পার্কে ঘুরতে আসেন। হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশ জানিয়েছে, প্রয়োজনে পার্কের নিরাপত্তা আরও বাড়ানো হবে।

নিরাপত্তায় প্রশ্ন

- কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে ডিয়ার পার্কে ঘুরতে গিয়েছিলেন এক কলেজ ছাত্রী
- তিন কিশোর তাঁকে উত্যক্ত করে, অশ্লীল কটূক্তি করা হয় বলেও অভিযোগ
- ঘটনাস্থলে যান খোদ হরিশ্চন্দ্রপুর-২'এর বিডিও তাপস পাল
- ব্লক কার্যালয় লাগোয়া সরকারি পার্কের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয়রা

বিরল প্রজাতির গিরগিটি পাচার রুখল বিএসএফ

হিলি, ২৬ জুন : বিরল প্রজাতির গিরগিটি পাচারের ছক বানচাল করল সীমান্ত রক্ষীবাহিনী। বৃহস্পতিবার সকালে হিলি থানার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের উত্তর আগ্রা এলাকা থেকে বহুমূল্যের বিরল প্রজাতির গিরগিটিটি উদ্ধার করে বিএসএফ-এর ৭৯ নম্বর ব্যাটালিয়ন। এশিয়ায় ট্র্যাডিশনাল ওষুধ তৈরিতে ওই গিরগিটির ব্যবহার হয় বলে জানতে পেরেছেন বিএসএফ জওয়ানরা। ইতিমধ্যেই বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইনে মামলার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ার বিএসএফ প্রেস বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, গোপন সূত্র মারফত খবর পেয়ে বন্যপ্রাণটিকে উদ্ধার করা হয়েছে।

হিলি থানার উত্তর আগ্রা এলাকার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে বন্যপ্রাণ পাচারের চেষ্টার গোপন খবর পান ৭৯ নম্বর ব্যাটলিয়নের বিএসএফ জওয়ানরা। ওই খবরের ভিত্তিতে বিএসএফের একটি দল ওই এলাকায় হানা দেয়। তল্লাশিতে ১০ ইঞ্চি লম্বা প্লাস্টিকের বাক্স থেকে একটি গিরগিটি উদ্ধার হয়। গিরগিটিটির প্রজাতি পরীক্ষা করে বোঝা যায় যে সেটি বিরল। নিশ্চিত হওয়ার পরেই বন্যপ্রাণ আইনে মামলার প্রস্তুতি শুরু করেছে বিএসএফ। বিএসএফ জানিয়েছে, বিরল গিরগিটিটি টোকে গেকো প্রজাতির। লক্ষাধিক মূল্যে তা বিক্রি হয়। সেটি ভারতীয় বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইন ১৯৭২-এর প্রথম তপশিলভুক্ত। ওই প্রজাতির গিরগিটি দীর্ঘদিন ধরেই বন্যপ্রাণ পাচারচক্রের লক্ষবস্তু এবং এশিয়ার মধ্যেই এর পাচার বেশি হয়।

ইন্ডিয়ান অয়েল
CIN-L23201MH1959GOI011388
পাইপলাইন বিভাগ
দরখাস্ত আহ্বান (EOI)
পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়িতে "শিলিগুড়ি ঝাপা পাইপলাইন প্রকল্পের অফিস স্পেস"এর জন্য ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেডের (পাইপলাইন বিভাগ) কে বাণিজ্যিক স্থান লিজ ভিত্তিতে দেওয়ার জন্য প্রকৃত মালিকদের কাছ থেকে আগ্রহ প্রকাশের (EOI) আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।
ডাউনলোডের সময়কাল : এই দরখাস্ত আহ্বান প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে।
বিড জমা দেওয়ার সময় : এই দরখাস্ত আহ্বান প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে।
যোগাযোগ : সিনিয়র কনস্ট্রাকশন ম্যানেজার, শিলিগুড়ি, মোবাইল : 9250991965
ই-মেল: uahmad@indianoil.in
আরও বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন https://www.iocl.com/suppliers-notices
এই বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যে কোনো প্রকার শুদ্ধিপত্র / সংযুক্তিকরণ / বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত বিষয় একমাত্র www.iocl.com ওয়েবসাইটে দেখা যাবে।

বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে অবরোধ।

রাস্তা বেহাল, রাজ্য সড়ক অবরোধ

মণিশংকর ঠাকুর

তপন, ২৬ জুন : প্রশাসনের দরজায় কড়া নেড়েছেন অনেকবার কিন্তু সাড়া পাননি। তার প্রতিবাদে পথ অবরোধে নামলেন তপন ব্লকের ১ নম্বর রামপাড়া চেঁচড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চন্দ্রাইল ও মুক্তারামপুরের বাসিন্দারা। শুক্রবার একত্রিতভাবে গ্রামবাসীরা নতুন পাকা রাস্তার দাবিতে রাজ্য সড়কের বাবলাতলা মোড়ে অবরোধে বসেন। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, পাকা রাস্তা না থাকায় বর্তমান সময়ে প্রত্যেকদিন তাঁদের চরম সমস্যায় পড়তে হয়। কিন্তু এব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ করছে না প্রশাসন। প্রশাসনের টনক নড়াতেই তাঁদের এই পথ অবরোধের সিদ্ধান্ত, বলছেন গ্রামবাসীরা। ব্লক প্রশাসনের কিছুটা টনক নড়েছে, তা স্পষ্ট হয়েছে জয়েন্ট বিডিও-র আশ্বাসে। তাঁর আশ্বাসের জেরেই সকাল ১০টা থেকে শুরু হওয়া পথ অবরোধ প্রত্যাহাত করা হয় বিকেল সাড়ে ৩টা নাগাদ।

প্রস্তুতিটা শুরু হয়েছিল বেশ কিছুদিন ধরেই। নানান আলোচনার শেষে শুক্রবার পাকা রাস্তার দাবিতে পথ অবরোধে শামিল হন কয়েকশো গ্রামবাসী। প্রায় সাড়ে ৫ ঘণ্টার অবরোধে রাজ্য সড়কটিতে আটকে পড়ে প্রচুর গাড়ি। আন্দোলনকারী স্থানীয় বাসিন্দা কমল সরকার বলেন, 'বালুডাঙ্গা প্রাথমিক স্কুল থেকে চন্দ্রাইল হয়ে দক্ষিণ মুক্তারামপুর প্রাথমিক স্কুল পর্যন্ত প্রায় ৫ কিলোমিটার পাকা রাস্তার দাবি দীর্ঘদিন থেকে করা হচ্ছে। কিন্তু কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না। তাই আমাদের এই পথ অবরোধ।'

কলেজ ছাত্রী তিথি প্রামাণিক ক্ষোভপ্রকাশ করে বলেন, 'বর্ষার সময় রাস্তায় এতটাই কাদা থাকে যে, হেঁটে চলাচল করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে শিশু ও বয়স্কদের জন্য পরিস্থিতি চরম বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। প্রতিদিন চরম দুর্ভোগের মধ্যে

> বর্ষার সময় রাস্তায় এতটাই কাদা থাকে যে, হেঁটে চলাচল করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে শিশু ও বয়স্কদের জন্য পরিস্থিতি চরম বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। প্রতিদিন চরম দুর্ভোগের মধ্যে যাতায়াত করতে হচ্ছে।
>
> **তিথি প্রামাণিক,** *কলেজ ছাত্রী*

যাতায়াত করতে হচ্ছে।'

স্থানীয় বাসিন্দা দ্বিজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'কিছুদিন আগে আমার মেয়ের প্রসব ব্যথা উঠেছিল। কালদিঘি হাসপাতালে যাওয়ার জন্য হাঁটতে হয়েছিল। কেননা, বেহাল রাস্তার জন্য টোটো বা গাড়ি এই পথ দিয়ে চলাচল করে না।' জয়েন্ট বিডিওর নতুন রাস্তা তৈরির আশ্বাস কবে কার্যকর হয়, সেদিকেই এখন নজর চন্দ্রাইল ও মুক্তারামপুরের।

ট্রেনে কাটা

হেমতাবাদ, ২৬ জুন : ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে হেমতাবাদের বাঙ্গালবাড়ি রেলস্টেশন এলাকায়। বৃহস্পতিবার বিকাল পাঁচটা নাগাদ কাটিহার-রাধিকাপুর প্যাসেঞ্জার ট্রেনের নীচে কাটা পড়েন জয়ন্তীবালা সরকার (৭০)। স্বামী প্রয়াত হওয়ার পর একাই থাকতেন। স্থানীয় বাসিন্দা সুনীল বর্মন জানান, মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর একাই থাকতেন। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানোর পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করে রেল পুলিশ।

বিক্ষোভ

কালিয়াগঞ্জ, ২৬ জুন : কালীগঞ্জে তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয় মিছিলে শিশুমৃত্যুর ঘটনায় দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে কালিয়াগঞ্জ বামফ্রন্ট কমিটি রাজ্য সড়কে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল। বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা নাগাদ কালিয়াগঞ্জ থানার সামনে রায়গঞ্জ-বালুরঘাট ১০এ রাজ্য সড়কে অবরোধ শুরু হতেই যানজট হয়। প্রায় ১৫ মিনিট পর অবরোধ ওঠে। জেলা কমিটির সদস্য দেবাশিস পাট্টাদার, জেলা নেতা সুরজিৎ কর্মকার, সিপিএমের উত্তর এরিয়া কমিটির সম্পাদক দীগেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

স্কুল শেষে আইসক্রিমে মজে খুদেরা। রায়গঞ্জে ছবিটি তুলেছেন দিবাকর সাহা।

প্রবীণ বাম নেতাকে পদ্মের সংবর্ধনা

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২৬ জুন : কথায় বলে, তেলে-জলে মিশ খায় না। কিন্তু রাজনীতির জগতে সবই সম্ভব। ঠিক যেমন, বুধবার রাতে রায়গঞ্জের কমলাবাড়িতে ক্ষণিকের জন্য মাখামাখি হয়ে গেল লালে আর গেরুয়ায়। নীতিগতভাবে দুটি রং, থুড়ি দুটি দল সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর। কার্যত একে অপরের জাতশত্রু। অথচ সেই জাতশত্রু সিপিএম দলেরই এক প্রবীণ কর্মীকে বুধবার সংবর্ধনা দিয়ে বসল বিজেপি। যা নিয়ে রীতিমতো চর্চা শুরু হয়েছে রায়গঞ্জের রাজনৈতিক মহলে। গণতন্ত্র হত্যা দিবস উদযাপন করতে গিয়ে রায়গঞ্জের কমলাবাড়ির বাসিন্দা তথা সিপিএমের প্রবীণ পার্টি সদস্য বেদেং বর্মনকে বুধবার রাতে সংবর্ধনা দেওয়া হয় বিজেপির রায়গঞ্জ ২ নম্বর মণ্ডল কমিটির তরফে। মণ্ডলের গেরুয়া নেতা-কর্মীরা কাঁধে জাতীয় পতাকা নিয়ে হাজির হন নবতিপর বেদেং বর্মনের বাড়িতে। তাঁর হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন বিজেপি কর্মীরা। জরুরি অবস্থার সময় গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই করতে গিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে জেল খেটেছিলেন বেদেং। একনিষ্ঠ সিপিএম কর্মীর সেই লড়াইকে স্বীকৃতি দিতেই তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হল বলে দাবি বিজেপির। দলের রায়গঞ্জ ২ নম্বর মণ্ডল কমিটির সাধারণ সম্পাদক গৌতম দাস বলেন, 'বেদেংবাবু আমাদের দলের সমর্থক নন, ভোটারও নন। জরুরি অবস্থার সময় সাধারণ মানুষের গণতন্ত্র রক্ষার জন্য লড়াই করতে গিয়ে জেল খেটেছেন তিনি। তাই আমরা রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে এলাকার প্রবীণ নেতাকে সংবর্ধনা দিয়েছি।'

প্রবীণ নেতার সঙ্গে বিজেপিকর্মীরা।

সিপিএমের জেলা নেতৃত্ব দলের একজন প্রবীণ কর্মীকে বিজেপির হাতে সংবর্ধনা নেওয়ার ঘটনাকে ঢোঁক গিলে সমর্থন করলেও কটাক্ষ ছুড়ে দিয়েছে তৃণমূল। সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য প্রদ্যুৎনারায়ণ ঘোষের কথায়, 'বেদেং বর্মন আমাদের দলেই রয়েছেন। এলাকার কিছু তরুণ তাঁর অতীতের লড়াইকে কুর্নিশ জানিয়ে তাঁকে সংবর্ধনা দিয়েছেন। এতে আপত্তির কী আছে?' তৃণমূলের উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালের অবশ্য কটাক্ষ, 'আজ যাঁরা বিজেপিতে আছেন তাঁদের অধিকাংশই আগে সিপিএমে ছিলেন। সেই কারণেই সিপিএমের লোকজনকে সংবর্ধনা দিচ্ছে বিজেপি।' যদিও বিজেপির জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজের সাফাই, 'কারা কোন দল করেন তা দেখে সংবর্ধনা দেওয়া হয়নি। জরুরি অবস্থার সময় যাঁরা জেল খেটেছেন তাঁদেরই সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। কে সিপিএম, কে তৃণমূল বা কে বিজেপি, তা বিচার করা হয়নি।'

নব্বই বছর বয়সে এমন সংবর্ধনা পেয়ে অবশ্য বেজায় খুশি বেদেং বর্মন। একসময় কমলাবাড়ি অঞ্চলে সিপিএমের শাখা কমিটির সম্পাদক ছিলেন তিনি। বেদেং বলেন, 'সেই সময় গণতন্ত্রের পক্ষে লড়াই করছিলাম বলে আমাদের উপর প্রচুর পুলিশি আক্রমণ ও নির্যাতন হয়েছে। পুলিশের ভয়ে কখনও কচুরিপানার আড়ালে পুকুরে ডুব দিয়ে লুকিয়েছি, কখনও খড়ের গাদায় লুকিয়ে রাত্রিযাপন করেছি।' প্রবীণ সিপিএম নেতার বক্তব্য, 'স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা আমাকে ভালোবাসে বলেই তাদের সংবর্ধনা নিয়েছি। তবে তাদের হাতে বিজেপির কোনও পতাকা ছিল না।'

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১ কোটির বিজয়ী হলেন
দক্ষিণ ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা কুমার হালদার - কে 05.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 68K 35238 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "বয়স, লিঙ্গ, প্রেক্ষাপট বা পটভূমি নির্বিশেষে সমস্ত সাধারণ মানুষকে সমান সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা অসংখ্য কোটিপতি তৈরি করেছে এবং আমি গর্বের সাথে বলতে পারি আমিও এখন তাদের মধ্যে একজন।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৪০ সংখ্যা, শুক্রবার, ১২ আষাঢ় ১৪৩২

নোবেলের লক্ষ্যে

যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা! একসময় বাচ্চাদের অন্যতম পছন্দের খেলা ছিল। বেশ কয়েকজন শিশু জড়ো হলেই লুকোচুরি, চোর-পুলিশ, আইস-বাইশের পাশাপাশি কখনো-সখনো 'যুদ্ধ যুদ্ধ' খেলায় মেতে উঠত। সৈনিক, সেনাপতি সেজে দু'পক্ষের মিছিমিছি যুদ্ধে উত্তেজনা কম ছিল না। যুদ্ধ মানে মুখ দিয়ে উঃ, আঃ, ঢিসুম ঢিসুম, গুড়ুম গুড়ুম প্রভৃতি শব্দ সৃষ্টি আর দু-একটা স্বরচিত সংলাপ।

এখন সেই 'যুদ্ধ যুদ্ধ' বড়দেরও খেলা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুদের খেলা। দুই রাষ্ট্রনেতার ভাবখানা এমন যেন দুনিয়ার নিরাপত্তার দায়ভার তাঁদের কাঁধে। কারণে-অকারণে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দিচ্ছেন, কখনও আবার থামিয়ে দিলাম বলে বাহাদুরি নেওয়ার চেষ্টা করছেন। তারপর নিজেকে নোবেল শান্তি সম্মানের দাবিদার বলে ঘোষণাও করছেন।

পুরোপুরি হাস্যকর হলেও এটা এখন বাস্তব। দ্বিতীয়বার মার্কিন প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে পূর্বসূরি জো বাইডেনের নিন্দা লেগে থাকত ট্রাম্পের মুখে। বাইডেনের গাজা-নীতির কড়া সমালোচনা করতেন। গাজায় নেতানিয়াহুর নিয়মিত সামরিক অভিযানের তীব্র নিন্দা করতেন। জানুয়ারিতে তাঁর ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ইজরায়েল-হামাসের যুদ্ধবিরতি চলে এক মাস। তারপর ট্রাম্প হয়ে গেলেন ইজরায়েলি অভিযানের ঘোর সমর্থক।

আবার একথাও বললেন যে, গাজার মঙ্গলের জন্যই পুরো গাজা দখল করে নিতে চান তিনি। প্রশ্ন ওঠে, গাজার মঙ্গলই যদি চান, ত্রাণকেন্দ্রে প্রতিদিনই ইজরায়েলি গুলিগোলায় বুভুক্ষু মানুষের মৃত্যু ঠেকাচ্ছেন না কেন? স্বভাবতই এসব কথার উত্তর দেন না যুদ্ধের স্বঘোষিত সেনাপতিরা। ইরানের বিরুদ্ধে নেতানিয়াহুকে সারাক্ষণ তাতিয়ে যুদ্ধটা লাগিয়েই ছাড়লেন ট্রাম্প।

অথচ যুদ্ধটা হওয়ার কথাই ছিল না। বরং ঠিক ছিল, আমেরিকা শিগগির পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে ইরানের সঙ্গে বৈঠক করবে। কিন্তু বৈঠকের নির্ধারিত দিনের আগে গত ১১ জুন ইজরায়েল হঠাৎ ইরানে ক্ষেপণাস্ত্র হানা শুরু করে দিল। প্রথম দিনই ইরানের ছয় পরমাণু বিজ্ঞানী, সেনাপ্রধান সহ বেশ কয়েকজন সামরিক কর্তা নিহত হলেন সেই অভিযানে। পরে আমেরিকাও হামলা চালাল ইরানের তিন পরমাণুকেন্দ্রে।

সরকারি হিসেবেই ইরানে নিহতের সংখ্যা হাজার। আহত কয়েক হাজার। নিহতের তালিকায় চোদ্দোজন পরমাণু বিজ্ঞানী। ইরানও ছেড়ে দেয়নি। তেল আভিভ সহ ইজরায়েলের বেশ কয়েকটি শহরের বিস্তীর্ণ এলাকা ইরানি ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হানায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। নিহত হয়েছেন কয়েকশো ইজরায়েলি। গুপ্তচর সংস্থা মোসাদের দপ্তরও বিধ্বস্ত।

তিন পরমাণুকেন্দ্রে মার্কিন হামলার পালটা ইরান কাতারে আমেরিকার সেনাঘাঁটিতে আক্রমণ করার পর ট্রাম্প হঠাৎ ইজরায়েল-ইরান সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণা করে দিলেন। পুরো ব্যাপারটাই পূর্বপরিকল্পিত, সাজানো মনে হয় না কি! যেন বিশ্ববাসীকে দেখানো যে, ট্রাম্প চাইলে যুদ্ধ লাগিয়ে দিতে পারেন, আবার থামিয়ে দিতেও পারেন। যেন পুরোটাই খেলা এবং তিনি সেই ম্যাচের রেফারি।

ভারত-পাক সংঘর্ষ বিরতির পরিপ্রেক্ষিতে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য ট্রাম্পের নাম সুপারিশ করেছিলেন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ও সেনাপ্রধান আসিম মুনির। তবে ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষে ট্রাম্প মধ্যস্থতা করেছিলেন কি না, তা নিয়ে সংশয় কাটেনি। মোদির দাবি, পাকিস্তানের প্রস্তাবে সাড়া দিয়েছিল ভারত। ট্রাম্পের দাবি, যুদ্ধ তিনিই থামিয়েছেন। এর আগে থামিয়েছেন কঙ্গো-রোয়ান্ডা, কসোভো যুদ্ধও।

ভাবটা এমন যেন এতদিনে তিন-চারটে নোবেল তাঁর ঝুলিতে এসে যাওয়ার কথা। যদিও নিজেই মনে করছেন, নোবেল তাঁকে দেওয়া হবে না। আবার নোবেলের জন্য ট্রাম্পের তরও সইছে না। পেন্টাগন ইতিমধ্যে নোবেল কমিটির কাছে ট্রাম্পের নাম সুপারিশ করেছে। সত্যিই ট্রাম্পের ভাগ্যে সেই সম্মান জুটলে নোবেল শান্তি পুরস্কার নিশ্চিতভাবে গুরুত্ব হারাবে। না জুটলে আবার যুদ্ধ বাধানোর খেলা না শুরু হয়ে যায় বিশ্বে!

অমৃতধারা

মানুষের ইচ্ছা বজায় থাকে এক মিনিট, দু'মিনিট, দশ মিনিট, বড় জোর এক ঘণ্টা। সে চায় ভগবানে অভিনিবিষ্ট হতে, ব্যাস। তারপর সে চায় আরও অনেক কিছু। মানুষ ভগবানের চিন্তা করে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপর হয়ে গেল। তার চিন্তা তখন হাজারো অন্য বিষয়ে চলে গেল। অবশ্য তেমনটা হলে স্বভাবতই তোমার অনন্তকাল লাগতে পারে। কারণ মানুষ বস্তুসমূহকে বিন্দু বিন্দু করে যোগ করে বাড়াতে পারে না, যদি সেগুলোকে বালির কণার মতো জড়ো করা যেত, যদি ভাগবতমুখী প্রতিটি চিন্তার দরুন তুমি একটি বালিকণা কোথা জমা করে রাখতে পারতে, তাহলে কিছুকাল পরে সেটা একটা পর্বতপ্রমাণ হয়ে দাঁড়াত।

-শ্রীমা

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে জগন্নাথ ও রথ

বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে আজও পালিত হয় রথ উৎসব। সেখানে জগন্নাথের সঙ্গে রথে ওঠেন শ্রীরামকৃষ্ণ!

পূর্বা সেনগুপ্ত

ছবি ফেসবুক থেকে নেওয়া

অবতার এসে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করেন, গুপ্ততীর্থ জাগ্রত করেন, আবার নূতন তীর্থ তৈরি করেন। (শ্রীম দর্শন, ১৪শ ভাগ, পৃ৮০)। মাস্টারমশাই শ্রী মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের এই বিখ্যাত উক্তি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকে কেন্দ্র করে উচ্চারিত হয়েছিল। আর নূতন তীর্থ কথাটি উচ্চারিত হয়েছিল বাগবাজারের বলরাম বসুর গৃহ সম্বন্ধে। এখন এই গৃহ সত্যই বলরাম মন্দির রূপে চিহ্নিত। রামকৃষ্ণ ভাব আন্দোলনে শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্ত বলরাম বসু এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। যাঁর গৃহকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'এ হল আমার দ্বিতীয় কেল্লা'। রানি রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের মন্দির তাঁর প্রথম কেল্লা।

যেখানে তিনি বাস করেছেন, সাধনা করেছেন, সাধন লব্ধ ফল প্রকাশ করেছেন। সে-ও ছিল নূতন তীর্থ প্রতিষ্ঠার এক অধ্যায়। কিন্তু দ্বিতীয় কেল্লা রূপে বলরামের গৃহ বিখ্যাত হয়ে রয়েছে তাঁর রথ উৎসবে যোগদানের জন্য। কলকাতায় এসে তরুণ ভক্তদের কাছে নিজেকে মেলে ধরার শ্রেষ্ঠ স্থান ছিল বলরামের গৃহ।

কারণ বলরাম নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ওড়িশার কোঠার অঞ্চলে তাঁদের জমিদারি ছিল। সেখানে প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণ বিগ্রহ আজও পূজিত হয়ে আসছেন সমমর্যাদায়। এছাড়া বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে তাঁদের গৃহটিতে শ্রীমা সারদা দেবী সহ সকল ত্যাগী সন্তানেরা বাস ও তপস্যা করেছেন।

কোঠার কটকের কাছে একটি গঞ্জ অঞ্চল। পুরী থেকে খুব বেশি দূরে নয়। পুরীতেও এই পরিবারের বাসস্থান শশী নিকেতন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য গৃহ রূপে চিহ্নিত। পরম বৈষ্ণব এই পরিবার বাগবাজারে বাড়ি কেনেন এবং বলরাম সেখানে বসবাস করতে থাকলে গৃহে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। আর জগন্নাথের সঙ্গে রথ উৎসব অঙ্গাঙ্গি জড়িত। তাই রথের দিন এই গৃহে ছোট করেই একটি উৎসবের আয়োজন হত।

শ্রীরামকৃষ্ণের একান্ত ভক্ত ও রসদদার বলরাম সেই উৎসবে একাধিকবার শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। এই রথ উপলক্ষ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ বসুগৃহে রাত্রিবাসও করেছিলেন, এমন আমরা দেখতে পাই। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শুদ্ধ দেহ ও মনের কারণে খাদ্যগ্রহণে বিশেষ সাবধানতা গ্রহণ করতেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরে বাসকালে মা জগদম্বার গঙ্গাজলে প্রস্তুত ভোগাদি গ্রহণ করতেন। কখনও তা দুষ্পাচ্য হলে তিনি স্বপাক করতেন। বা ভাগ্নে হৃদয় বা শ্রীমা সারদা দেবী তাঁর জন্য রান্না করে দিতেন।

দক্ষিণেশ্বরের বাইরে গেলে কোনও ব্রাহ্মণের হাতে প্রস্তুত অন্ন খুব অল্প গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু বলরামের গৃহে জগন্নাথের সেবা থাকায় এবং জগন্নাথের ভোগ শুদ্ধ হওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ তা অনায়াসে গ্রহণ করতেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'বলরামের অন্ন শুদ্ধ'। এমনিতে আমরা দেখি, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতিদিন জগন্নাথের প্রসাদ গঙ্গাজলের সঙ্গে গ্রহণ করতেন। তাঁর জগন্নাথের প্রতি ভক্তি এমনই ছিল।

একই চাঁদ রোজ রোজ

হিন্দু ভাবনায় অবতার তত্ত্ব একটি বিশেষ মাত্রা গ্রহণ করে। ভগবান নেমে আসেন ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য এবং ভক্তের সঙ্গে লীলা করার জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে আমরা দেখেছি তিনি কখনও শ্রীক্ষেত্র পুরী যাননি। কারণ তিনি বলেছিলেন, 'ওখানে গেলে এ দেহ থাকবে না'। কারণ যে সত্তা আসলে অবতারের উৎস, সেই সত্তার কাছে গেলে মন-প্রাণের সঙ্গে দেহও লীন হয়ে যায়।

ঠিক এই কারণে গয়াতেও কখনও শ্রীরামকৃষ্ণের যাওয়া হয়নি। কারণ তাঁর পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় গয়ার বিষ্ণু পাদপদ্ম থেকেই তাঁকে ধরায় এনেছিলেন। পুরীর জগন্নাথের কাছে তিনি যাননি ঠিকই, কিন্তু তাঁর ফোটো আঁচলের তলায় নিয়ে জগন্নাথের দর্শন করিয়ে নিয়ে এসেছিলেন শ্রীমা সারদা দেবী স্বয়ং। জগন্নাথ দর্শনে যাওয়ার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ আদেশ করেছিলেন শ্রীম বা মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে। তিনি বলেছিলেন, 'জগন্নাথের কাছে গিয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করবে'। শ্রীম তাইই করেছিলেন।

সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে আমরা জগন্নাথ প্রীতি দেখি। কিন্তু বলরাম তাঁকে নিজ গৃহে জগন্নাথের উল্লেখযোগ্য উৎসব রথে নিয়ে গিয়ে রথ উৎসবকে শুধু মহিমান্বিত করেননি, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অবতার মূর্তিটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সকলের মনের জগতে। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই লীলা দেখে সকলের মনে হয়েছিল আবার শ্রীবাস অঙ্গনে নিমাই নৃত্য করছেন এবং ভাবে বিহ্বল হয়ে ভাবস্থ হচ্ছেন।

সেই লীলাকাহিনী পাঠ করলে সত্যই শ্রীরামকৃষ্ণ উচ্চারিত অবতারের লীলার কথা স্মরণে আসে। তিনি বলছেন, 'ভগবান সকলেরই, যেমন চাঁদ সকলেরই মামা। তিনি ভক্তদের হৃদয়ে বাস করেন, ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা! তিনি ভক্তদের জন্যই অবতীর্ণ হন! একই চাঁদ রোজ রোজ!' সত্যই তাই, যিনি জগন্নাথ তিনিই নবদ্বীপনাথ, তিনিই ভক্তের নাথ শ্রীরামকৃষ্ণ।'

রথে ভক্তের মেলা

বলরাম বসুর গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনের দুটি দিনের বর্ণনা আমরা বিস্তারিত পাই। একটি ১৮৮৪, অন্যটি ১৮৮৫। অক্ষয়কুমার সেনের বিখ্যাত গ্রন্থ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথিতে একটি সন্ধ্যার সুন্দর বর্ণনা পাই যেখানে নিপুণ বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে,

'অতিশয় ক্ষুদ্র রথ কাঠের নির্মিত।
দ্বিতলের বারান্ডায় টানিবোর মত।।
শোভে রথ বিবিধ বর্ণের পতাকায়।
পাশের চোওদিকে প্রতি ধ্বজায় ধ্বজায়।।
সুন্দর ফুলের মালা দিলা মাঝে মাঝে
সেখানে তেমন ধারা যেখানে যা সাজে'।

রথ সজ্জিত হয়ে প্রস্তুত। পুরোহিত জলের ধারা দিয়ে গৃহের জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা বিগ্রহকে রথের মধ্যে অধিষ্ঠিত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে জয়ধ্বনিতে সেই গৃহের প্রাঙ্গণ মুখরিত হল। শ্রীরামকৃষ্ণ রথের রজ্জু ধরে টান দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি বলছে,

'শ্রীকরে ধরিয়া রজ্জু টান দিলা রথে।
সঙ্কীর্তন- সহ প্রভু নাচিতে নাচিতে।।'

রথের দড়ি ধরে টানার থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল সংকীর্তন। নৃত্য ও গীত। শ্রীরামকৃষ্ণ গান গাইছেন ভক্তেরা আখর দিচ্ছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ গাইছেন, 'আমার গোরা নাচে রে। আমার প্রাণের গোরা নাচে রে।।' ভক্তরাও গাইছেন। কখনও শ্রীরামকৃষ্ণ রথের দড়ি ছেড়ে দিয়ে কীর্তনে মাতোয়ারা। কেমন করে কীর্তন করছেন যেন 'প্রমত্ত কীর্ত্তনে।'

ঈশ্বরের নামে, ঈশ্বরের সঙ্গে এই মাতোয়ারা হয়ে যাওয়ার অপূর্ব দৃশ্য বর্ণনা করেছেন অক্ষয়কুমার সেন। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ নয়, তাঁর সঙ্গে প্রতিটি ভক্তেরও রূপচ্ছবি ধরা পড়ে। সেদিন রথ টানায় যোগ দিতে বেদান্ত কেশরী নিরাকারবাদী যুবক নরেন্দ্রনাথকেও ডেকে এনেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কিন্তু প্রেমের জোয়ারে নরেন্দ্রনাথও আপ্লুত! তিনিও কীর্তনে যোগ দিয়েছেন। আমরা সেই সুন্দর দৃশ্যটি প্রত্যক্ষদর্শীর আলোকেই বর্ণনা করব।

'ভক্তবসু বলরাম মাথায় পাগড়ি।
নাচেন প্রভুর পাশে দোলাইয়া দাড়ি।।
কৃষ্ণকায় তেজচন্দ্র বসু চুনিলাল।
শ্রীমনমোহন রাম দেবেন্দ্র রাখাল।।
কৃতদার হরিপদ হরিণনয়ন।
সুন্দর শরৎ শশী কুমার দুজন।
বারান্ডা কাঁপায়ে অভিমানিবর।
বিশ্বাসী গিরিশ ঘোষ গুরু কলেবর।।
নাচেন নরেন্দ্রনাথ ভক্তের প্রধান।
সাকার হৃদয়ে যাঁর নাহি পায় স্থান।'

সন্ধ্যা নেমে আসে। বিগ্রহের আরতি সমারোহে সম্পন্ন হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ গান ধরেন

'যাঁদের হরি বলতে নয়ন ঝরে,
তারা, দুভাই এসেছে রে!'

মাস্টারমশাই অনবদ্য ভাষায় সেই চিত্র বর্ণনা করে বলেন, 'আজ বলরামের বাড়ি যেন নবদ্বীপে পরিণত হইয়াছে। বাহিরে নবদ্বীপ, ভিতরে শ্রীবৃন্দাবন।' কিংবা বোধ হইল যেন শ্রীবাস-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেছেন। কীর্তন চলিতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রামাণ্য জীবনী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ লিখছেন, 'সে আনন্দ, সে ভগবদ্ভক্তির ছড়াছড়ি, সে মাতোয়ারা ভাব, ঠাকুরের সে মধুর নৃত্য – সে আর অন্যত্র কোথা পাওয়া যাইবে? সাত্ত্বিক পরিবারের বিশুদ্ধ ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া সাক্ষাৎ জগন্নাথদেব রথের বিগ্রহে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ শরীরে আবির্ভূত - সে অপূর্ব দর্শন আর কোথাও মিলিবে?' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ, গুরুভাব উত্তরার্ধ, পৃঃ ২৮৫)

সেদিন বলরাম গৃহে এমনভাবে রথ উৎসব পালিত হয়েছিল যে, গৃহ ছাড়িয়ে রাস্তায় তার সমারোহের শব্দ পৌঁছায়নি। আর আজ বাগবাজারে সেই গৃহে সমারোহে পালিত হয় রথ উৎসব। সেখানে জগন্নাথের সঙ্গে রথে ওঠেন শ্রীরামকৃষ্ণ! একই চাঁদ রোজ রোজ! ভক্ত ও সন্ন্যাসীরা আনন্দে কীর্তন করেন, 'যাঁদের হরি বলতে নয়ন ঝরে, তাঁরা দু-ভাই এসেছে রে।' নিরাভিমান ভক্ত বলরাম গৃহের সন্ধ্যা আজ আলোকিত, উৎসবমুখর।

(লেখক প্রবন্ধকার।)

আজ

১৯৩৯

সুরকার ও গায়ক রাহুল দেববর্মনের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৬৪

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন বিশিষ্ট অ্যাথলিট পিটি উষা।

আলোচিত

শিশুর মতো হাঁটতে শিখছি। শিখছি কীভাবে হাঁটতে হয়, খেতে হয়। সফর বেশ ভালো ছিল। মহাকাশে পৌঁছোতেই একটু অস্বস্তি ছিল। শুনলাম, আমি গতকাল পড়ে পড়ে ঘুমিয়েছি।

- শুভাংশু শর্মা

মহাকাশ এখন বিশেষ কারও নয়। সব দেশের জন্য। আমাদের ট্রেনিং হয়েছিল ১৮ মাস। আমায় কিন্তু দু'মাসে রাশিয়ান ভাষা শিখতে হয়েছিল। কথাবার্তা সব হত রাশিয়ান ভাষায়।

- রাকেশ শর্মা

ভাইরাল/১

হায়দরাবাদের শংকরপল্লিতে রেললাইনের ওপর চারচাকার গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যান এক মহিলা। প্রায় ৮ কিলোমিটার চালান। গাড়িটি আটকালে পুলিশের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেন তিনি। মানসিক বিপর্যস্ত মহিলার কীর্তিতে কিছুক্ষণ ব্যাহত হয় ট্রেন চলাচল।

ভাইরাল/২

কলম্বিয়ায় লেকে সাঁতার কাটতে নামেন এক মহিলা। হঠাৎ একটি ক্যাপিবারা (বিশাল ইঁদুর) আক্রমণ করে। ছাড়ানোর চেষ্টা করেন মহিলা। প্রাণীটি তাঁর মাথা কামড়ে ধরে। চ্যাঁচানিতে এক ব্যক্তি লাঠি নিয়ে তাড়া করেন ক্যাপিবারাকে। কাঁদতে কাঁদতে মহিলাটি লেক থেকে ওঠেন।

জনমন জনমত

চা শ্রমিকদের জীবন হোক চা ফুলের মতো সুন্দর

১৫ জুন উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'দুর্দশার আরেক নাম দলসিংপাড়া' শীর্ষক প্রতিবেদনটি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। শুধু দলসিংপাড়া নয়, বিভিন্ন সময়ে চা শ্রমিকদের দুর্দশার কাহিনী এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রায়ই দেখা যায়, বাগানে কাজ না থাকায় পুরুষ শ্রমিকরা ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করছেন। চা বাগানের মহিলা ও পুরুষ শ্রমিকরা ছাদ ঢালাইয়ের কাজ করেন।

দলসিংপাড়া চা বাগান আড়াই বছর ধরে বন্ধ থাকলেও সরকারি নথিতে খোলা থাকার বিষয়টি অবাক করছে। ফলে অপুষ্টি ও অনাহারে চা ফুলকেই খাবার হিসাবে গ্রহণ করছে তারা, যা খুবই লজ্জার। শ্রম দপ্তরের এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

পরিশেষে বলব, চা বাগিচার আসল সম্পদ হলেন শ্রমিকরা। তাঁদের ছাড়া বাগান অচল। সুতরাং তাঁদের রুটিরুজি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয় নিয়ে অবশ্যই ভাবতে হবে, যাতে তাঁরা চা ফুলের মতো সুন্দর জীবন কাটাতে পারেন। এটাই প্রত্যাশা।

অশোক সূত্রধর
সাতপুকুরিয়া, পাঁচ মাইল, ফালাকাটা।

শিলিগুড়িতে এত বহিরাগত কেন

এ কী হচ্ছে শিলিগুড়িতে! চারদিকে অরাজকতা, কোথাও পাড়ায় পাড়ায় মারপিট, রাতদুপুরে এটিএম ভেঙে টাকা লুট, দিনদুপুরে হিলকার্ট রোডের মতো জনবহুল এলাকায় সোনার দোকানে ডাকাতি। দেখা যাচ্ছে, শিলিগুড়ির পুলিশ প্রশাসনের শাসন ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়েছে। আর যারা ধরা পড়ছে তারা সবাই বাইরের রাজ্য থেকে আসা দুষ্কৃতী। তাহলে কি শিলিগুড়ি চোর, ডাকাত, গুন্ডাদের কাছে সফট টার্গেট?

আমার মনে হয়, শিলিগুড়িতে এখন এত বেশি বহিরাগত মানুষের বাস যে, কে কখন কী করছে, কোথায় যাচ্ছে, তাদের উদ্দেশ্যই বা কী, কিছুই খবর রাখা গোয়েন্দাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এই বহিরাগতদের মধ্যেই আছে রেইকি ইনফর্মার। না হলে একেবারে মসৃণভাবে অপারেশন চালিয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যে শহর ছেড়ে দুষ্কৃতীরা কীভাবে পালিয়ে যাচ্ছে?

তাছাড়া বেশিরভাগ বাড়ির মালিক বাড়ি ভাড়া দেন ঠিকই, কিন্তু ভাড়াটিয়াকে কোনও বৈধ রসিদ দেন না। এতে পুরনিগমের যেমন কর ধার্য করার ক্ষেত্রে ক্ষতি হচ্ছে, সেইসঙ্গে ভাড়াটিয়াদের সম্পর্কে যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে না।

শিলিগুড়িতে যদি বহিরাগতদের উপর নিয়ন্ত্রণ করা না হয়, তাহলে শিলিগুড়ির ভবিষ্যৎ অচিরেই আরও খারাপের দিকে যে যাবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

সমীরকুমার বিশ্বাস
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

শিশুদের কল্পনার জগৎ মিলছে না বাস্তবে

ইদানীং প্রচুর শিশু খবরের কাগজের শিরোনামে আসছে। সেই খবর মন ভালো করা নয়। সব মন খারাপ করা খবর।

অজিত ঘোষ

রাজস্থানের একটি পরিবার যমজ ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে আহমেদাবাদ থেকে লন্ডনগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে চড়েছিলেন। তাঁদের বিমানের ভিতরে বসে থাকা অবস্থার সেলফি ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেলফি তোলার কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেঙে পড়ে বিমানটি। ওরা হয়তো সেলফি তোলার আগে জানলা দিয়ে পাখি দেখছিল। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস। নিয়তি কখন কী লিখে রাখে, তা কেউ জানে?

দুর্ঘটনার দায় কী সব ক্ষেত্রে নিয়তির উপর বর্তানো যায়? কালীগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনের ফলাফলে দশ বছর বয়সি শিশু তামান্না খাতুন কি জানত জয়োল্লাসে মত্ত মানুষের ছোড়া বোমায় প্রাণ যাবে তার? সে তো নিজের উঠোনে দাঁড়িয়ে বিজয় তখনও সম্পূর্ণ না হওয়া বিজয় মিছিল দেখছিল।

ফড়িং ধরার মতো আম কুড়োনোর খেলায় মালদা মোথাবাড়ির সুমন মণ্ডল কি জানত বাগানের মালিক কৃষ্ণ মণ্ডলের ছোড়া বল্লম ভেদ করবে ওর পেট? মেঘুটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র সে। মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে করতে সে যাত্রায় প্রাণে বাঁচে।

প্রাণে বাঁচেনি বালুরঘাটের কিশোরী। পাশের বাড়ির কাকু পারিবারিক বিবাদের প্রতিশোধ নিতে তাকে খুন করে বস্তায় পুরে রেখেছিল টিনের চালে। যে সরল বিশ্বাসে শিশুটি বিশ্বাস করেছিল পাশের বাড়ির কাকুকে। পুর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ার সপ্তম শ্রেণির ছাত্র কৃষ্ণেন্দুকে সামান্য চিপসের প্যাকেট চুরির অপবাদে কানধরে ওঠবস করতে হয়। নির্দোষ কৃষ্ণেন্দু বাধ্য হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। লিখে রেখে যায় বয়ান, 'মা, আমি চুরি করিনি।'

সরলতাই শিশুদের প্রাথমিক পরিচয়। সেই পরিচয়েই বীরভূমের লাভপুর শীতলগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির খুদে রিক বাগদি শিক্ষকের 'বড় হয়ে কী হতে চাও?' প্রশ্নের উত্তরে বলেছিল, 'বড় হয়ে আমি বোকা হতে চাই।'

রিকের বোকা হতে চাওয়ার মতো রোদ্দুর হতে চেয়েছিল কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর, 'অমলকান্তি' কবিতার অমল। এক সাক্ষাৎকারে কবি বলেন, 'অমল বাস্তবে ছিল আমার সহপাঠী। যে একজন দুর্বল এবং অসাবধান ছাত্র। প্রায়শই স্কুলে দেরিতে যেত এবং অবাক হয়ে জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকত।'

মনে পড়ে 'টিউটোরিয়াল' কবিতার শিশুটির কথা। যে সংসারের হিসেব নয় মেঘ-রোদ্দুরের খেলায় মাততে চেয়েছিল। পারেনি পারিবারিক চাপে। বাবা এবং মা অসম্পূর্ণ জীবনের পাঠ চাপিয়ে পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার দাবি তোলে। প্রথম সে হয়েছিল খবরের কাগজের প্রথম পাতায় ভিন্ন ছবিতে।

বর্তমান বিশ্বে যুদ্ধ পরিস্থিতি তুঙ্গে। গাজায় নিহত শিশুদের করুণ মুখচ্ছবি বা ইজরায়েলে ভাইরাল শিশুটির মাটি খেয়ে পেট ভরানোর আর্তনাদে কেঁপে উঠছে না বিশ্বের তাবড় তাবড় রাষ্ট্রনায়কের মন।

উত্তরোত্তর হিংস্র হয়ে উঠছে পারিপার্শ্বিক। কত শিশু হারিয়ে যাচ্ছে, কে খোঁজ রাখে তার। বুকে হাত রেখে বলা মুশকিল, শিশুরা বর্তমানে কার কাছে সুরক্ষিত? শিশুদের রয়েছে এক কল্পনার জগৎ। যেখানে প্রজাপতি ডানা মেলে, বৃষ্টি ভিজিয়ে দেয়, রামধনু গোমড়া মেঘের মুখে হাসি ফোটায়। সে জগৎ মিলছে না বাস্তবে! চাপ পড়ছে শিশুমনে।

শিশুরা হারাচ্ছে শৈশব। হিতোপদেশের গল্প, ঠাকুমার ঝুলি কেড়ে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে প্রথম হবার পাঠ। সবই যেন উদ্দেশ্যমুখী। যে উদ্দেশ্যে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর, 'উলঙ্গ রাজা' কবিতার শিশুটি হারিয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের গোপন গুহায়। আসলে তাকে হারিয়ে ফেলা হয়েছে। কারণ, প্রতিটি অসফল মানুষের মধ্যে একটি শিশুর অবস্থান। সফল মানুষজনের ভিড়ে তাকে তো হারাতেই হবে।

(লেখক গঙ্গারামপুরের বাসিন্দা। সাহিত্যিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৭৭

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। অগ্রদূত পরিচালিত উত্তম-সুচিত্রা জুটির সিনেমা ৩। শারীরিক যন্ত্রণা ৫। বর্ণের ঊর্ধ্বরেখা ৬। বাগে আনা বা খপ্পরে পড়া ৮।আচার-ব্যবহারে ভালো মানুষ ১০।তরুণ মজুমদার পরিচালিত রহস্য ছায়াছবি ১২।মৌমাছির মতো পতঙ্গ ১৪। তামাকের সঙ্গে সম্পর্ক আছে ১৫। মাটির আধার ১৬। পুজোয় দেবতাকে বাতাস করতে লাগে।

উপর-নীচ : ১। যিনি আলো বিকিরণ করেন ২। প্রদীপ রাখার আধার ৪। প্রতিবিধান করা ৭। কারবারে অর্থ বিনিয়োগ ৯। ধবধবে সাদা রং ১০। বাচ্চাকাচ্চা বা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ১১। যিনি দেওয়াল ও সাইনবোর্ড লেখেন ১৩। বইয়ের ওপরের আবরণ।

সমাধান ■ ৪১৭৬

পাশাপাশি : ১। অম্লান ৩। বিষ্ণুপ্রিয়া ৪। গৌরব ৫। সত্যভামা ৭। কত ১০। নানা ১২। বরবাদ ১৪। বেতালা ১৫। বুনুয়েল ১৬। নলক।

উপর-নীচ : ১। অযান্ত্রিক ২। নগৌকা ৩। বিবসতা ৬। ভাগিনা ৮। তস্কর ৯। কদবেল ১১। নাগরিক ১৩। বোলান।

বিন্দুবিসর্গ

দিঘার বাস

ঝাড়গ্রাম থেকে দিঘা বাস পরিষেবা চালু করল দক্ষিণবঙ্গ পরিবহণ নিগম। সকাল ৬.৩০ ঝাড়গ্রাম থেকে ছাড়বে। দুপুর ১.৩০ টায় ফের দিঘা থেকে রওনা দেবে।

কলেজে আগুন

বৃহস্পতিবার পূর্ব মেদিনীপুরের এগরার সারদা শশীভূষণ কলেজে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। দমকলের একটি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। বিধায়ক তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

বৃষ্টির পূর্বাভাস

বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা হয়েছে। এর ফলে আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্র বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী সপ্তাহে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

নৌকাডুবি

হুগলির খানাকুলে স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে একটি নৌকা নদীতে ডুবে যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের চেষ্টায় ১২ জন পড়ুয়াকে উদ্ধার করা হয়। প্রতিদিনই ওই নৌকা করেই ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে যেত।

রথযাত্রায় রাজনীতির ছোঁয়া

দুয়ারে প্রস্তুত রথ। দিঘার জগন্নাথ ধামে। বৃহস্পতিবার।

কুম্ভের পুনরাবৃত্তি এড়াতে সতর্ক দিঘা

দিঘা, ২৬ জুন : উদ্বোধনের পর এই প্রথম দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের রথযাত্রা। প্রস্তুতি চূড়ান্ত। বুধবারই পৌঁছে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার সকাল ৯টায় মূল পুজো শুরু হবে। চলবে বেলা ২টো পর্যন্ত। ইতিমধ্যেই দিঘায় প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ জড়ো হয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালেই ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাধামোহন দাসের সঙ্গে একপ্রস্থ বৈঠক সারেন মুখ্যমন্ত্রী। ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার প্রমুখ। এদিন মুখ্যমন্ত্রী রথযাত্রা নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'বেলা ২টো ৩০ মিনিটে রথের রশিতে টান পড়বে। কিন্তু রাস্তা যেহেতু অপরিসর, তাই দু-ধারে ব্যারিকেড করে দেওয়া হচ্ছে। ব্যারিকেডে রথের রশি লাগানো থাকবে। দু-দিকে সাধারণ মানুষ থাকবেন। প্রত্যেকেই রশিতে টান দিতে পারবেন। এবার প্রথম দিঘার রথযাত্রা হচ্ছে। কুম্ভের মতো যেন কোনও অঘটন না ঘটে, আমাদের লক্ষ্য সেদিকেই।'

এদিন সকালেই জগন্নাথ মন্দিরে পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী। পুলিশকর্তাদের সঙ্গে সেখানেই বৈঠক হয়। রথে থাকবে নিম কাঠের বিগ্রহ। পাথরের বিগ্রহ থাকবে মন্দিরে। দিঘার নতুন জগন্নাথ মন্দির থেকে পুরোনো জগন্নাথ মন্দির ১ কিলোমিটার রাস্তা। এই রাস্তায় কড়া নিরাপত্তা রাখা হচ্ছে। এদিনই পুলিশ, দমকল ও দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আধিকারিকরা বৈঠক করেন। তিনটি রথ থাকবে। প্রথমটি জগন্নাথদেবের, দ্বিতীয়টি বলরাম ও শেষেরটি সুভদ্রার। রাত পর্যন্ত ফুল দিয়ে সাজানোর কাজ চলছে। তিনটি রথই ১৬ চাকার। মঙ্গলারতির পরে নিম কাঠের বিগ্রহে জগন্নাথ দেবের রথ বেরোবে।

দিঘার হোটেলগুলিতে ঘর পাওয়া কঠিন হয়ে গিয়েছে। এক ধাক্কায় হোটেলের ভাড়াও বেড়ে গিয়েছে অনেকটা। দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান তথা পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তম বারিক বলেন, 'ইতিমধ্যেই দেড় লক্ষ লোক পৌঁছে গিয়েছেন। রথের দিন আরও মানুষ দিঘায় আসবেন। দিঘা এখন আর শুধু সমুদ্রসৈকত নয়, দিঘা এখন তীর্থক্ষেত্র।' দিঘা-শংকরপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিপ্রদাস চক্রবর্তী বলেন, 'হোটেলে যাতে কেউ অতিরিক্ত ভাড়া না নেন, আমরা তার চেষ্টা করছি।' এদিন রাতে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে রাজ্যবাসীকে তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মমতার মোকাবিলায় শুভেন্দুর প্রসাদ বিলি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৬ জুন : হিন্দু ভোটেই টার্গেট জেনেও রথে মমতার সঙ্গে টক্করে যেতে চান না শুভেন্দু অধিকারী ও বঙ্গ বিজেপি। তবে হিন্দু ভোটকে নিশানা করেই মুখ্যমন্ত্রী দিঘায় জগন্নাথ মন্দির তৈরি ও রথযাত্রার পরিকল্পনা করেছেন বলে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে শুভেন্দু বলেন, '৩৩ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোট নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের ইউনূসের মতো এখানেও হিন্দুদের ওপর বুলডোজার চালাচ্ছেন মমতা। এর সঙ্গে মোয়াজ্জেম ভাতা, ওবিসি বিল করে তুষ্টিকরণ করে চলেছেন। ভোটে জিততে তাই তাঁর ১২ থেকে ১৪ শতাংশ হিন্দু ভোট দরকার। ডোল পলিটিক্স আর এই প্যাঁড়া, গজা খাইয়ে তা হাসিল করাই ওর লক্ষ্য। বগটুইয়ের সংখ্যালঘুরা বা তামান্নার মতো নাবালিকারা খুন হলেও ভোটের সময় ওরা তৃণমূলকেই ভোট দেবে।'

শুক্রবার দিঘায় নব নির্মিত জগন্নাথ মন্দির থেকে রথযাত্রা নিয়ে সাজোসাজো রব। ইতিমধ্যেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিঘায় ঘাঁটি গেড়ে কোন রাস্তা দিয়ে যাবে রথ তা থেকে শুরু করে রথযাত্রার প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় নিজে খতিয়ে দেখছেন মমতা। দিঘার রথযাত্রায় মানুষের ঢল নামাতে রথে শামিল হতে মানুষকে আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রচার চলেছে সরকারি ভাবে। এই আবহে এদিন রথ নিয়ে তাঁর পরিকল্পনা জানিয়েছেন শুভেন্দু। এদিন সকালেই তিনি বলেছেন, 'আমি যেখানে থাকব সেখানেই রথযাত্রায় শামিল হব।' তিনি আরও জানান, 'শুক্রবার বেলা ১২টায় উত্তর কলকাতার চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ে পশ্চিমবঙ্গ লোকশিল্পী সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত রথের রশি টেনে উদ্বোধন করার পর বিকেল ৩টেয় তমলুকের গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মন্দিরে পুরীধাম থেকে আনা

বৃহস্পতিবার শুভেন্দুর সাংবাদিক সম্মেলন। -সংবাদচিত্র।

জগন্নাথের প্রসাদ বিলির সূচনা করে সন্ধ্যা ৬টায় মেচেদায় রথযাত্রায় অংশ নেব।' দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের প্রসাদ রাজ্যের হিন্দুদের মধ্যে বিলি করার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। র‍্যাশন ডিলারদের মাধ্যমে ঘরে ঘরে সেই প্রসাদ পাঠানো ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। শুভেন্দু জানিয়েছেন, তমলুকের গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মন্দির থেকে মহাপ্রসাদ বিলি শুরু হবে। শুক্রবার তমলুক ও কলকাতার মোট ৫টি জায়গা থেকে এই প্রসাদ বিলি করা হবে। আগামী ৯ দিন ধরে চলবে মোট ৫ লাখ প্রসাদের প্যাকেট বিলি। শুভেন্দুর ঘোষণার পরেই জগন্নাথের প্রসাদ বিলি নিয়ে তুল্যমূল্য চর্চা শুরু হয়েছে। শুভেন্দু বলেন, 'পুরীধাম থেকে প্রকৃত প্রসাদ এনে আমরা সাধ্য মতো বিলি করার চেষ্টা করছি। কিন্তু, সরকারি ব্যবস্থাপনায় যা করা সম্ভব তার সঙ্গে ব্যক্তিগত উদ্যোগ এক হতে পারে না।' কিছুদিন আগে খোলা হাওয়া নামে একটি সংস্থার উদ্যোগে রাজ্যের বেশকিছু রথকমিটির সঙ্গে বৈঠক হয়। যে বৈঠকে শুভেন্দু নিজেও হাজির ছিলেন। এদিন প্রসাদ বিলি প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, 'বেশকিছু রথ কমিটিকে দিয়ে বড় বড় রথের মেলায় এই প্রসাদ বিলির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ির রথের মেলাতেও এই প্রসাদ পাঠানো হবে।'

জগন্নাথ মন্দিরের পর রথযাত্রার জেরে মুখ্যমন্ত্রীকে হিন্দু বিদ্বেষী বলে তাদের প্রচার যে ধাক্কা খেতে পারে সেই আশঙ্কা করছে বিজেপিও। সেই কারণে এদিন মালদার জালালপুরে রথের মেলা বন্ধ করা নিয়ে সরকারি নির্দেশকে সামনে এনেছেন শুভেন্দু। তাঁর মতে শুধু জালালপুর নয়, হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় রথযাত্রা করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। উলটোরথের দিন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনও অনুষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দিতে উলটোরথের রাস্তা বদলের কথা বলা হচ্ছে। এসবই হিন্দুদের ধর্মাচরণে বাধা। হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'আমি জালালপুর ও উলটোডাঙার উদ্যোক্তাদের বলছি কোথাও রথ, মেলা বন্ধ করবেন না। গ্রেপ্তার হলে সমস্ত রকম আইনি সহায়তা দেব আমরা।'

মমতাময়ী... বৃহস্পতিবার দিঘায় মুখ্যমন্ত্রী। ছবি-পিটিআই।

শেষ পর্যন্ত ঘোষণা হল না বকেয়া ডিএ'র

কলকাতা, ২৬ জুন : ২৭ জুনের মধ্যে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতার(ডিএ) ২৫ শতাংশ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু বৃহস্পতিবারও রাজ্য সরকারের তরফে বকেয়া মহার্ঘভাতা নিয়ে কোনও ঘোষণা করা হল না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার সহ রাজ্য প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা দিঘায় রথযাত্রায় ব্যস্ত। এদিন মুখ্যমন্ত্রী দিঘায় সাংবাদিক বৈঠক করলেও বকেয়া মহার্ঘভাতা নিয়ে একটি কথাও উচ্চারণ করলেন না। ফলে রাজ্য সরকার আদৌ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে বকেয়া মহার্ঘভাতার ২৫ শতাংশ দেবে কি না, তা নিয়ে সংশয়ে রয়েছেন রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ না মেনে শুক্রবারের মধ্যে বকেয়া মহার্ঘভাতার ২৫ শতাংশ রাজ্য সরকারি

চিন্তা বাড়ছে সরকারি কর্মীদের

কর্মচারীদের না দেওয়া হলে আদালত অবমাননা হবে বলেও মনে করছেন আইনজীবীরা। সেক্ষেত্রে মুখ্যসচিব ও অর্থসচিবকে আদালতের মুখোমুখি হতে হবে।

গত সপ্তাহেই বকেয়া মহার্ঘভাতা নিয়ে নবান্নে বৈঠক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই ঠিক হয়েছিল, বকেয়া মহার্ঘভাতার ২৫ শতাংশের ২০ শতাংশ পেনশন ফান্ডে জমা করে বাকি টাকা দেওয়া হবে। চলতি মাসেই তিন দফায় ঋণ ও ঋণপত্র মিলিয়ে ৭৫০০ কোটি টাকা রিজার্ভ ব্যাংকের কাছ থেকে নিয়েছে রাজ্য সরকার। বকেয়া মহার্ঘভাতার সম্পূর্ণ দিতে হলে রাজ্য সরকারকে এই মুহূর্তে ৪০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করতে হত। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশমতো ২৫ শতাংশ দিতে হলেও রাজ্য সরকারকে ১০ হাজার কোটি টাকা এই মুহূর্তে ব্যয় করতে হবে।

সেই কারণেই রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, বকেয়া মহার্ঘভাতার ২৫ শতাংশের ২০ শতাংশ পেনশন ফান্ডে জমা দিলে আপাতত ৭৫০০ কোটি টাকা খরচ করলেই হবে। সেই টাকা জোগাড়ও হয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকার কেন শেষদিন পর্যন্ত বকেয়া মহার্ঘভাতা নিয়ে কোনও ঘোষণা করল না, তা নিয়েই ধন্দে রয়েছেন রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা।

কলেজে ভর্তিতে ওবিসি জট নেই

হস্তক্ষেপ করল না হাইকোর্ট

রিমি শীল

কলকাতা, ২৬ জুন : ওবিসি জটে রাজ্যের কলেজে ভর্তির পোর্টালে আবেদন প্রক্রিয়ায় কোনও হস্তক্ষেপ করল না কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, ভর্তির আবেদন নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। ওবিসির নতুন তালিকায় অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ সংক্রান্ত মামলায় শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য। তাই সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের ওপর পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ভর করছে। ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'প্রাথমিক পর্যায়ে শুধু ভর্তির জন্য আবেদন নিচ্ছে রাজ্য। ভর্তির চূড়ান্ত প্রক্রিয়া এখনও শুরু হয়নি। তাই এই পরিস্থিতিতে ওবিসির নতুন বিজ্ঞপ্তি বাতিল সংক্রান্ত নির্দেশ অবমাননার বিষয়টি এখনই বিচার্য নয়।'

ওবিসির নতুন তালিকা সংক্রান্ত নির্দেশ অমান্য করে কলেজে ভর্তির পোর্টালে ওবিসি এ ও ওবিসি বি শ্রেণি বিন্যাস আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই অভিযোগে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের হয়। এদিন আবেদনকারীদের তরফে আইনজীবী বাঁশুরি স্বরাজ আদালতে জানান, ৩১ জুলাই পর্যন্ত অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ বহাল রয়েছে। আদালতের নির্দেশের ফলে ওবিসি এ ও ওবিসি বি তালিকার বৈধতা নেই। ২০১০ সালের আগে যে ৬৬টি জনগোষ্ঠী ওবিসি তালিকাভুক্ত সেটি বৈধ। ইতিমধ্যেই ৭১ হাজার আবেদন জমা পড়েছে। রাজ্য নিজস্ব বৃত্ত অনুযায়ী পদক্ষেপ করছে। তবে আবেদন চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে মত দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ।

আদালতের বক্তব্য, 'ভর্তির বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে ১২ জুন। আদালতের নির্দেশের পরে শ্রেণিবিন্যাস স্থগিত রাখা হয়েছে। শীর্ষ আদালত যদি হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায় খারিজ করে তখন অসুবিধা হবে। এখনই আবেদন প্রক্রিয়া নিয়ে কী অসুবিধা রয়েছে। তা চলুক।' আবেদনে প্রশ্ন তুলে বিচারপতি মান্থা বলেন, 'এখনও মেধাতালিকা তৈরি হয়নি। রাজ্য বলেছে, এখন সকলকে ভর্তি নিতে পারবে, পরে শ্রেণি বিন্যাস করা হবে। সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের নির্দেশে হস্তক্ষেপ না করলে তখন আবেদন করবেন।'

তবে আবেদনকারীর দাবি, ক্যাটেগোরি উল্লেখ করলে আসন নিয়ে সমস্যা তৈরি হবে। বিচারপতি মান্থার বক্তব্য, 'শ্রেণি বিন্যাস করা না হলে আপনার অধিকার কীভাবে বঞ্চিত

পর্যবেক্ষণ

- প্রাথমিক পর্যায়ে কলেজে আবেদন প্রক্রিয়া চালু থাকুক
- রাজ্যের বিরুদ্ধে অবমাননার মামলায় হস্তক্ষেপ নয়
- আদালতের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন নিয়ে হলফনামা দেবে রাজ্য
- হাইকোর্টকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ব্রাত্য বসু

হবে? শ্রেণি বিন্যাস করার পর অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে আবেদন করবেন।' সমস্ত পক্ষের সওয়াল জবাবের পর ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, সুপ্রিম কোর্টের কোনও স্থগিতাদেশ ছাড়া কলেজগুলিতে ভর্তি বা চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের ১৭ জুনের নির্দেশ পুঙ্খানুপুঙ্খ পালন করা হবে বলে হলফনামা দিয়ে জানাবে রাজ্য। ২০১০ সালের আগে যাঁরা ওবিসি তালিকায় নথিভুক্ত ছিলেন তাঁদের অধিকারও ক্ষুণ্ণ হবে না বলে জানাতে হবে। ভর্তির পোর্টালে ওবিসির শ্রেণি বিন্যাস সংক্রান্ত রাজ্যের নির্দেশিকা নিয়েও সন্তুষ্ট আদালত। রাজ্যের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলায় তাই আপাতত হস্তক্ষেপ নয় ডিভিশন বেঞ্চের।

আদালতের নির্দেশের পর শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'আজ মহামান্য কলকাতা হাইকোর্ট ভর্তির বিষয় নিয়ে হস্তক্ষেপ করেনি। এই সিদ্ধান্তে আমরা কৃতজ্ঞ।'

শোকজ হুমায়ুনকে, দোষ কবুল ধৃতের

স্বরূপ বিশ্বাস ও রিমি শীল

কলকাতা, ২৬ জুন : দলকে না জানিয়ে পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরার বিধায়ক হুমায়ুন কবীর আগ বাড়িয়ে কালীগঞ্জের নিহত নাবালিকার মাকে টাকা দিতে যাওয়ায় তাঁকে শোকজ করল তৃণমূল। হুমায়ুনের এই আচরণের পর বিস্তর বিতর্ক তৈরি হয়। তারপরই এই পদক্ষেপ করেছে রাজ্যের শাসক দল। বৃহস্পতিবার তৃণমূলের রাজ্য সহসভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার তাঁকে শোকজের বিষয়টি প্রকাশ্যে আনেন। ৭২ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে চিঠির জবাব দিতে বলা হয়েছে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই ধৃত কালু শেখ পুলিশি জেরায় স্বীকার করেছে, ওই পরিবারকে লক্ষ্য করে বোমা ছোড়া হয়েছিল। পুরোনো রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব থেকেই এই হামলা। তার সঙ্গে আরও কয়েকজন যুক্ত ছিল।

সিপিএম করার অভিযোগে এই পরিবারের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক আক্রমণের অভিযোগ ওঠে। এবার কালীগঞ্জের ঘটনায় সিপিএম পথে নামছে। ২৮ জুন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ও মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও ২৯ জুন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুর নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল যাওয়ার কথা রয়েছে।

কালীগঞ্জের উপনির্বাচনের ফল প্রকাশের দিনই তৃণমূলের ছোড়া বোমায় নাবালিকার মৃত্যু হয় বলে বুধবার তার পরিবারকে টাকা দিতে যান প্রাক্তন আইপিএস হুমায়ুন কবীর। কিন্তু তা নিতে অস্বীকার করেন মৃতার মা। তা নিয়ে চরম বিতর্কের সূত্রপাত

এই ছবি ঘিরে শুরু হয়েছে সমালোচনা। ফাইলচিত্র।

হয়। এই পরিস্থিতিতে তাঁকে দলের শোকজের মুখে পড়তে হয়েছে। এই নিয়ে বিধায়কের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে তিনি অরাজনৈতিক একটি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। সেই সূত্রে তিনি দেখা করতে এসেছিলেন বলে আগে দাবি করেছিলেন। এই প্রেক্ষিতে শাসক দলের বক্তব্য, হুমায়ুনের এই কাজ সমর্থন করে না দল। তাই কেন তিনি এই কাজ করেছেন তা জানতে চাওয়া হয়েছে। ঘটনার প্রথম থেকেই পুলিশ ও স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন নাবালিকার মা। তাঁর দাবি, পুলিশ সব জানার পরেও পদক্ষেপ করেনি। তিনি মেয়ের মৃত্যুর বিচার চান। এই ঘটনায় ধৃত পাঁচজনই তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত বলে পুলিশ সূত্রে খবর। মূল অভিযুক্ত আনোয়ার শেখ এলাকায় প্রভাবশালী ছিল বলেও তদন্তে উঠে এসেছে। এলাকায় দাদাগিরি ও পুলিশি তোয়াক্কার ঊর্ধ্বে থাকতেন আনোয়ার।

ওই পরিবার সিপিএমের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তারপরেও কেন ঘটনার পর থেকে দল পাশে দাঁড়ায়নি তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে বিরোধীরা। এই পরিস্থিতিতে কালীগঞ্জ নিয়ে কর্মসূচি নেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে সিপিএম। স্থানভিত্তিক প্রতিবাদ কর্মসূচি করছে প্রদেশ কংগ্রেসও।

গড়িয়াহাটে রথযাত্রার শেষ মুহূর্তের কেনাকাটা। ছবি-আবির চৌধুরী।

আপাতত বন্ধ 'দুয়ারে সরকার'

কলকাতা, ২৬ জুন : লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যশ্রী, কন্যাশ্রী সহ বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের অর্থবরাদ্দে এবার বাধ্য হয়ে রাশ টানতে চলেছে রাজ্য সরকার। বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দে লাগাম টানতে চায় সরকার। তা করতে হলে সবচেয়ে আগে দরকার সামাজিক প্রকল্পে প্রকৃত উপভোক্তার সংখ্যা যাচাই করে তাঁদের এককাট্টা করা। ঢালাওভাবে সবাইকে সরকারি সুবিধার আওতায় নিয়ে আসা যে মোটেই সরকারের গঠনমূলক পদক্ষেপের পর্যায়ে পড়ে না। এটা এখন চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়ে সরকারকে রীতিমতো গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হচ্ছে বলেই বৃহস্পতিবার নবান্নে অর্থ দপ্তর সূত্রের খবর। যদিও ঢালাওভাবে উপভোক্তা ছাঁটাইয়ের মোটেই পক্ষপাতী নন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পিছনে রয়েছে ভোট। ২০২৬-এ বিধানসভা ভোটের আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে শুরু করে কল্যাণমূলক সামাজিক প্রকল্পগুলি সমানতালে চালু রাখতে চান তিনি। তবে 'অক্টোপাসের' মতো আর্থিক চাহিদা সরকারকে সাম্প্রতিককালে ঘিরে ধরায় সামাজিক প্রকল্পের রাশ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখার বিষয়ে একরকম সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

নবান্নে ওপর মহলের খবর, এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী একান্তে মুখ্যসচিব ও অর্থসচিবের সঙ্গেও কথা বলেছেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো সামাজিক প্রকল্পগুলিতে খরচে রাশ টানা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রেরও কয়েক দফা কথা হয়েছে। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর পরামর্শ ও সহায়তায় অতীতে 'ভোটের তাগিদে'-ই মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সরকারের পক্ষ থেকে প্রকল্পগুলি চালু করেন। তার ফলও মিলেছিল হাতেনাতে। প্রকল্পগুলি জনপ্রিয় হওয়ার পাশাপাশি রাজ্যের বিগত প্রায় ভোটেই 'মাইলেজ' এনে দেয় শাসকদল তৃণমূলকে। একমাত্র সে কারণেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো জনপ্রিয় সামাজিক প্রকল্পগুলি মোটেই পুরোপুরি বন্ধ করতে চান না মুখ্যমন্ত্রী। উপভোক্তার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখে সম্ভব হলে আরও উপভোক্তার অর্থের পরিমাণ বাড়াতে চান মুখ্যমন্ত্রী। তা নিয়ে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে কথা চলছে তাঁর। এতে রাজ্যের অর্থপ্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের সঙ্গে অমিতবাবুর শলাপরামর্শও থাকছে।

উপভোক্তা যাচাইয়ের বিষয়টি এখন প্রাথমিকভাবে দপ্তরে কাজও শুরু করেছে। সামাজিক প্রকল্পগুলিতে উপভোক্তার সংখ্যা যাতে না বাড়ে তার জন্য রাজ্যে 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সহ বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পে মোট উপভোক্তার সংখ্যা কত বা তা যাচাই শুরু করা হলে কী সম্ভাবনা আসতে পারে, তার ওপর একটা বিস্তারিত রিপোর্ট অর্থ দপ্তরের কাছে চাওয়া হয়েছে। যার ওপর ভিত্তি করে অমিতবাবুর মতো অন্যদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন মুখ্যমন্ত্রী।

কেষ্ট-ঘনিষ্ঠকেও কড়া বার্তা বক্সীর

কলকাতা, ২৬ জুন : বীরভূম জেলার তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে আগেই সেন্সর করেছে দল। এবার তাঁর অনুগামী সুদীপ্ত ঘোষকে সতর্ক করে দিলেন শীর্ষ নেতৃত্ব। কয়েকদিন আগে কোর কমিটিকে না জানিয়ে দুবরাজপুরে সাংগঠনিক বৈঠক ডেকেছিলেন সুদীপ্ত। অথচ তাঁর বৈঠক ডাকার অধিকার নেই। দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, বীরভূমে বৈঠক ডাকতে পারেন একমাত্র দলের জেলা চেয়ারম্যান আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়।

দুবরাজপুরের ওই বৈঠকের খবর আশিসবাবুর কাছেও ছিল না। বৈঠকে তৃণমূল নেতা পীযূষ পাণ্ডে উপস্থিত ছিলেন। দলীয় রাজনীতিতে তিনি কেষ্ট অনুগামী বলেই পরিচিত। বিধানসভার অধিবেশন চলাকালীন এই বৈঠক ডাকায় সুদীপ্তর কাছে কৈফিয়ত তলব করেছেন দলের রাজ্য সভাপতি।

দলের জেলা চেয়ারম্যান আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'দুবরাজপুরের বৈঠকের কথা আমার জানা ছিল না। পরে শুনেছি। দলের রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ মতো বৈঠক ডাকার অধিকার একমাত্র আমার। কেন ওই বৈঠক আমাকে না জানিয়ে হয়েছে, তা বলতে পারব না।' বীরভূম জেলা কোর কমিটির সদস্য তথা জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ বলেন, 'দলের জেলা চেয়ারম্যানই একমাত্র বৈঠক ডাকতে পারেন। কে কোথায় বৈঠক ডাকছে, তা আমার জানা নেই। তবে এটা দলীয় শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে।' দুবরাজপুরের প্রাক্তন বিধায়ক নরেশচন্দ্র বাউড়ি বলেন, 'দলের শৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের সকলের। কেউ শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে তাঁর বিরুদ্ধে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব নিশ্চিত পদক্ষেপ করবে।' কেষ্ট বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। তবে দলের স্বার্থে ছোট ছোট বৈঠক হতেই পারে।' সুদীপ্ত ঘোষকে এই নিয়ে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

তৃণমূল সূত্রের খবর, গত শুক্রবার এই বৈঠক হয়েছে দুবরাজপুরে। ওইদিনই দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর কাছে অভিযোগ জমা পড়ে। তারপরই এই নিয়ে আশিসবাবুর কাছে জানতে চান বক্সী। এই বৈঠক নিয়ে তাঁর কিছু জানা নেই বলে আশিসবাবু জানিয়ে দেন। এরপরই সুদীপ্তকে চরম সতর্কবার্তা দেওয়া হয়। দলের জেলা চেয়ারম্যানকে না জানিয়ে কোনও বৈঠক করা যাবে না বলে তাঁকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন বক্সী। এমনকি কোর কমিটির সদস্য হওয়া সত্ত্বেও অনুব্রত মণ্ডল যে কোনও বৈঠক ডাকতে পারবেন না, সেই কথাও তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। আগামীদিনে এই ধরনের কোনও দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের কাজ করলে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বক্সী।

বাড়ি ছাড়ার নির্দেশ

কলকাতা, ২৬ জুন : ক্যানসার আক্রান্ত বৃদ্ধ বাবা ও অসুস্থ মা-কে দেখভাল না করে অত্যাচার করে ছেলে ও বৌমা। এই অভিযোগে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের বাসিন্দা বৃদ্ধ দম্পতি। বৃহস্পতিবার এই মামলায় বিচারপতি অমৃতা সিনহা ৩০ জুলাইয়ের মধ্যে ছেলে ও বৌমাকে বাড়ি ছাড়ার নির্দেশ দেন। তাঁরা বাড়ি খালি না করলে পুলিশ ব্যবস্থা নেবে বলে জানায় আদালত। বিচারপতির মন্তব্য, 'বৃদ্ধ বাবা-মায়ের চিকিৎসা ও জীবনযাপনে অর্থ সাহায্য করেন না তাঁরা। তাই বাড়ি ছেড়ে দিয়ে বৃদ্ধ দম্পতিকে শান্তিপূর্ণ, সুরক্ষিতভাবে থাকতে দিতে হবে।' ছেলে ও বৌমা পেশায় আইনজীবী। কিন্তু উত্তর দিনাজপুর জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনকে জানিয়ে লাভ হয়নি।

সিদ্ধান্ত নেবে নিম্ন আদালত

কলকাতা, ২৬ জুন : আরজি কর কাণ্ডের ঘটনাস্থল দেখতে যাওয়া নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে নিম্ন আদালত। এই বিষয়ে এখনই সিদ্ধান্ত নিল না কলকাতা হাইকোর্ট। নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবীর তরফে ঘটনাস্থল দেখতে যেতে চেয়ে আবেদন জানানো হয়েছিল হাইকোর্টে। বৃহস্পতিবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ জানিয়ে দেন, মূল মামলার বিচার প্রক্রিয়া নিম্ন আদালতে চলছে। তাই ঘটনাস্থল দেখতে যাওয়ার অনুমতির জন্য সেখানেই আবেদন করতে হবে। আবেদনের ভিত্তিতে নিম্ন আদালতকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে বলে জানিয়েছেন বিচারপতি। আরজি করের ঘটনায় পুনরায় তদন্ত মামলা দায়ের হয়েছিল। এদিন সেই মামলায় সিবিআইকে

আরজি কর কাণ্ড

বিচারপতি বলেন, 'অনেকটা সময় পাচ্ছেন। বিস্তারিত জানান তদন্ত কীভাবে এগোচ্ছে। ২৪ জুলাইয়ের রাজ্য ও সিবিআই হলফনামা জমা দেবে। ১১ অগাস্টের মধ্যে হলফনামা দেবে পরিবার।

বিধানসভায় আধা সেনায় না

কলকাতা, ২৬ জুন : শুভেন্দু অধিকারীর নিরাপত্তারক্ষী সিআরপিএফ জওয়ানদের প্রবেশাধিকার চেয়ে দায়ের হওয়া মামলায় বৃহস্পতিবার সওয়াল শেষ করলেন তাঁর আইনজীবী। তবে এখনই তাঁর অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষার আবেদনে সম্মতি দেয়নি আদালত। তাঁর আইনজীবী আদালতে জানান, বিধানসভার নির্দেশিকায় উল্লেখ রয়েছে অস্ত্র ছাড়া নিরাপত্তারক্ষীরা বিধানসভার ভিতরে ঢুকতে পারেন। শাসক দলের মন্ত্রী-বিধায়করা নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে পারলে বিরোধী রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে তা ব্যতিক্রম কেন? এটা ভারতীয় সংবিধানের ১৪ ও ২১ নম্বর ধারার পরিপন্থী।

গাছের ডালে খেলা।। বৃহস্পতিবার গাজোলে পঙ্কজ ঘোষের ক্যামেরায়।

দিনভর উত্তেজনা, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে পুলিশ

আদিবাসী বিক্ষোভে ঘেরাও উপাচার্য

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২৬ জুন : রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাঁওতালি ভাষায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর বিভাগ চালু করার দাবিতে বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত উপাচার্য দীপককুমার রায়কে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশনের সদস্যরা। বিক্ষোভের জেরে রাত ৮টা পর্যন্ত নিজের কার্যালয়েই আটকে থাকেন উপাচার্য। পুলিশ এসেও উপাচার্যকে ঘেরাওমুক্ত করতে পারেনি।

এদিন দুপুরে কয়েকশো আদিবাসী ছাত্র-যুব রায়গঞ্জের শিলিগুড়ি মোড় থেকে মিছিল করে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে এসে জমায়েত হন। সেখানেই গেটের বাইরে বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন আদিবাসী ছাত্রছাত্রীরা। কিছুক্ষণ স্লোগান ও বিক্ষোভ চালানোর পর সংগঠনের এক প্রতিনিধিদল উপাচার্যের কার্যালয়ে প্রবেশ করে তাদের দাবিসমূহ তুলে ধরে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আদিবাসী বিভাগ চালু করার ব্যাপারে উপাচার্যের কাছে তাৎক্ষণিকভাবে লিখিত আশ্বাস চান বিক্ষোভকারীরা। কিন্তু উপাচার্য দীপককুমার রায় স্পষ্ট কোনও আশ্বাস না দেওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন আন্দোলনকারীরা। এরপরেই উপাচার্যকে ঘিরে তুমুল বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তাঁরা।

উপাচার্যের গাড়ি আটকে রাতেও বিক্ষোভ। বৃহস্পতিবার। ছবি ঃ দিবাকর সাহা

ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশনের জেলা কনভেনর দিলীপ কিস্কু বলেন, ‘যতক্ষণ না উপাচার্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সাঁওতালি ভাষায় পঠনপাঠনের জন্য বিভাগ চালুর বিষয়ে সদর্থক কোনও বক্তব্য দিচ্ছেন ততক্ষণ আমাদের এই ঘেরাও অভিযান চলবে।’

শিক্ষাঙ্গনে বিক্ষোভ

- রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাঁওতালি বিভাগ চালুর দাবি
- আদিবাসী পড়ুয়াদের বিক্ষোভ
- রাত পর্যন্ত নিজের কার্যালয়েই আটক উপাচার্য
- বাইরে পুলিশ মোতায়েন

সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনের ঝাঁঝ বাড়তে থাকে। আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কোনও অশান্তি বা অপ্রীতিকর ঘটনা ঠেকাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়। এদিকে, আন্দোলনকারীদের দাবি প্রসঙ্গে ঘেরাও অবস্থায় নিজের কার্যালয়ে বসে উপাচার্য দীপককুমার রায় বলেন, ‘উচ্চশিক্ষা দপ্তরকে প্রয়োজনীয় নথি পাঠানো হয়েছে। কিছু নতুন পোস্টের আবেদন করা হয়েছে। আমরা চাইছি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে সাঁওতালি বিভাগ চালু হোক। কিন্তু সবটাই এখন রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের হাতে।’

উপযুক্ত আশ্বাস না মেলায় এদিন রাত পর্যন্ত উপাচার্যকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ চলায় চাঞ্চল্য ছড়ায় বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে।

সংগঠনের অন্যতম সদস্য অধ্যাপক বাপি সোরেনের হুঁশিয়ারি, ‘উপাচার্য উচ্চশিক্ষা দপ্তরে প্রয়োজনীয় নথি পাঠিয়ে থাকলেও বিভাগ চালুর বিষয়টি রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত। তাই রাজ্য থেকে আমাদের দাবি পূরণের বিষয়ে যতক্ষণ না স্পষ্ট আশ্বাস পাচ্ছি ততক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যকে ঘেরাও করে আমাদের এই অবস্থান বিক্ষোভ চলবে। কারণ, বছরের পর বছর প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেও আজও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সাঁওতালি বিভাগ চালু করা হয়নি।’

নিম্নমানের কাজ নিয়ে পদ্মের বিক্ষোভ

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ২৬ জুন : নতুন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নির্মাণে নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। প্রতিবাদ জানিয়ে বিজেপি বিক্ষোভ দেখাল। বালুরঘাট ব্লকের পতিরাম কলেজপাড়া চাঁদমারিতে ইছামতী মাঠ সংলগ্ন এলাকায় ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে এই কেন্দ্রটি নির্মিত হচ্ছে। বৃহস্পতিবার সকালে বিজেপি বিধায়ক বুধরাই টুডু নির্মীয়মাণ ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটির কাজ দেখতে গিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে প্রশাসন জানিয়েছে।

> ভোট আসছে। তাই এইসব ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলা হচ্ছে।
>
> **– অরূপ সরকার** সভাপতি বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতি

বুধরাই বলেন, ‘খুব বাজে কাজ হচ্ছে। এলাকার মানুষেরাও আপত্তি জানিয়েছেন। এই হচ্ছে তৃণমূলের উন্নয়ন, শিশুদের নিয়েও এরা ছিনিমিনি খেলছে।’ বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার বলেন, ‘বিজেপি এলাকায় বিক্ষোভ দেখাচ্ছে জানতে পেরেই ইঞ্জিনিয়ারকে পাঠিয়েছিলাম। রিপোর্ট নিয়ে জেনেছি অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কোনও নির্মাণসামগ্রীতে সমস্যা নেই। ভোট আসছে। তাই এইসব ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলা হচ্ছে।’ বিডিও সম্বল ঝাঁ বলেন, ‘অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজন হলে পরিদর্শন ও প্রযুক্তিগত মূল্যায়ন করা হবে।’

বিজেপির স্থানীয় নেতাদের দাবি, ছাদ ঢালাইয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহৃত পিলারগুলিতে স্রেফ ১২ এমএম রড ব্যবহার করা হয়েছে, যা পর্যাপ্ত নয়। এতে ভবিষ্যতে কাঠামোগত বিপদের আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। এই ঘটনার জেরে এলাকাতেও ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের আশঙ্কা, বিজেপির অভিযোগের বিষয়টি সত্যি প্রমাণিত হলে শিশুদের বিপদ হতে পারে। এলাকার বাসিন্দা রাজ্জাক মণ্ডল ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘মাটির নীচে মাত্র তিন ফুটের গাঁথনি দেওয়া হয়েছে। নিম্নমানের ইট দিয়ে কাজ হচ্ছে।’

ভেঙে পড়ল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ছাদ

উদ্ধার ২৫ শিশু

পরাগ মজুমদার

বহরমপুর, ২৬ জুন : দীর্ঘ কয়েক বছর কেটে গেলেও মাথার উপর জোটেনি সামান্য পাকা ছাদটুকু। এমন পরিস্থিতিতেই দিব্যি কচিকাঁচাদের নিয়ে মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির নতুনগ্রাম এলাকায় ৭৬ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি চরম বিপজ্জনকভাবে ভাঙাচোরা টালি আর বাঁশের ছাউনির তলাতেই চলছিল। তা নিয়ে অভিভাবক থেকে এলাকার বাসিন্দারা বহুবার ওই অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। কিন্তু কোনও ফল হয়নি বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার এই ঘটনারই চরম মাশুল দিতে হল ওই খুদে পড়ুয়াদের। কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই বিকট আওয়াজে হুড়মুড়িয়ে মাথার ওপর ভেঙে পড়ে টালি আর বাঁশ দিয়ে তৈরি ছাদ। তার নীচেই আটকা পড়ে যায় কমপক্ষে ২৫টি শিশু। ছোটদের আর্তনাদ শুনে সেখানে তড়িঘড়ি ছুটে আসেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে বিশাল পুলিশবাহিনী পৌঁছে এলাকাবাসীর সহায়তায় উদ্ধারকাজে নামে। কোনওরকমে সকলকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। তবে ৮টি শিশু গুরুতর জখম হয়। তাদের লালবাগ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা শুরু হয়। অবশ্য পরে ১ জনের অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় তাকে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। এদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিশুদের অভিভাবক থেকে স্থানীয়রা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। শিশুদের নিরাপত্তা চেয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তাঁরা।

বিপজ্জনকভাবে বাঁশের উপরে টালির ছাউনি দেওয়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নির্মাণ করে তার মধ্যেই ক্লাস চলছিল। ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা বেলি খাতুন বিবি বলেন,

> শিশুদের জীবন দিয়ে এভাবে দিনের পর দিন খেলা চলছে এখানে। বহুবার এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা মহিলাকে পুরো বিষয় নিয়ে বলা হলেও তিনি কর্ণপাত করেননি।
>
> **– মিয়াজুদ্দিন শেখ** স্থানীয় বাসিন্দা

‘এ বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই। এটা দুঃখজনক ঘটনা। কী করে এমনটা হল, তা আমরাও বুঝতে পারছি না।’

বিক্ষোভকারী স্থানীয় বাসিন্দা মিয়াজুদ্দিন শেখ বলেন, ‘শিশুদের জীবন দিয়ে এভাবে দিনের পর দিন খেলা চলছে এখানে। বহুবার এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা মহিলাকে পুরো বিষয় নিয়ে বলা হলেও তিনি কর্ণপাত করেননি। কেবলমাত্র নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত তাঁরা।’

ভেঙে পড়েছে আইসিডিএস কেন্দ্র। মুর্শিদাবাদের নতুনগ্রামে।

১৯ বছর পর বাড়ি ফিরলেন রবিউল

কালিয়াচক, ২৬ জুন : ১৯ বছর নিখোঁজ থাকার পর অবশেষে বাড়ি ফিরলেন এক ব্যক্তি। কালিয়াচকের সিলামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাহাদুরপুরের ঘটনা। ওই ব্যক্তির নাম রবিউল ইসলাম (৪৫)। মানসিক ভারসাম্যহীন রবিউল কোনওভাবে পৌঁছে গিয়েছিলেন মুম্বইয়ে। স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। পরবর্তীতে মুম্বইয়ের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে ওঠেন। সম্প্রতি তাঁর স্মৃতি ফিরে আসে। মুম্বইয়ের এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে তাঁর বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করা হয়। বুধবার বাড়ি ফেরেন রবিউল। নিখোঁজ হওয়ার সময় বেঁচে ছিলেন তাঁর বাবা-মা। বছর দশেক আগে দুজনেই মারা যান। রবিউল নিখোঁজ হওয়ার পর স্ত্রী রুলি বিবি একমাত্র সন্তান নাজমা খাতুনকে নিয়ে চলে আসেন তাঁর বাবার বাড়িতে কালিয়াচকের কাশিমনগরে। খবর পেয়ে রুলি ও তাঁর মেয়ে ছুটে আসেন রবিউলকে দেখতে। পঞ্চায়েত সমিতির স্থানীয় সদস্য মরতুজ শেখ বলেন, ‘রবিউল বাড়ি ফিরে আসায় আমরা খুশি। আপাতত তাঁর থাকা, খাওয়ার ব্যবস্থা করছেন গ্রামবাসী।’

তরুণের দেহ

করণদিঘি, ২৬ জুন : করণদিঘি থানার বুধরা গ্রামের বাসিন্দা জগন্নাথ সিংহ (২৯) নামে এক তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। ৩ বছর আগে ওই তরুণ বিয়ে করেন। মৃতের বাবা পাতানু সিংহ বললেন, ‘পুত্রবধূ অন্য একজনের সঙ্গে ফোনে কথা বলত, ছেলে বাধা দিতে গেলেই ঝগড়া করত। পুত্রবধূ ১৫ দিন আগে বাপের বাড়ি চলে যায়। তাকে ফিরিয়ে আনতে ছেলে বৃহস্পতিবার সকালে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিল কিন্তু পুত্রবধূ বাড়ি ফেরেনি। বাড়ি ফিরে এসে ছেলে ঘরে গলায় দড়ি দেয়।’ মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেলে পাঠিয়েছে।

প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

নরহাট্টায় জমি বিবাদে গুলি, গ্রেপ্তার এক

অরিন্দম বাগ

মালদা, ২৬ জুন : জমি নিয়ে বিবাদের জেরে এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠল প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজারের নরহাট্টা শৈলপুর এলাকায়। ধৃতকে বৃহস্পতিবার পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানিয়ে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে।

ধৃতের নাম মহম্মদ মোবারক হোসেন (৫২)। বাড়ি নরহাট্টা শৈলপুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ সাইরুল মোবারক হোসেনের বোনের থেকে একটি জমি কিনেছিলেন। সেই জমির দখল নিয়েই মাস তিনেক ধরে দুজনের মধ্যে বিবাদ চলছিল। অভিযোগ, এনিয়ে গতকাল রাতে গুলি চালানো হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ মহম্মদ মোবারককে গ্রেপ্তার করে বৃহস্পতিবার মালদা জেলা আদালতে পেশ করে।

মহম্মদ সাইরুল বলেন, ‘মোবারকের বোনের থেকে একটি জায়গা কিনেছি। মোবারক আমাকে ওই জায়গায় কাজ করতে দিচ্ছে না। বুধবার সকালে আমি বাগানে গিয়েছিলাম। ওরা ব্যাগে বন্দুক, ধারালো অস্ত্র নিয়ে সেখানে পৌঁছায়। আমি কোনওমতে সেখান থেকে পালিয়ে যাই। সন্ধ্যায় রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় ওরা আমাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। মোট চারটে গুলি ছোড়া হয়েছিল। তবে আমি কোনওরকমে বেঁচে গিয়েছি। আমি পুলিশকে ফোন করে সব ঘটনা জানিয়েছি। পুলিশ মোবারককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েছে।’

কী অভিযোগ

- বুধবার সকালে মহম্মদ সাইরুল বাগানে গিয়েছিলেন
- ব্যাগে বন্দুক, ধারালো অস্ত্র নিয়ে সেখানে পৌঁছায় প্রতিবেশী মোবারক
- তবে কোনওমতে সেখান থেকে পালিয়ে যান সাইরুল
- সন্ধ্যায় রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় সাইরুলকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়
- মোট চারটে গুলি ছোড়া হয়

মোবারকের বোন সাবিনা বলেন, ‘গতকাল রাতে সাইরুল দলবল নিয়ে মোবারকের ওপর হামলা করে। প্রাণ বাঁচাতে দাদা হাওয়াতে এক রাউন্ড গুলি চালায়। ওই বন্দুকের লাইসেন্স রয়েছে। পুলিশ এসে দাদাকে তুলে নিয়ে গিয়েছে। সাইরুল দিদির থেকে জমি কিনেছে। আমরা ওদের বলেছিলাম, যার থেকে জমি নিয়েছে তার থেকে জমির দখল নিতে।’

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মুজিবুর রহমান বলেন, ‘জমি নিয়ে মহম্মদ সাইরুল ও মহম্মদ মোবারক হোসেনের মধ্যে মাস তিনেক ধরে বিবাদ চলছে। গতকাল রাতে এই বিবাদ থেকেই চার রাউন্ড গুলি চালানো হয়। গ্রামের লোকজন ফোন করে আমাকে সেই ঘটনা জানান। পুলিশ মোবারককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েছে। ঘটনার পর থেকে এলাকা থমথমে।’

মাদকবিরোধী দিবস পালন

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

২৬ জুন : ২৬ জুন আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস হিসেবে পরিচিত। তাই গৌড়বঙ্গের দিকে দিকে বিশেষ দিনটি পালিত হল। এদিন রায়গঞ্জ ব্লকের দক্ষিণ চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস এবং বারোদুয়ারি জুনিয়ার বেসিক স্কুলের যৌথ প্রচেষ্টায় এবিষয়ে একটি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। খুদে পড়ুয়ারা পদযাত্রা করে মাদক বিক্রয় ও সেবনের ক্ষতির বিষয়ে সকলকে সচেতন করে।

অন্যদিকে ‘সে নো টু ড্রাগস, সে ইয়েস টু লাইফ’ এই স্লোগানকে সামনে রেখে মাদকবিরোধী দিবসে গাজোলের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের মধ্যে ফল, মিষ্টি বিতরণ সহ মিছিল ও পথসভার আয়োজন করে।

অন্যদিকে মালদা জেলা আবগারি দপ্তরের উদ্যোগে জেলাব্যাপী উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে সামসীতে সামসী আবগারি রেঞ্জ, চাঁচল এক্সাইজ স্টেশন ও মানিকচক এক্সাইজ সার্কেলের যৌথ ব্যবস্থাপনায় মাদকবিরোধী দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে র‌্যালিও হয়েছে। দুপুরে বালুরঘাট পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডে এনিয়ে মানববন্ধন কর্মসূচি হয়। মানববন্ধন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ওয়ার্ডকে সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব নেন স্থানীয়রা।

কুশমণ্ডি থানার উদ্যোগেও পানিশালা ও কুশমণ্ডি বাজারে ইটভাটা শ্রমিকদের নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি পুলিশের উদ্যোগে স্কুল ও কলেজ পড়ুয়াদের নিয়ে সচেতনতামূলক র‌্যালি হয় ডালখোলায়। ফরাক্কা থানার ব্যবস্থাপনাতেও বৃহস্পতিবার বিকালে পথ পরিক্রমার আয়োজন করা হয়েছিল।

পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ বধূ

রায়গঞ্জ, ২৬ জুন : বাড়িতে চুরির ঘটনায় রায়গঞ্জ থানার পুলিশের তরফে সেভাবে সহযোগিতা মেলেনি। এই অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জ জেলা পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হলেন এক গৃহবধূ।

উল্লেখ্য, গত ১৭ জুন রায়গঞ্জ শহরের অশোকপল্লি এলাকার বাসিন্দা শেলি দে’র বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। বাড়িতে সেদিন কেউ ছিল না। এই সুযোগে চোরের দল তালা ভেঙে ঠাকুরের গয়না, বাসনপত্র নিয়ে যায়। ১৯ জুন রায়গঞ্জে ফিরে এসে শেলিদেবী থানায় অভিযোগ জানালেও এফআইআর নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। তাই তিনি পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হন।

শেলিদেবীর কথায়, ‘অধিকাংশ সময় আমরা কলকাতায় থাকি। বাড়িতে মা থাকেন। সেসময় মা-ও ছিলেন না, বাড়ি ফাঁকাই ছিল। ঠাকুরঘরের মূল্যবান জিনিস নিয়ে যায় চোরের দল। ১৯ তারিখ অভিযোগ জানালেও লাভ হয়নি। তাই পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হয়েছি। তিনি তদন্তের বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছেন। চুরি কাণ্ডে একটি গ্যাংকে চিহ্নিত করা হয়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন।’

স্মারকলিপি

কুশমণ্ডি, ২৬ জুন : বেআইনিভাবে জমির রেকর্ড করা বন্ধ, অবিলম্বে খাসজমির পাট্টা প্রদান সহ একাধিক দাবিতে বৃহস্পতিবার আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের তরফে কুশমণ্ডি বিএল অ্যান্ড এলআরও অফিসে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

কালিয়াগঞ্জ, ২৬ জুন : এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল কালিয়াগঞ্জে। মৃতের নাম হামিদুল আলি (৫৬)। বাড়ি বরুণা গ্রামে। পরিবারের সদস্যদের দাবি, মেয়ের বিয়ে দেওয়ার পর থেকেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন তিনি। বুধবার সন্ধ্যায় ঘর থেকে ওই ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে মৃতদেহটি। পাশাপাশি একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছেন তদন্তকারীরা।

ওড়িশায় আটক বঙ্গের ১৯

প্রথম পাতার পর

‘যাঁরা কাজের জন্য ওড়িশায় গিয়েছেন তাঁদের সবার কাছে ভারতীয় পরিচয়পত্র রয়েছে। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশি বলে অভিযোগ তুলে তাঁদের আটকে রাখা হয়েছে। এর জেরে আমরা খুবই চিন্তায় পড়েছি। যতক্ষণ না ওঁদের ঘরে ফেরানো হচ্ছে ততক্ষণ আমাদের স্বস্তি নেই।’ ওড়িশায় গিয়ে বহরমপুর মহকুমার অন্তর্গত হরিহরপাড়ার হতদরিদ্র পরিবারের সদস্য পেশায় দিনমজুর জালিম শেখও আটক হয়েছেন। পরিবারের সদস্যরা বিপাকে পড়েছেন। স্বামীকে ঘরে ফেরাতে জালিমের স্ত্রী ময়না বিবি প্রশাসনের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি সোহেল রানা এভাবে শ্রমিকদের আটক করার ঘটনার নিন্দা করেছেন।

শ্রমিক ঐকমত্য সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক আসিফ ফারুক বললেন, ‘শুধু মালদাই নয়, এরাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের শ্রমিকরা ওড়িশার নানা জায়গায় হেনস্তার শিকার হচ্ছেন। বাংলাদেশি বলে অপবাদ দিয়ে তাঁদের আটক করা হচ্ছে। সমস্যা মেটাতে পুলিশ ও প্রশাসনকে যাবতীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।’

বাংলা নিশানা

প্রথম পাতার পর

১৯৮৭-র ১ জুলাই থেকে ২০০৪-এর ১২ ডিসেম্বরের মধ্যে জন্ম হয়ে থাকলে শুধু নিজের নয়, বাবা-মায়ের মধ্যে যে কোনও একজনের ওইসব প্রামাণ্য নথি জমা দিতে হবে। কিন্তু ২০০৪-এর ১২ ডিসেম্বরের পর জন্ম হয়ে থাকলে বাবা ও মা, দুজনেরই ওই দুই নথি পেশ করা বাধ্যতামূলক। না পারলে ভোটার তালিকায় নাম উঠবে না। আগে উঠে থাকলে নাম বাদ যেতেও পারে।

মমতার অভিযোগ, ভোটার তালিকার সার্বিক সংশোধনের নামে নাগরিকদের ন্যাশনাল রেজিস্টার (এনআরসি) করাতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। তিনি বলেন, ‘আমি ওদের খেলা বুঝতে পারছি না। গরিব মানুষ কোথা থেকে বাবা-মায়ের সার্টিফিকেট দেবে? আজকের প্রজন্ম কি ভোটাধিকার পাবে না? এটা তো এনআরসি’র চেয়েও বিপজ্জনক।’

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৮৭ সালের নভেম্বর মাসে। ওঁর বাবা-মায়ের জন্ম সার্টিফিকেট কীভাবে পাবে? এটা নাকি কমিশনের ডিক্লারেশন ফর্ম। গোটা বিষয়টিতে বিরাট ঘাপলা রয়েছে। আরও ঘাপলা বের হবে। এরা বাংলাকে নিশানা করেছে। তালিকা থেকে প্রকৃত ভোটারদের বাদ দিয়ে বাইরে থেকে নাম ঢোকাবে। ২ জুন ওরা এটা বাজারে ছেড়েছে। আসলে যেখানে ওরা দুর্বল, সেখানে এই স্ক্যাম করে জয়ের চেষ্টা করছে।’

এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী পালটা বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী বুঝে গিয়েছেন, রোহিঙ্গাদের নাম তালিকা থেকে বাদ যাচ্ছে। নির্বাচন কমিশন যে সংস্কার শুরু করেছে, তাকে আমরা স্বাগত জানাই। আমাদের দাবি, সচিত্র পরিচয়পত্রের সঙ্গে বায়োমেট্রিক, আধার ইত্যাদির লিংক করা হোক। কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করানো হোক। ভোটগ্রহণ থেকে শুরু করে ভোটগণনা পর্যন্ত প্রতি ধাপে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সমন্বয় করে ভোট হোক।’

মহারাষ্ট্রের ভোটে কারচুপি করেছিল বলে অভিযোগ করেছিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। বিহারে কমিশনের ভূমিকা নিয়ে এখন সরব আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। মমতা বৃহস্পতিবার সমস্ত রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নির্বাচন কমিশনের এই বিজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধাচরণ করার ডাক দিলেন দিঘা থেকে। তিনি বলেন, ‘এর আগে হরিয়ানার ভোটারদের দিয়ে এই রাজ্যের তালিকা ভরিয়ে দিয়েছিল। এর পিছনে বিজেপি রয়েছে।’

সার্বিক ভোটার তালিকা সংশোধনে বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা করবেন বুথ লেভেল অফিসাররা। তাঁরা একটি ফর্ম দেবেন, যে ফর্মে ভোটারদের সমস্ত তথ্য, ঠিকানা, সচিত্র পরিচয়পত্রের নম্বর ইত্যাদি ও প্রামাণ্য নথি দেওয়া বাধ্যতামূলক। বুথ লেভেল অফিসাররা সেই ফর্ম সংগ্রহ করবেন। পরে সেই ফর্মের তথ্য যাচাই করবে নির্বাচন কমিশন। কোনও ভোটার চাইলে অনলাইনে ওই ফর্ম পূরণ করে নথি আপলোড করতে পারবেন।

মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন করেন, ‘যাঁরা প্রান্তিক মানুষ, তাঁরা বাবা-মায়ের জন্ম সার্টিফিকেট কোথা থেকে পাবেন? যাঁরা হকার, সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, তাঁরা কীভাবে এই সার্টিফিকেট পাবেন?’

বিজেপির নাম না করে তিনি বলেন, ‘আপনি হেরে যাচ্ছেন। তাই কি এসব করা হচ্ছে? জনগণকে বলব, আপনার নাম ভোটার তালিকায় রয়েছে কি না, ভালো করে দেখে নিন। অনেক বড় ষড়যন্ত্র হচ্ছে।’

বুথ স্তরের দলীয় কর্মীদের তথ্য ইতিমধ্যে রাজনৈতিক দলের কাছে চেয়েছে নির্বাচন কমিশন। তাতেও আপত্তি তৃণমূল নেত্রীর। তাঁর বক্তব্য, ‘আমি কেন বুথ স্তরের এজেন্টদের তথ্য দিয়ে দলের গোপনীয়তা জানিয়ে দেব? এটা মারাত্মক।’

বিধানসভার আভিজাত্য নষ্ট

প্রথম পাতার পর

স্যর হয়েছেন। তিনি বেঁচে থাকলে এখনকার বাঙালি নেতাদের খেলা বুঝতেন, অঙ্কও বুঝতেন। নজরে শুধু ক্ষমতা যে!

বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির সদস্যদের কথাবার্তা, কাজকর্ম, অঙ্গভঙ্গি বাঙালির পক্ষে পীড়াদায়ক লজ্জা। এটাই কি বাঙালির স্বরূপ? দিনকয়েক আগে ধাক্কাধাক্কিতে চশমা ভাঙল কারও, ভাঙল হাতঘড়ি, মহিলা নিরাপত্তারক্ষীদের গায়ে হাত পড়ল সেখানে। কী উদাহরণ রাখছি আমরা? ভোটে জেতা বিধায়ক নেতারাই যদি এরকম করেন, তাহলে তো জেতার পর গ্রামের কর্মীরা বোমাটোমা ছোড়ার সাহস পাবেনই!

বিজেপির বিধায়কদের মারে জখম হলেন বিধানসভার মহিলা কর্মীরা। ওদিকে তৃণমূল কর্মীরা জয়ের আনন্দে বোমা ছুড়ে মেরেই ফেলল এক নিষ্পাপ নাবালিকাকে।

রাজ্যের যা পরিস্থিতি, তাতে আগামী নির্বাচনে এই দুটো পার্টিরই কেউ রাজ করবে। তাহলে আমরা মানুষ কাদের ওপর ভরসা করব? দুটো পার্টির অধিকাংশ বিধায়কের মুখের ভাষা আপনার পছন্দ নয়। শারীরিক অঙ্গভঙ্গিতে অনেকে আবার মনে করিয়ে দেন পাড়ার নগা-জগা-খগাকে। এরা কী শিক্ষা দেবেন স্থানীয় মাস্তানকুলকে? পরিবেশ তো সেই একই থেকে যাবে! দাদাগিরি তো সেই একই থেকে যাবে!

বাঙালির ভদ্রতা বোধের সংজ্ঞা নতুন করে লিখতে হচ্ছে এই নেতাকুলের জন্যই। এঁরা পালটে দিচ্ছেন রুচি, পালটে দিচ্ছেন ভাষা। সবচেয়ে আতঙ্কের, বাংলার বাইরে অবাঙালিদের কাছে বাংলার ভাবমূর্তির তেরোটা বেজে গিয়েছে। আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতার চিন্তাধারা ও ভাবনা পথে লুটোপুটি খাচ্ছে এখন। বোমায় নাবালিকার মৃত্যুও আমরা অতি সহজে মেনে নিচ্ছি।

ঘুমায়, ঘুমায় সেই বালিকা। আর আমাদের অনেকে সেখানেও খুঁজতে থাকে ধর্ম। যে মারা গিয়েছে সে কোন ধর্মের যেন? হিন্দু হলে এক প্রতিক্রিয়া, মুসলিম হলে আরেকরকম। এ এক অদ্ভুত পরিবেশ, এখানে এক উচ্চশিক্ষিত অতীব সৎ ভদ্রলোক রাজনীতিতে ঢুকলে দু’বছরের মধ্যে আমূল পালটে বেরোন। ডক্টরেটদের মুখের ভাষা, অঙ্গভঙ্গিতেও বাসা বাঁধে উগ্রতা। যে কাউকে জুতো ছুড়ে মেরে দিতে পারেন তাঁরা। তাহলে রাজনীতিতে এসে আমার মনুষ্যত্বের অবনতিই হল।

মনে করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাই, বিধানসভায় গত চার বছরে কোনও ভালো বক্তৃতা হয়েছে? তথ্য, তত্ত্ব, রসিকতা বোধ ও গভীরতার বিচারে যা মনে রেখে দেব আজীবন। বাংলার স্বার্থে সৌজন্য দেখিয়ে দু’পক্ষ এক হয়েছে কখনও? সংসদে হীরেন মুখোপাধ্যায়, ভূপেশ গুপ্ত, জ্যোতির্ময় বসু, সোমনাথ লাহিড়ি, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির মতো বাঙালি বাগ্মীরা মুগ্ধ করেছেন গোটা ভারতকে। বিধানসভাও দেখেছে এমনই কিছু অসাধারণ মুখ। তেমন ঈর্ষণীয় ভাষণ আর শোনা যায় না কেন? শুধু পারস্পরিক হিংস্র ঠোকাঠুকি। এর জন্য তো বিধানসভার দরকার পড়ে না। ময়দানে শহিদ মিনারের পাশে চাঁদোয়া টাঙিয়ে এসব করলেই হয়।

বোমায় মৃত বালিকা মুসলিম হলে শুভেন্দু ও বিজেপির এক রকম প্রতিক্রিয়া, হিন্দু হলে আরেকরকম। বিজেপি কর্মী নিহত হলে তৃণমূলও চলে যায় বিজেপিসুলভ দ্বিচারিতায়। এসব কি বাংলার ভাবমূর্তির সঙ্গে মেলে? হয়তো আজকের হরেকরকমবার বাংলার সঙ্গে মেলে। আজকের বিধানসভায় অশোক লাহিড়ি বা মানস ভুঁইয়াদের কোনও তথ্যনিষ্ঠ, যুক্তিপূর্ণ ভাষণ আর গুরুত্ব পায় না। মিডিয়ার কাছেও নয়, শাসক বা বিরোধীর কাছেও নয়। এখানে বাজার গরম করা উদ্ধৃতিই গুরুত্ব পায়। পেছনে চলে যায় বাংলার ভবিষ্যৎ।

আসলে বিধানসভার আভিজাত্য, মর্যাদাই নষ্ট করে দিয়েছে রাজ্যের প্রধান দুটো পার্টি। রাজ্যের সামগ্রিক উন্নতিতে গভীর আন্তরিক আলোচনা কোনও পক্ষকেই করতে দেখা যায়নি। অন্য দুটো দলের পাত্তা নেই। সিপিএম বেঁচে আছে স্রেফ সোশ্যাল মিডিয়ায়। কংগ্রেস বেঁচে শুধু মালদা-মুর্শিদাবাদের কিছু অংশে। মানুষ অবশ্যই ধাঁধায় পড়তে বাধ্য, ভোট কাকে দেবে।

মমতার দাদা-ভাইদের দাদাগিরি, শুভেন্দুর তিলক কাটা হিন্দুত্বের পাটিসাপটা দেখে দেখে বহু মানুষ ক্লান্ত। বিজেপি বিধায়করা সভা করছেন হিন্দিতে পোস্টার লিখে। হিন্দি শব্দ এনে। শাসক নেতারা নিত্যনতুন নিয়ম বানাচ্ছেন নিজেদের স্বার্থে। সেদিন হতভম্ব হয়ে দেখলাম, ক্রীড়ামন্ত্রী নিজেই যাবতীয় নিয়ম ভেঙে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দিলেন, সন্তোষ ট্রফিতে বাংলার কোচ কে হবেন। মুখ্যমন্ত্রী যেমন ঠিক করে দিচ্ছেন সিএবি, মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গলে কে ক্ষমতায় বসবেন। এসব কি এঁদের কাজ? এখনই বলে দেওয়া যায়, ছাব্বিশের নির্বাচনে নোটায় ভোটের সংখ্যা বাড়বে অনেক।

সোজা বাংলায় বাংলার পরিস্থিতি কী দাঁড়াল, আর একবার ভাবি। হিন্দু-মুসলিম, জয় শ্রীরাম, জয় জগন্নাথ, রাজ্যপাল ও কেন্দ্রের বঞ্চনা ছাড়া কোনও দৃষ্টান্তমূলক মনকাড়া আলোচনা শুনি না বিধায়কদের মুখে। ওঁরা আমাদের শোনাতে পারেননি। আমরা বুঝে গেছি, বিধানসভায় ভাষণ দিতে গেলে আর বিশেষ হোমওয়ার্কের দরকার হয় না। দলনেতা বা দলনেত্রী যে তারে বেঁধে দেবেন, সেই রুটিন কথাগুলো বললেই কাম খতম। শুধু অপরপক্ষকে ঠুকে যাও।

বিধানসভায় হাতাহাতি, গালাগালি, কুৎসার উৎসব হলেই এখন বেশি প্রচার ও প্রসার। সৌজন্যবোধের জায়গা নেই। ৩৩ বিঘার ওপর দু’বছর সাত মাস ধরে তৈরি হয় বিধানসভা ভবন। প্রধান স্থপতি জে গ্রিভস সাহেব বেঁচে থাকলে ভাবতেন, দরকার কী ছিল বাড়িটা এত রাজকীয়ভাবে বানানোর?

গণতন্ত্রের মন্দির এই রাজকীয় ভবনে গুন্ডাগিরি, দাদাগিরি মানায় না।

রথবাড়িতে রথ নেই

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২৬ জুন : ‘রথবাড়ি, রথবাড়ি, রথবাড়ি...।’ টোটো, অটোচালক থেকে বাস কনডাক্টরদের এই হাঁক মালদার মানুষের কাছে পরিচিত। শুধু মালদা নয়, প্রতিবেশী এলাকাগুলিরও পরিচয় রয়েছে এমন শব্দের সঙ্গে।

আসলে রথবাড়ি মালদা শহরের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা অথবা কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি, সড়কপথে যাতায়াতের সময় দূরপাল্লার সমস্ত গাড়িই রথবাড়িতে এসে দাঁড়ায়। আবার আশপাশের জেলার মানুষও মালদায় কাজে এসে রথবাড়িতে নামেন। এক কথায় বলা যেতে পারে রথবাড়ি মালদা শহরের প্রাণকেন্দ্র।

কিন্তু, কেন এই এলাকার নাম হল রথবাড়ি, তা অজানা অধিকাংশ মানুষেরই। আসলে জানবেনই বা কীভাবে? আশপাশে তো নেই কোনও রথঘর। রথবাড়ি আসলে জাতীয় সড়ক। তাই জাতীয় সড়কের উপর রথঘর থাকারও কথা নয়। তাহলে কীভাবে এই এলাকার নাম হল রথঘর? মালদায় একটা সময় জমিদার ভগবান চৌধুরীর পরিবারের তরফে বর্তমান শহরের

স্মৃতির আড়ালে

- ব্রিটিশ আমলে প্রতিবছর রথের সময় সরাফা থেকে জমিদারের পিলখানা পর্যন্ত রথ টানা হত
- এই পিলখানা ছিল এখনকার রথবাড়িতে
- এখন যেখানে উড়ালপুল, সেখানে ছিল একটা বড় পুকুর

নেতাজি মোড়ের সরাফা ভবন থেকে প্রতিবছর রথ বের করা হত। সে থেকেই রথবাড়ির নামকরণ।

কথা হচ্ছিল ভগবান চৌধুরীর পরিবারের বর্তমান সদস্য ব্রতীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সঙ্গে। জমিদার ভগবান চৌধুরী হচ্ছেন তাঁর প্রপিতামহ। ব্রতীন্দ্রবাবুর কথায়, ‘ব্রিটিশ আমলে প্রতিবছর রথের সময় সরাফা থেকে জমিদারের পিলখানা পর্যন্ত রথ টানা হত। এই পিলখানা ছিল এখনকার রথবাড়িতে। এখন যেখানে উড়ালপুল, সেখানে ছিল একটা বড় পুকুর।’

আবার ইতিহাসের পাতায় উল্লেখ, প্রায় ১৫০ বছর আগে মালদা শহরে একটি রথ টানা হত। যার প্রচলন করে তৎকালীন জমিদার চৌধুরী পরিবার। বর্তমান রথবাড়ি মোড় সংলগ্ন এলাকায় একটি পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে হিন্দু রীতি অনুযায়ী তৈরি হয়েছিল মন্দির আর রথতলা। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রঘুনাথজির বিগ্রহ। অত্যন্ত সুদৃশ্য রথ রঘুনাথজির বিগ্রহ নিয়ে মালদা শহর পরিক্রমা করত। আষাঢ় মাসের নির্দিষ্ট দিনে বাদ্য, হাতি ও ঘোড়ার শোভাযাত্রা সহ এই রথ যেত সরাফা ভবন পর্যন্ত। সেখানেই ৭ দিন থাকার পর রথ আবার ফিরে আসত কৃষ্ণপল্লির নিজস্ব মন্দিরে। জনশ্রুতি, এই বংশেরই জমিদার ভগবান চৌধুরীর আমলের রথটি বর্তমান উড়ালপুলের নীচের একটি পুকুরে ধীরে ধীরে ডুবে যায়। তাকে আর উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি, পুনর্নির্মাণ হয়নি রথ। এই পরিবারেরই সদস্য ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী বলছেন, ‘ভগবান চৌধুরীর পর হরি চৌধুরীর আমলে রথ শুরু হয়েছিল। অতীতের পুকুরেই রথটি ডুবে যায়। তবে রঘুনাথজির বিগ্রহ রয়েছে আইএমএ ভবনের কাছের একটি মন্দিরে।’

১২ নম্বর জাতীয় সড়কের রথবাড়ি আজও সেই রথের স্মৃতি বহন করছে।

জগন্নাথ দেবের দারুব্রহ্ম মূর্তি দেখা যাবে রায়গঞ্জের বিশ্বাসবাড়ির রথযাত্রা উৎসবে। বৃহস্পতিবার শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি। ছবি : দিবাকর সাহা।

৯দিন ধরে রথের অনুষ্ঠান

রায়গঞ্জ, ২৬ জুন : রথযাত্রাকে ঘিরে সেজে উঠেছে ইসকনের রথ এবং দেবীনগর কালীবাড়িতে অবস্থিত জগন্নাথ দেবের মাসির বাড়ি। ইসকন মন্দিরে বৃহস্পতিবার থেকেই শুরু হয়েছে অনুষ্ঠান। আগামী ৯ দিন ধরে দেবীনগর কালীবাড়িতে মাসির বাড়িতে হবে নানা অনুষ্ঠান। এবার বিদেশি ভক্তদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন ইসকনের অন্যতম গুরুদেব জয়পতাকা স্বামী গুরুমহারাজ। রায়গঞ্জ ইসকন নামহট্ট মন্দিরের সম্পাদক মদন সরকার বলেন, ‘রথযাত্রা শেষ হলেই নামহট্টমেলা সফল করতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হবে। প্রতিবার এই জেলায় হলেও এবার তা হচ্ছে মায়াপুরে।’

পরিদর্শনে টিম

মালদা, ২৬ জুন : মাসদুয়েক আগেই মালদা মেডিকেলে চালু হয়েছে টাইপ ওয়ান ডায়াবিটিস ক্লিনিক। ইতিমধ্যে ১৫-১৬ জন রোগী এই ক্লিনিক থেকে পরিষেবা নেওয়া শুরু করেছেন। বৃহস্পতিবার মেডিকেলের এই ক্লিনিক পরিদর্শনে আসে স্বাস্থ্য ভবনের চার সদস্যের প্রতিনিধিদল। ক্লিনিকের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখার পাশাপাশি ওই প্রতিনিধিদলের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক একাধিক রোগীকে দেখে তাঁদের নানা পরামর্শ দেন। ওই দলের সদস্য ডাঃ সুমিত চক্রবর্তী বলেন, ‘মালদা মেডিকেলে টাইপ ওয়ান ডায়াবিটিস ক্লিনিক চালু করা হয়েছে। আমরা এই ক্লিনিক পরিদর্শনে এসেছি। এই ক্লিনিক গত দুই মাস ধরে চালু রয়েছে। ইতিমধ্যে এখানে ১৫ জন রোগী পরিষেবা নিচ্ছেন।’

কংগ্রেসের দাবি

রায়গঞ্জ, ২৬ জুন : মাশুল বৃদ্ধি সহ আনুষঙ্গিক বিদ্যুৎ বণ্টন ও পরিচালন বিধি বিষয়ক বিভিন্ন অনিয়মের প্রতিবাদে বিদ্যুৎ দপ্তরে স্মারকলিপি দিল উত্তর দিনাজপুর জেলা কংগ্রেস কমিটি। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন তিলকতীর্থ ভৌমিক, লিয়াকত আলি সহ অন্যরা।

আবর্জনা ফেললেই জরিমানা মালদায়

মালদা, ২৬ জুন : এতদিন নানা কারণে জরিমানার কথা শোনা গিয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু রাস্তায় আবর্জনা ফেললেই জরিমানা, এমন ঘটনা বিশেষ শোনা যায়নি। এবার ঠিক সেই কাজটাই ঘটতে চলেছে মালদায়। যেখানে শহরের রাস্তায় আবর্জনা ফেললেই জরিমানা! যার পরিমাণ ১ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। এ বিষয়ে নজরদারি চালাতে শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে দায়িত্ব দেওয়া হবে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের। পুর চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর কথায়, ‘স্বচ্ছ ভারত মিশনের অন্তর্গত ভারতবর্ষের কোনও শহরেই রাস্তার উপরে আবর্জনা ফেলা যাবে না। আমরা এতদিন মালদার নাগরিকদের শুধুমাত্র সচেতন করছিলাম। কিন্তু আর নয়। এবার কোনও নাগরিক তাঁদের বাড়ির আবর্জনা রাস্তায় ফেললে আর্থিক জরিমানা করা হবে।’

পুরসভার সিআইসি শুভময় বসুর কথায়, ‘মহিলাদের সশক্তিকরণে জোর দিচ্ছি। ইংরেজবাজার পুরসভার অধীনে ৮০৮টি মহিলা গোষ্ঠী রয়েছে। শুধু আবর্জনা ফেলার উপর নজরদারির কাজে নয়, তাঁদের পুর প্রকল্প রূপায়ণের বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।’ এর মধ্যে যেমন রয়েছে জলকর সংগ্রহ করা, তেমনি নির্মল সাথীর কাজ, জঞ্জালের সার্ভিস চার্জ সংগ্রহ প্রভৃতি।

অস্ত্রোপচারে জীবনরেখা হাসপাতালের সাফল্য

ললিতা সরকারের চিকিৎসা করছেন ডাঃ শান্তনু দাস।

রায়গঞ্জ, ২৬ জুন : হার্টের অপারেশনে ফের সাফল্য পেল রায়গঞ্জের জীবনরেখা হাসপাতাল। বৃহস্পতিবার জীবনরেখা হাসপাতালের কর্ণধার ডাঃ শান্তনু দাস সাংবাদিক বৈঠক করে সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ‘শিলিগুড়ির শিবমন্দিরের বাসিন্দা ললিতা সরকারের (৩৬) জন্মের পর থেকেই হার্টে ফুটো ছিল। অনেক জায়গায় ঘুরেও সমাধান করতে পারেননি তিনি। অবশেষে তাঁর এক আত্মীয় জীবনরেখা হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। হাসপাতালের চিকিৎসক অস্মিতা দাস দেখেন তাঁকে। গত ২২ জুন অস্ত্রোপচার হয়। এখন তিনি পুরোপুরি সুস্থ। হার্টের ফুটোটি আর নেই। অস্ত্রোপচারটি হয় স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে।’

এদিকে ললিতাদেবী জানান, তিনি গত চার মাস ধরে অসুস্থ ছিলেন। কোথাও গিয়ে লাভ হয়নি। অবশেষে রায়গঞ্জে অস্ত্রোপচার হয়। এখন তিনি অনেকটা সুস্থ। কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ অস্মিতা দাসের কথায়, ‘রোগী এসেছিলেন শ্বাসকষ্ট এবং হার্টের সমস্যা নিয়ে। পরীক্ষা করে দেখা যায় ওনার জন্মগত হার্টে ফুটো ছিল। মাইক্রো সার্জারির মাধ্যমে তাঁর সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।’

বেহাল দশা বাজারের।

জলকাদায় দুর্ভোগ বাজারে

অনুপ মণ্ডল

বুনিয়াদপুর, ২৬ জুন : বৃষ্টি হলে জলকাদা জমে যায় বুনিয়াদপুরের মাছমাংসের বাজারে। ফলে বাজার করতে গিয়ে ভোগান্তির শিকার হন ক্রেতারা। বর্ষাকালে বাজারের এই নোংরা পরিবেশ নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে গিয়েছে ব্যবসায়ীদের কাছে। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে এই জায়গায় ব্যবসা করছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও স্থায়ী পরিকাঠামো তৈরি করা হয়নি। এবিষয়ে পুর প্রশাসক কমল সরকার জানান, নতুন মার্কেট কমপ্লেক্সের পাশে মাছ ও মাংস ব্যবসায়ীদের জন্য একটি পাকাপোক্ত শেড তৈরি করার পরিকল্পনা আছে। জায়গাটি কৃষি দপ্তরের। খুব শীঘ্র জমিজট কাটিয়ে স্বল্প বাজেটে মাছ ও মাংস ব্যবসায়ীদের বসার জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। বর্তমানে যাতে বাজারে জলকাদা না জমে সেজন্য রাবিশ ফেলা হবে।

অন্যদিকে, কৃষকদের জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে দুটি স্থায়ী পাইকারি ও খুচরো মার্কেট কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। সেই সময় প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাছ ও মাংস ব্যবসায়ীদের বলা হয়েছিল যে, মার্কেট কমপ্লেক্সের পাশে তাঁদের ব্যবসার জন্য পাকা শেড তৈরি করে দেওয়া হবে। সেজন্য ওই জায়গাটি মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকে শেড তৈরির কাজ আর কিছু হয়নি। বর্তমানে তাঁরা খোলা আকাশের নীচে ত্রিপল টাঙিয়ে কোনও মতে ব্যবসা করছেন।

> বর্ষার কয়েক মাস বাজার করতে এসে নাজেহাল হয়ে যাই। কবে এই সমস্যার সমাধান হবে তা জানি না।
>
> **স্বপন তরফদার,** *স্থানীয় বাসিন্দা*

এক মাছ ব্যবসায়ী বলেন, ‘আমরাও পুরসভার আওতাধীন করদাতা। তাহলে আমাদের জন্য পুরসভার পক্ষ থেকে কেন কোনও স্থায়ী ব্যবস্থা করা হচ্ছে না।’

স্থানীয় বাসিন্দা স্বপন তরফদার বলেন, ‘আমরা মাছে-ভাতে বাঙালি। প্রায় রোজই বাজারে আসি। পুরসভা তৈরি হওয়ার প্রায় দশ বছর হয়ে গেলেও বাজারের পরিকাঠামো উন্নত হয়নি। বর্ষার কয়েক মাস বাজার করতে এসে নাজেহাল হয়ে যাই। কবে এই সমস্যার সমাধান হবে জানি না।’

জগৎসভায় ভারত

আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে শুভাংশু

ফ্লোরিডা, ২৬ জুন : শুভাংশু শুক্লার হাত ধরে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে প্রথম পা পড়ল ভারতের। ইতিহাসে প্রথমবার! ৪১ বছর পর মহাকাশে ফের ধ্বনিত হল 'জয় হিন্দ'। ২৮ ঘণ্টার দীর্ঘ সফরের পর বৃহস্পতিবার বিকালে শুভাংশু শুক্লা সহ চার নভশ্চরকে নিয়ে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছেল ড্রাগন মহাকাশযান। ভারতীয় সময় বিকাল ৪টে ৩ মিনিটে ড্রাগন যানটি আইএসএস-এর সঙ্গে 'সফট ডকিং' করে। এরপর ৪টে ১৫ মিনিটে 'হার্ড ডকিং' সম্পূর্ণ হয়।

২৮ ঘণ্টা লম্বা সফর শেষে বিকাল সাড়ে ৪টে নাগাদ (৪:২০-৪:৩০) আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পা দেন শুভাংশুরা।

বৃহস্পতিবার দুপুর থেকেই শুভাংশুদের যান 'ড্রাগন'-কে আইএসএস-এর সঙ্গে 'ডকিং' (জুড়ে দেওয়া) করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। দুপুর ৩টের পর আইএসএস থেকে ড্রাগন যানটিকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। গোটা সফরে ড্রাগনে কোনও গোলমাল দেখা দেয়নি। প্ল্যান্টার ঠিকঠাক কাজ করেছে। নাসার নির্ধারিত সময় মতো বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টে নাগাদ (ভারতীয় সময় অনুযায়ী) আইএসএসের হারমনি পোর্টে ড্রাগনের ডকিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সংযোগটি দু'টি পর্যায়ে ঘটে। প্রথমে চৌম্বকীয় 'সফট ক্যাপচার' এবং দ্বিতীয় ধাপে যান্ত্রিক 'হার্ড ক্যাপচার'-এর মাধ্যমে ডকিংয়ের জটিল প্রক্রিয়া শেষ হয়।

এই মহাকাশ অভিযানের সরাসরি সম্প্রচার করে নাসা ও অ্যাক্সিয়ম স্পেস। টিভির পর্দায় শুভাংশুদের ডকিং প্রক্রিয়া শেষ হতেই আনন্দে ভেসে যায় তাঁর পরিবার। ড্রাগনের পাইলট ছিলেন ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু। মহাকাশযানটি চালিয়েছেন তিনিই। সঙ্গে ছিলেন নাসার প্রাক্তন নভশ্চর তথা অ্যাক্সিয়ম স্পেসের মানব মহাকাশযানের ডিরেক্টর পেগি হুইটসন। গোটা একটা দিন মহাকাশে কাটানোর অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন শুভাংশু। মহাকাশ থেকে জীবনের প্রথম কল করে তিনি জানিয়েছেন, 'এটা এমন একটা অনুভূতি, যা ভাষায় বোঝানো যায় না। মহাকাশে শূন্য মাধ্যাকর্ষণে এখন শিশুর মতো করে হাঁটাচলা শিখতে হচ্ছে।' ভিডিও কলে 'নমস্কার' জানিয়েই বক্তব্য শুরু করেন ড্রাগনের পাইলট। তিনি বলেন, 'আমি এখন মাধ্যাকর্ষণহীন অবস্থায় চলাফেরা করা শিখছি। যেভাবে শিশুরা শেখে, সেভাবেই। কীভাবে শরীর সামলাব, কোন দিকে সরে যাব—তা নিয়ে বিস্তর অনুশীলন করছি।' এরপর হাসতে হাসতে যোগ করেন, 'পড়ে পড়ে খুব ঘুমোচ্ছি।'

মহাকাশ স্টেশনে অন্য মহাকাশচারীদের সঙ্গে শুভাংশু।

ডকিং প্রক্রিয়া

অ্যাপ্রোচ পর্যায়
ড্রাগন ক্যাপসুল মহাকাশ স্টেশনের কাছে পৌঁছে ধীরে ধীরে তার গতি কমায়। আইএসএস-এর সঙ্গে একই কক্ষপথে এবং একই গতিতে এর সিঙ্ক্রোনাইজ হয়।

সফট ক্যাপচার
ড্রাগন ক্যাপসুলের নোজ কন (নাকের ঢাকনা) খুলে গিয়ে ডকিং পোর্ট উন্মুক্ত হয়। ক্যাপসুলটি আইএসএস-এর নির্ধারিত ডকিং পোর্টের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে।

দু'টি যান একে অপরকে স্পর্শ করলে ডকিং গাইড পিন ও হুকের মাধ্যমে একটি সাময়িক সংযোগ তৈরি হয়। এই অবস্থায় দু'টি যান সামান্য আলগা থাকে।

হার্ড ক্যাপচার
দু'টি যানকে সম্পূর্ণ শক্তভাবে একত্রে বেঁধে ফেলা হয়। যাতে নিরাপদে হ্যাচ খোলা যায়।

হ্যাচ খোলা
প্রযুক্তিগত নিরাপত্তা পরীক্ষা শেষে হ্যাচ খোলা হয়। এরপর নভশ্চররা মহাকাশ স্টেশনে প্রবেশ করেন। পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে ২০ থেকে ৪৫ মিনিট সময় নেয়।

আমরা খুব খুশি। ঈশ্বরের কাছে অনেক প্রার্থনা করেছিলাম। ঈশ্বর শুভাংশুকে আশীর্বাদ করেছেন ও সফলভাবে ডকিং করেছে-এটাই আমাদের জীবনের গর্বের মুহূর্ত।
শম্ভু দয়াল (বাবা)

ডকিং সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এটা শুধু আমাদের নয়, পুরো দেশের গর্বের মুহূর্ত। আমি চাই ওরা (নভশ্চররা)

সফলভাবে দায়িত্ব পালন করে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে আসুক।
আশা শুক্লা (মা)

এই দিনটার জন্য দিনের পর দিন অপেক্ষায় ছিলাম আমরা। আজ তা বাস্তব হল। অনেক পরিশ্রম, সময় এবং ত্যাগ লেগে এখানে পৌঁছোতে। ও সবকিছু উজাড় করে দিয়েছে, তাই আজ ও এই জায়গায় পৌঁছেছে।
সৃচি মিশ্র (বোন)

এসসিও সইয়ে নারাজ রাজনাথ

বেজিং, ২৬ জুন : ভারত-পাক দ্বন্দ্ব ছায়া ফেলল সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন বা এসসিও-র প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের বৈঠকেও। পহলগামে পর্যটকদের ওপর সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রসঙ্গ না থাকায় বৃহস্পতিবার এসসিও-র নথিতে সই করা থেকে বিরত থাকলেন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তাঁর এহেন অনড় অবস্থানের জেরে শেষমেশ যৌথ বিবৃতি জারি না করার সিদ্ধান্ত নেয় এসসিও। এই বৈঠকে হাজির ছিলেন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফও। সূত্রের খবর, এসসিও প্রধান চিন এবং তাদের বন্ধুরাষ্ট্র পাকিস্তান এসসিও নথিতে সন্ত্রাসবাদের প্রসঙ্গটই উহ্য রাখার চেষ্টা করেছিল। পহলগাম হামলার কথা না থাকলেও বালোচিস্তানের প্রসঙ্গ রাখা হয়েছিল তাতে। পাকিস্তানের ওই প্রদেশে হামলার নেপথ্যে ভারতের হাত থাকার অভিযোগ প্রায়ই তোলে ইসলামাবাদ। কিন্তু রাজনাথের অনড় অবস্থানের কারণে সেই চেষ্টা বিফলে গিয়েছে।

এসসিও বৈঠকে নাম না করে পাকিস্তানকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন রাজনাথ। তিনি বলেন, 'সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য কিছু দেশ সীমান্তপার সন্ত্রাসকে লালন করে। এই ধরনের দ্বিচারিতার কোনও জায়গা নেই। এই ধরনের দেশগুলির নিন্দায় সংকোচ করা উচিত নয় এসসিও-র।' সন্ত্রাসবাদ ও আলোচনা যে একসঙ্গে চলবে না, সেটাও পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে বুঝিয়ে দেন রাজনাথ। পহলগাম হামলা এবং অপারেশন সিঁদুরের পর এই প্রথম দুই দেশের নেতারা পরস্পরের মুখোমুখি হলেন। কিন্তু তাঁরা একে অন্যের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেননি। রাজনাথ এদিন বলেন, 'সন্ত্রাসবাদের মতো চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রয়োজন। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারত জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে চলে।' বুধবার থেকে চিনের কিংদাও শহরে এসসিও বৈঠক শুরু হয়েছে। গত ২২ এপ্রিল লস্কর-ই-তৈবার ছায়া সংগঠন টিআরএফ পহলগামে হামলার দায় স্বীকার করেছিল। কিন্তু পাকিস্তান আগাগোড়া ওই দাবি খারিজ করেছে।

উল্লেখ নেই পহলগামের

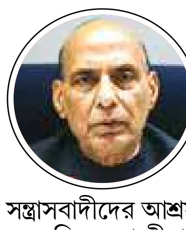

সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য কিছু দেশ সীমান্তপার সন্ত্রাসকে লালন করে। এই ধরনের দ্বিচারিতার কোনও জায়গা নেই। এই ধরনের দেশগুলির নিন্দায় সংকোচ করা উচিত নয় এসসিও-র।
রাজনাথ সিং

এসসিও বৈঠকে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর অবস্থান নিয়ে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রকের সাফাই দিয়েছে। বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'ভারত ওই নথিতে নিজেদের উদ্বেগ এবং সন্ত্রাসবাদের বিষয়টি তুলে ধরতে চেয়েছিল। কিন্তু একটি দেশ সেটা মেনে নিতে পারেনি।' প্রতিরক্ষামন্ত্রী তাঁর ভাষণে ১১টি দেশকে সর্বপ্রকারের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামার ডাক দিয়েছেন।' জয়সওয়াল জানান, এসসিও প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের বৈঠকে যৌথ বিবৃতি জারি করা হয়নি। কিছু সদস্য রাষ্ট্র কয়েকটি বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছোতে পারেনি। তাই ওই বিবৃতি চূড়ান্ত করা যায়নি।

এদিকে পাকিস্তানের পাশাপাশি চিনও যে ভারতের মাথাব্যথার কারণ সেটা বুঝিয়ে দিয়েছেন পাক-প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ। তিনি জানিয়েছেন, অপারেশন সিঁদুরের পর ভারত সম্পর্কে একাধিক গোয়েন্দা তথ্য ইসলামাবাদকে দিয়েছিল চিন। তাঁর সাফ কথা, 'বন্ধুরাষ্ট্র যে উপগ্রহ বা অন্য কোন মাধ্যম মারফত গোয়েন্দা তথ্য জানাবে সেটা তো স্বাভাবিক। আর ভারতের সঙ্গে চিনেরও তো একাধিক সমস্যা আছে।' অপারেশন সিঁদুরের পর থেকে পাকিস্তান আরও সতর্ক হয়ে গিয়েছে সেই কথাও জানিয়েছেন আসিফ।

অনলাইন গেমের আসক্তি থেকে চরবৃত্তি

জয়পুর ও নয়াদিল্লি, ২৬ জুন : পাকিস্তানি গুপ্তচরদের কাছে তথ্যপাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল ভারতীয় নৌসেনার সদর দপ্তরে কর্মরত এক অসামরিক কেরানিকে। বিশাল যাদব নামে ওই অভিযুক্তকে বুধবার দিল্লি থেকে গ্রেপ্তার করে রাজস্থান পুলিশের গোয়েন্দা শাখা।

অভিযোগ, বিশাল সম্প্রতি 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সময় গোপন প্রতিরক্ষা তথ্য পাকিস্তানে পাচার করেছিলেন। হরিয়ানার রেওয়াড়ি জেলার পুনসিকা গ্রামের বাসিন্দা ৩৬ বছরের বিশাল দিল্লির নৌসেনা ভবনে ডকইয়ার্ড ডিরেক্টরেটের আপার ডিভিশন ক্লার্ক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পুলিশ সূত্রে খবর, তিনি 'প্রিয়া শর্মা' নামে ছদ্মনামে পরিচিত এক পাকিস্তানি মহিলা হ্যান্ডলারের সঙ্গে সমাজমাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন।

তদন্তে উঠে এসেছে, তিনি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক নথি, পরিকল্পনা ও নৌসেনা সংক্রান্ত তথ্য তাঁর পাকিস্তানি হ্যান্ডলারকে পাঠাতেন। গোপন তথ্য পাচারের বিনিময়ে ৫০ হাজার টাকা করে টাকা নিতেন। সব মিলিয়ে প্রায় ২ লাখ টাকা তিনি পেয়েছেন।

তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, অনলাইন গেমে আসক্ত ছিলেন বিশাল। এই নেশার জন্যই সম্ভবত তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন ঋণের ফাঁদে। ঋণের বোঝা হালকা করতেই তিনি ঝুঁকে পড়েন বেআইনি আয়ের পথে। শুরু করেন গোপন নথি পাচার। বেশিরভাগ তথ্য তিনি পাঠিয়েছিলেন অপারেশন সিঁদুরের সময়। ক্রিপ্টোকারেন্সি (ইউএসডিটি) ও সাধারণ ব্যাংক লেনদেনের মাধ্যমে বিশালের কাছে অর্থ আসত। তাঁর মোবাইল ফোনে চ্যাট এবং নথি পাচারের প্রমাণ মিলেছে বলে দাবি গোয়েন্দাদের।

আমেরিকাকে সপাটে থাপ্পড় ইরানের, দাবি খামেনেইয়ের

তেহরান, ২৬ জুন : ইজরায়েল ও ইরানের যুদ্ধ একটানা ১২ দিন চলার পর মার্কিন মধ্যস্থতায় সংঘর্ষ বিরতির ফলে আপাতত যুযুধান দুই পক্ষ বিরতি নিয়েছে বটে, কিন্তু এর মধ্যেই আমেরিকা ইরানকে আত্মসমর্পণের বার্তা দেওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উষ্মা উগরে দিয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় প্রধান আয়াতোল্লা আলি খামেনেই। বুধবার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে তিনি বললেন, 'ইরান আমেরিকার মুখে সজোরে থাপ্পড় মেরেছে। ইজরায়েল-ইরান যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অংশ না নিলে ইহুদি রাষ্ট্রটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যেত।'

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের বিরুদ্ধে ইরান জয়ী হয়েছে বলে তেল আভিভ প্রসঙ্গে খামেনেইয়ের দাবি, ইজরায়েল প্রায় হাঁটু গেড়ে বসেছে। তিনি এও বলেছেন, 'ইরানের শব্দভাণ্ডারে আত্মসমর্পণ বলে কোনও কথা নেই।' সংঘর্ষ বিরতির পর তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়ায় ফের হামলার হুমকি দিয়েছেন তিনি। খামেনেইয়ের বক্তব্য সমাজমাধ্যমেও প্রকাশিত হয়েছে।

খামেনেই বলেছেন, 'ইরান আত্মসমর্পণকে অপমান হিসেবে দেখে।' ইজরায়েলের বিরুদ্ধে ইরানের জয়ে তিনি ইরানি জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। ইজরায়েলের সঙ্গে ইরানের সংঘাত শুরু হওয়ার পর খামেনেইকে জনসমক্ষে দেখা যায়নি। ইরান উপসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন ঘাঁটিগুলিতে সরাসরি আঘাত হেনেছিল। খামেনেইয়ের দাবি, তাতে আমেরিকার সামরিক পরিকাঠামো ধাক্কা খেয়েছে। তাঁর সাফ কথা, ইরানকে আক্রমণ করলে উচিত মূল্য দিতে হবে।

কমিউনিস্ট মামদানি পাগল, ব্যঙ্গ ট্রাম্পের

নিউ ইয়র্কের মেয়র পদে এগিয়ে মীরা নায়ারের ছেলে

ওয়াশিংটন, ২৬ জুন : ইতিহাস গড়লেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত চলচ্চিত্রকার মীরা নায়ার ও গুজরাটি মুসলিম মাহমুদ মামদানির ছেলে জোহরান মামদানি।

নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র পদে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী হিসেবে যোগ্যতা অর্জন করেছেন মামদানি। নভেম্বরে নির্বাচন। ডেমোক্র্যাটিক পার্টি থেকে ২৪ জুনের বাছাই পর্বে প্রাক্তন গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমো সহ প্রায় একডজন প্রার্থীকে হারিয়েছেন রাজনীতিতে আনকোরা উগান্ডার কাম্পালায় শৈশব কাটানো মামদানি। সরকারি ফল পেতে আরও কয়েক দিন সময় লাগবে। কিন্তু তাঁর বিজয় নিয়ে কারও সন্দেহ নেই।

মামদানি কী করে পারলেন? সোশ্যালিস্ট ডেমোক্র্যাটিক ও চরম বামঘেঁষা জোহরান শহরের প্রথাগত রাজনীতিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রচারে নিশানা করেছিলেন নিউ ইয়র্ক সিটির তরুণ প্রজন্ম ও নিম্ন আয়ের মানুষদের। অশ্বেতাঙ্গ মামদানি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে 'ফ্যাসিস্ট' বলতে দ্বিধা করেননি। ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু নিউ ইয়র্কে এলে তাঁর গ্রেপ্তারির হুমকি পর্যন্ত দিয়েছেন। গাজা প্রশ্নে তাঁর ইজরায়েলের সমালোচনা নবীন প্রজন্ম ও শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করেছে।

এহেন মামদানির উত্থানে বিরক্ত ট্রাম্প। ভয়ও পেয়েছেন। দু'য়ের চাপে মামদানিকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে তাঁর চেহারা নিয়ে কটাক্ষ করেছেন। বলেছেন, 'ওঁকে ভয়ানক দেখতে। স্মার্ট নয়। গলার স্বরও খারাপ। একেবারে অপদার্থ।' ট্রুথ সোশ্যালে মামদানিকে 'পাগল' বলে অভিহিত করে লিখেছেন, 'উনি ১০০ শতাংশ পাগল কমিউনিস্ট।'

জয়ের পর স্ত্রীর সঙ্গে জোহরান মামদানি।

উনি ১০০ শতাংশ পাগল কমিউনিস্ট। ওঁকে ভয়ানক দেখতে। স্মার্ট নয়। গলার স্বরও খারাপ। একেবারে অপদার্থ।
ডোনাল্ড ট্রাম্প

শুধু ট্রাম্পই নন, রিপাবলিকানদের পাশাপাশি বহু ডেমোক্র্যাট নেতাও মামদানির জয়ে উদ্বিগ্ন। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার তহবিল সচিব লরেন্স সুমার্স বলেছেন, 'নিউ ইয়র্ক সিটির ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রাইমারির ফলাফল দেখে দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।' মধ্যপন্থী ডেমোক্র্যাটিক পার্টি থার্ড ওয়ের সহ প্রতিষ্ঠাতা ম্যাট বেনেটের কথায়, 'মামদানির নীতিপদ্ধতি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির রাজনৈতিক সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। ওঁর ভাবনাচিন্তা ঠিক নয়।'

সমালোচনা করেছেন রাজ্যসভা সাংসদ অভিষেক সিংভিও। সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'মামদানি মুখ খুললে পাকিস্তানের জনসংযোগকারী টিম ছুটি নিয়ে নেয়। ভারতের এমন শত্রুর দরকার নেই, যাদের মিত্র নিউ ইয়র্ক থেকে কল্পিত কাহিনী বলে চিৎকার করছেন।' বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াতের কথায়, 'মীরা নায়ার ওঁর মা। বাবার শিকড় গুজরাটে। ওঁকে কিন্তু ভারতীয়র চেয়ে পাকিস্তানি বলে মনে হচ্ছে।'

কবুল নাতির

মুম্বই, ২৬ জুন : ত্বক ক্যানসারে আক্রান্ত মুমূর্ষু ঠাকুমা যশোদা গায়কোয়াড়কে মুম্বইয়ের আরে কলোনির এক জঞ্জালের স্তূপে ফেলে রেখে এসেছিলেন নাতি। পুলিশি জেরায় তা স্বীকার করলেন নাতি সাগর শেওয়াল। তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার নির্দিষ্ট ধারায় অবহেলার মামলা রুজু হয়েছে। বয়স হয়ে গেলে মা-বাবার ভরণপোষণ সন্তানকে করতে হবে, এই মর্মে আইনও হয়েছে। এই মামলায় ভরণপোষণ আইনের ধারাটিও যুক্ত করা হয়েছে।

যশোদা গায়কোয়াড়কে গত সপ্তাহে কান্দিভলি পুলিশ উদ্ধার করে হাসপাতালে দেয়। আস্তাকুঁড়ে তাঁকে ফেলে রাখার ছবি অনলাইনে ভাইরাল হয়ে হইচই ফেলে। পুলিশ তাঁর পরিজনদের সন্ধান পায়। পরিজনদের দাবি, ইদানীং তাঁর মধ্যে আক্রোশ এসে গিয়েছিল। নিজের গলা নিজে টিপতে গিয়েছিলেন। একসময় নিজেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। পরিজনদের এই দাবি নাকচ করে দিয়েছে সিসিটিভি ফুটেজ। তাতে দেখা যায়, সাগর ও তাঁর কাকা বাবাসাহেব গায়কোয়াড় বৃদ্ধাকে নিয়ে হাসপাতালে যেতে চাইলে তিনি অস্বীকার করেছিলেন। শেষে ভোর ৩টে ৩০ মিনিটে ন্যাগাল রিকশা ডেকে নাতি ঠাকুমাকে তাতে তুলে আবর্জনা স্তূপে ফেলে আসেন।

মৃত ৩

দেরাদুন, ২৬ জুন : উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপ্রয়াগ জেলার অলকানন্দা নদীতে একটি গাড়ি পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে তিনজনের। আরও অন্তত ৮ জন নিখোঁজ। তাঁদের বাঁচার আশা ক্ষীণ বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার সকালে রাজস্থানের উদয়পুর থেকে আসা চারধাম যাত্রীদের একটি গাড়ি অলকানন্দা নদীতে পড়ে যায়। ১১ জন নিখোঁজ হওয়ার পর তিনজনের দেহ উদ্ধার করা হয়। নদীর প্রবল স্রোতের কারণে উদ্ধারকাজে বিঘ্ন ঘটে। এসডিআরএফ-এর কমান্ড্যান্ট অর্জন যদুবংশী জানান, 'দুর্ঘটনায় পড়া গোটা পরিবার উদয়পুরের বাসিন্দা। গাড়িটি নদীতে পড়ে সম্পূর্ণ জলে ডুবে যায়। উদ্ধারকাজে ডুবুরি নামিয়ে নিখোঁজদের সন্ধান চলছে।'

রক্তাক্ত মেক্সিকো

মেক্সিকো সিটি, ২৬ জুন : মেক্সিকোর ইরাপুয়াটো শহরে ধর্মীয় উৎসবের ভিড়ে বন্দুকবাজের হামলা। এলোপাতাড়ি গুলিতে হত অন্তত ১২। আহত ২০। বুধবার ঘটনারকথাজানিয়েছেনইরাপুয়াটো প্রশাসন। হামলাকারীকে এখনও গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। ঘটনার তদন্ত চলছে। কড়া ভাষায় ঘটনার নিন্দা করেছেন মেক্সিকান প্রেসিডেন্ট ক্লডিয়া শেইনবাউম।

ব্ল্যাকবক্স থেকে দুর্ঘটনার তথ্য উদ্ধার

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৬ জুন : দু-সপ্তাহ কেটে গেল। অথচ এখনও আহমেদাবাদের ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করতে পারল না তদন্তকারী দল। তদন্তকে নেতৃত্ব দেবেন সেটাও ঠিক করে উঠতে পারেনি এয়ারক্র্যাফ্ট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি)। দেশের বিমান দুর্ঘটনার ইতিহাসে এত বড় বিপর্যয়ের পরও সরকারি তদন্তের ঢিলেমিতে প্রশ্ন উঠেছে। এই অবস্থায় অভিশপ্ত এআই-১৭১-এর ব্ল্যাকবক্স থেকে তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বলে দাবি করেছে কেন্দ্র। দুর্ঘটনার জেরে প্রায় ভেঙে চুরমার হয়ে যাওয়া ব্ল্যাকবক্স থেকে মিলেছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রক বৃহস্পতিবার দাবি করেছে, এয়ার ইন্ডিয়ার দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানের ব্ল্যাকবক্স থেকে ককপিট ভয়েস রেকর্ডার ও ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার নিরাপদে উদ্ধার করা কেন্দ্রীয় সরকার তাতে জল ঢেলে দেয়। এদিন সরকারিভাবে জানানো হয়েছে, ককপিট ভয়েস রেকর্ডার (সিভিআর) এবং ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার (এফডিআর) উদ্ধার করা হয়েছে। দিল্লিতে আনার পর আমেরিকার এনটিএসবির প্রযুক্তিবিদদের দলকে সঙ্গে নিয়ে এএআইবি-র ডিজি সেগুলি থেকে তথ্য উদ্ধারের প্রক্রিয়া শুরু করেন। ব্ল্যাকবক্স থেকে ক্র্যাশ প্রোটেকশন মডিউল (সিপিএম) সফলভাবে বের করে নেওয়া হয় এবং ২৫ জুন মেমোরি মডিউল অ্যাক্সেস করে সফলভাবে তথ্য ডাউনলোড করা হয় এএআইবির পরীক্ষাগারে। বর্তমানে সিভিআর ও এফডিআর-এর তথ্য বিশ্লেষণের কাজ চলছে। এই দুই ডিভাইস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে দুর্ঘটনার আগের সম্পূর্ণ ঘটনার পুনর্গঠন করা সম্ভব হবে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা।

তদন্তের ঢিলেমিতে প্রশ্ন

হয়েছে। এই ডিভাইসগুলোর মেমোরি থেকে ডেটা সফলভাবে ডাউনলোড করা হয়েছে এবং এখন তার বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে। বিমান দুর্ঘটনার তদন্তে এই দুই রেকর্ডার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১২ জুন আহমেদাবাদে টেক-অফের কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ভেঙে পড়ে এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট এআই-১৭১। বিমানে থাকা ২৪১ জন যাত্রী সহ প্রাণ হারান ২৭৫ জনেরও বেশি জন। অবিশ্বাস্যভাবে বেঁচে ফিরেছেন মাত্র একজন, বিশ্বাস কুমার রমেশ।

চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিমানের ধ্বংসাবশেষের ভেতর থেকে উদ্ধার হয় দুটি ব্ল্যাকবক্স। তবে ক্র্যাক-বক্সের অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে অনেকেই আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। প্রথমে ধরে নেওয়া হয়েছিল, সেই দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্ল্যাকবক্সটি আমেরিকায় তদন্তের জন্য পাঠানো হতে পারে। কিন্তু তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে বোঝা যাবে দুর্ঘটনার পিছনে কারিগরি ত্রুটি, পাইলটের ভুল নাকি অন্য কোনও কারণ ছিল। এই বিশ্লেষণের মূল লক্ষ্য হল ভারতের বিমান নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা রোধ করা।

কিন্তু গত ১৪ দিনে কোনও প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট না থাকায় এবং তদন্তকারী দল গঠনে বিলম্ব ঘিরে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ এই বিলম্বের জন্য কেন্দ্রের সমালোচনা করেছেন। তিনি এক্সে লিখেছেন, 'আহমেদাবাদে বীভৎস বিমান দুর্ঘটনার এক পক্ষকাল পরেও তদন্তের জন্য প্রধান তদন্তকারীকে নিয়োগ করে উঠতে পারেনি এএআইবি। এই বিলম্ব ব্যাখ্যাতীত এবং অমার্জনীয়।'

অনুপ্রবেশ তর্জা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৬ জুন : বিজেপির বিরুদ্ধে সংসদীয় কমিটিকে রাজনৈতিক হাতিয়ার করে বিরোধী-শাসিত রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার চালানোর অভিযোগ উঠল। বৃহস্পতিবার নিশিকান্ত দুবের নেতৃত্বাধীন সংসদের তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির বৈঠকে ওই অভিযোগ তোলেন বিরোধীরা। সূত্রের খবর, এদিন কমিটিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার আগে দুবে অভিযোগ তোলেন, পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রান্তে অনুপ্রবেশের জেরেই ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী জনসংখ্যায় বড় রকমের প্রভাব পড়ছে। এর ফলে রাজ্যের আদিবাসী সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে এবং বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এই কথায় আপত্তি জানান তৃণমূলের এক সাংসদ। তিনি সাফ বলেন, এই বিষয়টির সঙ্গে বাংলার কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই, কারণ সীমান্ত নিরাপত্তা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনস্থ।

বৈঠকে উপস্থিত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব গোবিন্দ মোহন পাল্টা অভিযোগ তোলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জমি দিচ্ছে না। জবাবে ওই সাংসদ জানান, এই দাবি অসত্য এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে বিএসএফ-কে জমি দিয়েছে সেটা তিনি তথ্যপ্রমাণ সহ দেখিয়ে দেবেন। এই বিতর্ককে সামনে রেখে বিরোধীরা অভিযোগ করেন, আগামী বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সংসদীয় কমিটিগুলিকে রাজনৈতিক প্রচারের মঞ্চে পরিণত করছে বিজেপি। বিরোধী শিবিরের এক নেতার কথায়, 'কাশ্মীরে 'সম্পূর্ণ শান্তি' রয়েছে বলে বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টাতেও কেন্দ্রীয় কমিটিগুলিকে ব্যবহার করা হয়েছিল। অথচ তার পরেই ঘটে যায় পহলগামে জঙ্গি হামলা।'

মুক্ত বিহঙ্গ কথা

নয়াদিল্লি, ২৬ জুন : তিরুবনন্তপুরমের সাংসদ শশী থারুরের সঙ্গে দূরত্ব ক্রমশ বাড়ছে কংগ্রেসের। বৃহস্পতিবার দলের সাংসদ মণিকম টেগোর এক্সে পাখির একটি ছবি পোস্ট করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'ওড়ার জন্য অনুমতি চেয়ো না। ওড়ার জন্য পাখিদের কোনও ছাড়পত্রের প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু আজ একটি মুক্ত বিহঙ্গকেও আকাশের দিকে নজর রাখতে হয়। চিল, শকুন এবং ঈগল সবসময় শিকার করছে।' মণিকম টেগোরের সাফ কথা, 'শিকারীরা যখন দেশপ্রেমের পালক গায়ে দেয় তখন স্বাধীনতাও স্বাধীন থাকে না।' বুধবার খাড়গে থোঁচা দিয়েছিলেন, 'কংগ্রেসের কাছে দেশই প্রথম। কিন্তু কারও কারও কাছে মোদিই প্রথম।'

মন্দির থেকে ফেরার পথে গণধর্ষিতা তরুণী

দশদিনে ৫ ধর্ষণ ওড়িশায়, ক্ষোভ কংগ্রেসের

ভুবনেশ্বর, ২৬ জুন : ওড়িশার তিনটি জেলায় পাঁচটি পৃথক ধর্ষণের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ক্ষোভ তৈরি হয়েছে পুলিশ-প্রশাসনের বিরুদ্ধেও। ধর্ষণের ঘটনাগুলি ঘটেছে গঞ্জাম (২), ময়ূরভঞ্জ (২) এবং কেন্দ্রঝর (১) জেলায়। মাত্র ১০ দিনের মধ্যে ধর্ষণের ঘটনাগুলি ঘটেছে। যার সর্বশেষটি ঘটেছে গত ২৫ জুন, ময়ূরভঞ্জ জেলার করঞ্জাই গ্রামে।

পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার করঞ্জাই গ্রামের এক তরুণী স্থানীয় মন্দির থেকে বাড়ি ফেরার সময় তিনজন ব্যক্তি তাঁকে জোর করে পাশের জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। দুষ্কৃতীদের বাধা দেওয়ায় তরুণীকে বেধড়ক মারধরও করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার পর একজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের নাম বিকাশ পাত্র। সে মলারপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। বাকি দুই অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

গত ১৯ জুন ময়ূরভঞ্জেই একটি গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে। বারিপদায় এক মহিলার বাড়িতে ঢুকে তাঁকে চারজন মিলে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। সেই ঘটনায় এখনও পাওয়া যায়। তদন্ত চলছে।

১৭ জুন গঞ্জাম জেলার গোপালপুর সমুদ্রসৈকতে এক তরুণী তাঁর পুরুষবন্ধুর সঙ্গে গিয়েছিলেন বেড়াতে। অভিযোগ, কিছু দুষ্কৃতী ওই বন্ধুকে বেঁধে রেখে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করে তরুণীকে। এই ঘটনায় পুলিশ ১০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। ১৮ জুন কেন্দ্রঝর জেলার তেঁতলপাশি গ্রামে এক কিশোরীর (১৭) ঝুলন্ত মৃতদেহ মেলে তার বাড়ির কাছেই একটি ধানখেতে। পরিবারের অভিযোগ, তাকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। মৃতদেহে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়।

২৫ জুন গঞ্জাম জেলার বেরহামপুর এলাকায় এক ক্লিনিক মালিকের বিরুদ্ধে ১৭ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। ওই ব্যক্তি বিএসসি নার্সিং পড়ার সুযোগ ও থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণ করে মেয়েটিকে। ওই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত একটি মামলা দায়ের করতে পেরেছে পুলিশ।

একের পর এক ধর্ষণের ঘটনায় রাজ্যজুড়ে উদ্বেগ ও ক্ষোভ বেড়েছে। কটকের কংগ্রেস বিধায়ক সোফিয়া ফিরদৌস বলেন, 'লজ্জার ব্যাপার। এক বছরের মধ্যেই রাজ্যে মহিলাদের ওপর অপরাধের হার কয়েকগুণ বেড়েছে। পুলিশ গোপালপুর আর করঞ্জাইয়ে অভিযুক্তদের একাংশকে ধরতে পারলেও অন্য এলাকাগুলির দুষ্কৃতীরা অধরা। তারপরেও সরকার কী করে মুখে কুলুপ এঁটে বসে রয়েছে? বোঝাই যাচ্ছে, রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা বলে কিছু নেই। ধর্ষকরা শাসকদলের ছত্রছায়ায় থাকার জন্যই কি তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে এত গড়িমসি সরকারের?'

ঋষভের ভয়ডরহীন ক্রিকেটে মজে এবি

নয়াদিল্লি, ২৬ জুন : নিজে অভিনব শট খেলতে ভালোবাসতেন।

তাঁর শট বৈচিত্র্য চমকে দিত বোলারদের, প্রতিপক্ষকে। বিশ্ব ক্রিকেটের প্রথম 'মিস্টার ৩৬০ ডিগ্রি' এবি ডিভিলিয়ার্স আবার মজেছেন ঋষভ পন্থকে নিয়ে। পঞ্চমুখ ভারতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটারের ভয়ডরহীন আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে।

হেডিংলে টেস্টের দুই ইনিংসে শতরানকারী ঋষভকে নিয়ে এবি

দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তির ব্যাটারের মতে, ঋষভ এমন একজন খেলোয়াড় যে সবসময় প্রতিপক্ষকে চাপে রাখতে পারে। একশো বারের মধ্যে নিরানব্বই বার যা করে দেখানোর ক্ষমতা রাখে। ঋষভের সাফল্যের মূল কারণ এটাই। এবি আরও বলেছেন, 'সোফায় বসে ম্যাচ দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল, ঋষভ এসব কী শট নিচ্ছে? এখন এসব শট খেলার উপযুক্ত সময় নয়। যদিও পরিসংখ্যান দেখো। দিনের শেষে সাফল্যটাই মূল। ও যা করে দেখাচ্ছে।' ডিভিলিয়ার্সের আক্ষেপ, এত কিছুর পরও ভারতকে হারতে হয়েছে। নাহলে দুই ইনিংসের শতরানের সুবাদে ম্যাচের সেরার পুরস্কার উঠত ঋষভের মাথাতেই। ভারতীয় দলের হার নিয়ে চলতি ময়নাতদন্ত নিয়ে এবি আরও বলেছেন, 'এখন অনেক প্রশ্ন উঠবে। সমালোচনা, কাটাছেঁড়া চলবে। পরিবর্তনের দাবিও শোনা যাবে। তবে আমার ধারণা এখনই এসব চিন্তা অযৌক্তিক। পাঁচ ম্যাচের দীর্ঘ সিরিজ। আরও অনেক সুযোগ মিলবে নিজেদের প্রমাণ করতে।'

গ্রেগ চ্যাপেল আবার বিস্মিত, ঋষভের বাহারি শট দেখে। ১৩৪ ও ১১৮, হেডিংলে টেস্টে ঋষভের দুই ইনিংস প্রসঙ্গে ভারতীয় দলের প্রাক্তন হেডকোচ বলেছেন, 'অত্যন্ত দ্রুত রান করতে পারে। এমন সব শট খেলেছে, যা এমসিসি-র ব্যাটিং ম্যানুয়ালেও নেই। ওর ব্যাটিং দেখাটা উপভোগ্য। ও ব্যাট হাতে কখন কী করবে বলা মুশকিল। প্রতিপক্ষের জন্য যা বাড়তি চাপ।'

প্রথম দর্শনেই ঋষভের মধ্যে অ্যাডাম গিলক্রিস্টের ছায়াও দেখেছিলেন গ্রেগ। বলেছেন, 'প্রথমবার যখন ওকে দেখি, তখন গিলক্রিস্টের কথা মনে পড়ছিল। অন্য ধরনের খেলোয়াড়। ব্যাটিংয়ের সংজ্ঞা বদলে দিচ্ছে। একজন উইকেটকিপার হয়ে এরকম ব্যাটিং, দ্রুত রান করার ক্ষমতা দলের জন্য বাড়তি পাওয়া।'

> সোফায় বসে ম্যাচ দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল, ঋষভ এসব কী শট নিচ্ছে? এখন এসব শট খেলার উপযুক্ত সময় নয়। যদিও পরিসংখ্যান দেখো। দিনের শেষে সাফল্যটাই মূল। ও যা করে দেখাচ্ছে।
>
> **এবি ডিভিলিয়ার্স**

গিলির কথা মনে পড়ছিল : গ্রেগ

বলেছেন, 'অনেক ঝুঁকি নিয়ে ব্যাটিং করে ও। ওর ব্যাটিং স্টাইল বাকিদের চিন্তায় ফেলে দেবে। আমার তো মনে হয়েছিল, প্রথম ৩০ রান করার পথে কুড়িবার আউট হতে পারত দুই ইনিংসে। কিন্তু হয়নি। এটাই বড় ব্যাপার একজন ব্যাটারের কাছে।'

মর্নির কাছে শেখো, সিরাজকে অশ্বীন

কুলদীপকে খেলানোর পরামর্শ সানির

চেন্নাই, ২৬ জুন : প্রথম ইনিংসে ১২২ রান দিয়ে ২ উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে উইকেটহীন। সবচেয়ে চিন্তার জায়গা মহম্মদ সিরাজের রান বিলোনোর রোগ। অনিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে জসপ্রীত বুমরাহর তৈরি চাপ আলগা করে দিচ্ছেন। সিরিজকে নিয়ে স্বভাবতই অনাস্থা প্রকাশ করছেন অনেকে।

প্রাক্তন সতীর্থকে যে ভুল শুধরে নিতে বোলিং কোচ মরনি মরকেলের শরণাপন্ন হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। ২ জুলাই সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। দল লিডস ছেড়ে বার্মিংহামে পৌঁছে গিয়েছে। অশ্বীনের বিশ্বাস, মাঝের কয়েকদিনে মরকেলের সাহায্যে ভুলত্রুটি শুধরে নেবে সিরাজ।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বীন বলেছেন, 'বুমরাহ অসাধারণ। ছন্দ ফিরে পেলে প্রসিধও সফল হবে। জাদেজাও প্রত্যাশা পূরণের চেষ্টা করছে। তবে সিরাজের কাছে আমার একটাই প্রশ্ন, তুমি কি রান কম দিতে পারো? উইকেট নিতে হবে না। কিন্তু প্রতি ওভারে টেস্টে ৪-৫ করে রান দেওয়া মানা যায় না। ফলে বুমরাহকে আক্রমণে ফেরানো ছাড়া রাস্তা থাকে না অধিনায়কের কাছে। বুমরাহর পক্ষেই বা কতটা সম্ভব। ক্লান্ত হয়ে পড়বে। বাকিরা দায়িত্ব না নিলে বিশ্রাম দিয়ে নতুন স্পেলে বুমরাহকে ফেরানোর আগেই ব্যাটাররা পার্টনারশিপ গড়ে ফেলবে।'

অশ্বীনের মতে, প্রসিধ তুলনায় অনভিজ্ঞ। প্রথমবার ইংল্যান্ড সফরে। সিনিয়ার হিসেবে সিরাজের বাড়তি ভূমিকা থেকে যায়। মর্নি মরকেল নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের জন্য পরিচিত ছিলেন। দলের বোলিং কোচকে দেখে সিরাজ শিক্ষা নিক। বর্তমান বাজবলের যুগে রানের গতি বেড়েছে। কিন্তু যেভাবে সিরাজ রান বিলোচ্ছেন, তা দৃষ্টিকটু। সিরাজ ভুলত্রুটি শুধরে নিলে ভারতীয় বোলিংয়ের চেহারা বদলে যাবে।

কুলদীপ যাদব ও অর্শদীপ সিংকে দ্বিতীয় টেস্টে দেখতে চাইছেন প্রাক্তনরা।

লোয়ার অর্ডার নিয়েও কিছুটা কটাক্ষের সুরে অশ্বীন বলেছেন, 'টেস্টে জোড়া সেঞ্চুরি করে এলিট ব্যাটারদের তালিকায় নাম তুলেছে ঋষভ। আমি যদি গম্ভীরের জায়গায় থাকতাম, তাহলে ওকে আলাদা করে ডেকে বলতাম, তুমি ভালো খেলছ। একটাই অনুরোধ, যখন ১৩০ রানে ব্যাট করবে, দুইশো করে ফেরার চেষ্টা কোরো। কারণ আমাদের লোয়ার অর্ডার খুব খারাপ। ওরা বেশি রান করতে পারবে না।'

> সিরাজের কাছে আমার একটাই প্রশ্ন, তুমি কি রান কম দিতে পারো? উইকেট নিতে হবে না। কিন্তু প্রতি ওভারে টেস্টে ৪-৫ করে রান দেওয়া মানা যায় না।
>
> **রবিচন্দ্রন অশ্বীন**

সুনীল গাভাসকার আবার দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম একাদশে পরিবর্তনের ডাক দিলেন। কিংবদন্তির পরামর্শ, কুলদীপকে খেলানো উচিত। শার্দুলের বদলে কুলদীপের সুযোগ পাওয়া উচিত। বার্মিংহামের পিচে রিস্ট স্পিনাররা সুবিধা পায়। পাশাপাশি বি সাই সুদর্শন ও করুণ নায়ারকে এখনই বসানোর পক্ষপাতী নন। গাভাসকারের দাবি, আরও সুযোগ প্রাপ্য দুইজনের। ব্যর্থতা যদি না কাটে, তখন ওয়াশিংটন সুন্দরের কথা ভাবা যেতে পারে।

মহম্মদ কাইফ আবার যশস্বী জয়সওয়ালের ক্যাচ মিসের রহস্য ভেদ করে ফেলেছেন। নিজের সময়ে অন্যতম সেরা ফিল্ডার কাইফের যুক্তি, ডিউক বলে ফিল্ডিংয়ের সময় বাড়তি চোটআঘাতের সম্ভাবনা থাকে। যার থেকে রেহাই পেতে হাতে স্ট্র্যাপ জড়াতে হচ্ছে। স্ট্র্যাপের কারণে আঙুলের মুভমেন্ট আটকে যাচ্ছে। ক্যাচ নেওয়ার সময় যা একটা বড় সমস্যা।

আইএসএল সূচি জুলাইয়ে যাবে ক্লাবগুলির কাছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ জুন : আগামী আইএসএলের সূচি নিয়ে কাজ শুরু করে দিল এফএসডিএল।

এমআরএ বা মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট নিয়ে এখনও অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ও এফএসডিএলের মধ্যে আলোচনায় কোনও সমাধানসূত্র বেরোয়নি। এরইমধ্যে জুলাইয়ের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহে চলে আসার কথা ফেডারেশনের নতুন সংবিধান। দেশের সর্বোচ্চ আদালত সেই সংবিধানে কী কী নির্দেশিকা রাখছে নতুন কমিটি গঠনের জন্য, সেদিকেই এখন তাকিয়ে সব পক্ষ। মনে করা হচ্ছে এই সংবিধান দিয়ে দেওয়ার পরই ঢাকে কাঠি পড়বে ফেডারেশনের নির্বাচনের। আশা করা হচ্ছে, অগাস্টের মধ্যে নতুন কমিটি তাদের দায়িত্বভার বুঝে নিয়ে কাজ শুরু করে দিতে পারবে। আর তখনই নতুন চুক্তি নিয়ে আলোচনা এবং কাজ শুরু হবে। আপাতত ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চুক্তি ফেডারেশন ও এফএসডিএলের।

তাই আর বসে না থেকে আসন্ন আইএসএলের সূচি তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছে এফএসডিএল। এফএসডিএলের তৈরি সম্ভাব্য সূচি জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে সব ক্লাব পেয়ে যাবে বলে খবর। যে ফর্ম্যাটে হয়, সেভাবেই আপাতত রাখা হবে টুর্নামেন্টের সূচি। তবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যদি দ্রুত শেষ করতে হয় তাহলেও যাতে কোনও পক্ষেরই সমস্যা না হয়, তাই টুর্নামেন্ট ছোট করার মতো ব্যবস্থাও হয়তো রাখা হতে পারে। যদিও অভিজ্ঞমহল মনে করছে, নতুন কমিটি দায়িত্ব নিলেই এই দোলাচল কেটে যাবে এবং এফএসডিএল ও এআইএফএফ একটা ঐকমত্যে চলে আসবে। আর তার জন্যই কিছুদিন চুপচাপ থাকার পর ফের দলগঠনের কাজ শুরু করেছে বিভিন্ন ক্লাব। বিদেশমন্ত্রক থেকে ছাড়পত্রও এসে গেছে বিদেশিদের ভিসার ক্ষেত্রে। এই ছাড়পত্র টুর্নামেন্ট আয়োজকদের নিতে হয় বিদেশিদের খেলানোর জন্য। যার ফলে বেঙ্গালুরু এফসি নতুন দুজনকে নেওয়া এবং এফসি গোয়া পুরোনো দুই বিদেশিকে রেখে দেওয়ার কথাও জানিয়ে দিয়েছে। সবমিলিয়ে পরিস্থিতি আবার খানিকটা সহজ হতে শুরু করেছে বলে মনে করছে এখন সব পক্ষই।

ফেরার লড়াইয়ে পৃথ্বীকে অক্সিজেন শচীনের

মুম্বই, ২৬ জুন : মাত্র উনিশেই টেস্ট অভিষেক।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে রাজকোটে প্রথম ম্যাচেই শতরান। ভারতীয় ক্রিকেটের পরবর্তী শচীন তেন্ডুলকার বলছিলেন কেউ কেউ। যদিও একুশে পা রাখতে না রাখতেই বাতিলের তালিকায়! শুধু ভারতীয় দল নয়, মুম্বই রনজি ট্রফি দলেও ব্রাত্য! আইপিএলে দল পাননি।

পৃথ্বী শা'র ক্রিকেট কেরিয়ারে গল্প এরকমই। অল্প বয়সে হাতে কোটি কোটি টাকা চলে আসা মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল। জুটে গিয়েছিল বদসঙ্গ। ক্রিকেটের মূলস্রোত থেকে ঠোক্কর খেতে খেতে আবার ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া পৃথ্বী। প্রত্যাবর্তনের যে যুদ্ধে অক্সিজেন জোগাচ্ছেন খোদ শচীন!

মাস দুয়েক আগে সরাসরি কথা বলেন পৃথ্বীর সঙ্গে। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত তরুণ ওপেনারকে সাহস জুগিয়েছেন। কঠিন সময় কাটিয়ে ওঠার মরিয়া তাগিদের মাঝে সেকথাই শোনা গেল পৃথ্বীর মুখে। পৃথ্বী বলেছেন, '৮-৯ বছর বয়স থেকে আমি আর অর্জুন (তেন্ডুলকার) বন্ধু। একসঙ্গে খেলেছি, বড় হয়েছি। স্যারও মাঝেমধ্যে থাকতেন সেখানে।'

শচীন স্যারের পরামর্শের প্রসঙ্গ টেনে জানান, মাস দুয়েক আগে কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। মাস্টার লিগের জন্য শচীন প্র্যাকটিস করছিলেন এমআইজি-তে। সেখানে ছিলেন পৃথ্বীও। সেখানে পৃথ্বীকে শচীন বলেছেন, 'তোমার ওপর বিশ্বাস ছিল। আগামী দিনেও বিশ্বাস থাকবে। সঠিক ট্র্যাকে ফিরে আয়, আগে যেমনটা ছিলি। এখনও সবকিছু সম্ভব।' পৃথ্বীর কাছে যে পরামর্শ মূল্যবান।

নতুন করে ক্রিকেট কেরিয়ার শুরু করতে চাইছেন পৃথ্বী শ।

নিজের ভুল স্বীকার করে পৃথ্বী বলেছেন, 'বেশ কিছু ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ক্রিকেটকে সময় কম দিচ্ছিলাম। অথচ, ২০২৩ পর্যন্ত অর্ধেক দিনই মাঠে কাটাতাম। তারপর ভুল জিনিসকে গুরুত্ব দিতে শুরু করি। কিছু ভুল বন্ধুও তৈরি হয়। লক্ষ্য থেকে সরে যাই আস্তে আস্তে। প্রিয় দাদুর মৃত্যুও ধাক্কা ছিল। তবে পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, বরাবরই বাবাকে পাশে পেয়েছি।'

নতুন করে লক্ষ্যস্থির। মুম্বই থেকে এনওসি নিয়ে নতুন শুরুর ক্ষেত্রে অন্য রাজ্যের হয়ে রনজি খেলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। মুম্বই ক্রিকেট সংস্থাও জানিয়ে দিয়েছে, পৃথ্বীর আবেদন তাঁরা মেনে নিয়েছেন। অন্য রাজ্যের হয়ে খেলতে অসুবিধা নেই। সুযোগ কাজে লাগিয়ে পৃথ্বী মরিয়া শচীন স্যারের আস্থার মর্যাদা রাখতে। বলেছেন, 'স্যারের বিশ্বাস, খেলায় দ্রুত ফেরার পরামর্শ, আমার কাছে মূল্যবান।'

'স্যর বলেছেন, এখনও সম্ভব'

রিয়ালের শেষ ম্যাচেও নেই এমবাপে

ওয়াশিংটন, ২৬ জুন : অসুস্থতার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। খেলতে পারেননি ক্লাব বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের প্রথম দুটি ম্যাচে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর অনুশীলনে যোগ দিলেও গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচেও খেলবেন না ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপে।

রিয়াল মাদ্রিদ ম্যানেজমেন্ট এমবাপেকে নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না। কোচ জাভি অলন্সো বলেছেন, 'আমি এমবাপেকে অনুশীলনে দেখে খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু ও এখনও পুরোপুরি সুস্থ নয়। তাই শেষ ম্যাচের জন্য এমবাপেকে দলে রাখা হয়নি।' তিনি আরও যোগ করেন, 'আমরা যদি নক আউটে উঠি, তখন এমবাপেকে নিয়ে চিন্তাভাবনা করব। ও যদি সুস্থ থাকে, তাহলে নক আউটে খেলানো হবে।'

গ্রুপ শীর্ষে থাকলেও রিয়ালের এখনও নক আউটে খেলা নিশ্চিত হয়নি। শেষ ম্যাচে সলজবার্গের বিরুদ্ধে ড্র করলেই রাউন্ড অফ সিক্সটিনের ছাড়পত্র পাবে তারা।

ডুরান্ডে ডায়মন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ জুন : আসন্ন ডুরান্ড কাপে খেলবে ডায়মন্ড হারবার এফসি। আগেই উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর পাঠকদের জানানো হয়েছিল, কিবু ভিকুনার দলকে এই ঐতিহ্যশালী প্রতিযোগিতায় খেলতে দেখা যেতে পারে। সেই সংবাদেই সিলমোহর পড়ল।

শেষ ষোলোয় ইন্টার ও ডর্টমুন্ড

ওয়াশিংটন, ২৬ জুন : ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের নক আউটে উঠল ইন্টার মিলান ও বরুসিয়া ডর্টমুন্ড। বুধবার গ্রুপ 'ই'-র শেষ ম্যাচে ইন্টার মিলান ২-০ গোলে হারিয়েছে আর্জেন্টাইন ক্লাব রিভারপ্লেটকে। ইতালির ক্লাবটির হয়ে গোল করেন ফ্রান্সেসকো পিও এসপোসিতো এবং আলেহান্দ্রো বাস্তোনি। দুইটি গোলই হয়েছে দ্বিতীয়ার্ধে। ম্যাচের পর ইন্টার কোচ ক্রিশ্চিয়ান চিভু বলেছেন, 'প্রথমার্ধে রিভারপ্লেট আমাদের বেশ চাপে রেখেছিল। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে নিজেদের খেলায় বেশ উন্নতি করেছিলাম।'

এই ম্যাচে ইন্টারের কাছে পরাজিত হয়ে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছে রিভারপ্লেট। এর ফলে ক্লাব বিশ্বকাপের নক আউটে কোনও আর্জেন্টাইন দলকে দেখা যাবে না। এদিন গ্রুপের অপর ম্যাচে মেক্সিকান ক্লাব মন্তেরেই ৪-০ গোলে জাপানের উরাওয়া রেডস ডায়মন্ডসকে হারিয়েছে। মেক্সিকোর দলটির হয়ে জোড়া গোল করেন জার্মান বার্তেরামে। বাকি গোলগুলি করেন নেলসন ডেওসা ও জেসুস কোরোনা। আপাতত এই গ্রুপ থেকে ইন্টার মিলানের সঙ্গে নক আউটে উঠেছে মন্তেরেই।

ইন্টার মিলানকে এগিয়ে দিয়ে উচ্ছ্বাস ফ্রান্সেসকো পিও এসপোসিতোর।

এদিকে গ্রুপ 'এফ'-এর শেষ ম্যাচে বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ১-০ গোলে হারিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার উলসানকে। জার্মান দলটির হয়ে জয়সূচক গোল করেন ড্যানিয়েল সেভেনসন। গ্রুপের অপর ম্যাচে ফ্লুমিনেজ গোলশূন্য ড্র করেছে মেলোডি সানডাউনের সঙ্গে। গ্রুপ 'এফ' থেকে বরুসিয়ার সঙ্গে নক আউটে উঠেছে ফ্লুমিনেজ। আপাতত নক আউটে ইন্টারের প্রতিপক্ষ ব্রাজিলিয়ান ক্লাব ফ্লুমিনেজ। অন্যদিকে বরুসিয়া মুখোমুখি হবে মন্তেরেইয়ের।

> প্রথমার্ধে রিভারপ্লেট আমাদের বেশ চাপে রেখেছিল। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে নিজেদের খেলায় বেশ উন্নতি করেছিলাম।
>
> **ক্রিশ্চিয়ান চিভু**
> *ইন্টার মিলানের কোচ*

এবারও ঘোড়া ছোটাতে তৈরি ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রিতিনিধি, কলকাতা, ২৬ জুন : 'চ্যাম্পিয়ন' দলের মতোই আত্মবিশ্বাসী।

গতবারের কলকাতা ফুটবল লিগে অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটিয়েছিল বিনো জর্জের ইস্টবেঙ্গল। তবে আদালতের হস্তক্ষেপে এখনও খেতাব ছোঁয়া হয়ে ওঠেনি। প্রিমিয়ার ডিভিশনে চ্যাম্পিয়ন দলের নাম ঘোষণা আটকে। এদিকে এবারের লিগে বল গড়িয়ে গিয়েছে। শুক্রবার অভিযান শুরু করছে লাল-হলুদ। প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ মেসারার্স।

মোটের ওপর গতবারের দলটাকেই ধরে রেখেছে ইস্টবেঙ্গল। নতুন মুখ বলতে সন্তোষ ট্রফি জয়ী দলের বিক্রম প্রধান, মনোতোষ মাঝি, উত্তরবঙ্গের সঞ্জয় ওরাওঁরা। যদিও এরমধ্যে মনোতোষ বাদে প্রথম ম্যাচে বাকিদের খেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ। চোটের কবলে শ্যামল বেসরা। বৃহস্পতিবার গোটা দল যখন মেসারার্স ম্যাচের চূড়ান্ত মহড়ায় ব্যস্ত, তাঁকে তখন দেখা গেল রিহ্যাব সারতে। শুক্রবারের ম্যাচে প্রথম একাদশে ছয় বাঙালি হতে পারেন গোলের নীচে আদিত্য পাত্র, ডিফেন্সে চাকু মান্ডি, মনোতোষ চাকলাদার, সুমন দে, মাঝমাঠে তন্ময় দাস ও স্ট্রাইকারে সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। শুরু থেকে দেখা যেতে পারে মনোতোষ মাঝিকেও। এর বাইরে জিজো জোসেফ, নসিব রহমান, ভানলালপেকা গুইতে, মহম্মদ রোশাল, জেসিন টিকেরা তো রয়েছেনই।

ঘরোয়া লিগে অভিযান শুরুর আগে আত্মবিশ্বাস ঝরে পড়ল কোচ বিনোর গলায়। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, ইস্টবেঙ্গলকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা না করা হলেও গতবারের পারফরমেন্স আত্মবিশ্বাস জোগাবে। বলেছেন, 'গত মরশুমে কলকাতা লিগে আমরা কোনও ম্যাচ হারিনি। ডায়মন্ড হারবার এফসি-র চেয়ে দুই পয়েন্ট এগিয়েছিলাম। আমাদের জেসিন সর্বাধিক গোলদাতা। বাকিটা আইএফএ-র কোর্টে। এবারেও একইভাবে লড়াই করতে তৈরি আমরা।' ঘরোয়া লিগে প্রথম একাদশে ছয় ভূমিপুত্র খেলানো বাধ্যতামূলক করেছে আইএফএ। এব্যাপারে তাঁর মন্তব্য, 'বাংলার ফুটবলের উন্নতির স্বার্থে আইএফএ-র সিদ্ধান্ত। আমরা তা মানতে বাধ্য।' এতে কি কোথাও দলের ভারসাম্য নষ্ট হবে? তা অবশ্য সরাসরি স্বীকার করলেন না বিনো।

> গত মরশুমে কলকাতা লিগে আমরা কোনও ম্যাচ হারিনি। ডায়মন্ড হারবার এফসি-র চেয়ে দুই পয়েন্ট এগিয়েছিলাম। আমাদের জেসিন সর্বাধিক গোলদাতা। বাকিটা আইএফএ-র কোর্টে। এবারেও একইভাবে লড়াই করতে তৈরি আমরা।
>
> **বিনো জর্জ**

কলকাতা লিগে আজ
ইস্টবেঙ্গল বনাম মেসারার্স
ম্যাচ শুরু ঃ দুপুর ৩টা

মোহনবাগানের পথেই অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ জুন : মোহনবাগান সুপার জায়েন্টে সই করতে চলেছেন অভিষেক সিং টেকচাম। শোনা যাচ্ছে, দুই পক্ষের মধ্যে কথাবার্তা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। তিন বছরের চুক্তিতে সবুজ-মেরুন শিবিরে যোগ দিচ্ছেন তিনি।

পাঞ্জাব এফসি-র এই ডিফেন্ডারকে নেওয়ার দৌড়ে ছিল ইস্টবেঙ্গল ও এফসি গোয়া। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রেকর্ড অর্থে মোহনবাগানের জালে ধরা দিতে চলেছেন অভিষেক। সেইসঙ্গে মুম্বই সিটি এফসি-র ডিফেন্ডার মেহতাব সিংও প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেছে বাগান শিবিরকে।

এদিকে, বেঙ্গালুরু এফসি আর্জেন্টাইন মিডিও ব্রায়ান স্যাঞ্চেজ ও মরোক্কান ডিফেন্ডার সালাহেদ্দিন বাহিকে দলে নিচ্ছে। এই মরশুমে এফসি গোয়া বোরহা হেরেরা ও ইকের গুয়ারেটেক্সেনাকে রেখে দিচ্ছে। মুম্বই এফসিও জন টোরাল, তিরি ও জর্জে ওর্টিজকে ধরে রাখছে। মহামেডানে খেলা আর্জেন্টাইন মিডিও অ্যালেক্সিস স্যাঞ্চেজ ইন্দোনেশিয়ান লিগের দল পার্সিজাপ জেপারাতে যোগ দিয়েছেন।

টেস্ট ক্রিকেটেও 'স্টপ ক্লক' সিস্টেম

দুবাই, ২৬ জুন : ক্রিকেটে ফের বড়সড়ো রদবদল করছে আইসিসি। বল পরিবর্তন সহ ইতিমধ্যে বেশ কিছু নিয়ম আনা হয়েছে। গত বছর সাদা বলের ফর্ম্যাটে 'স্টপ ক্লক' ব্যবহারও শুরু হয়ে গিয়েছে। পরিবর্তন ঘটেছে বাউন্ডারি লাইনে ক্যাচ নেওয়ার পদ্ধতিতেও।

এবার টেস্ট ক্রিকেটে আসছে একঝাঁক পরিবর্তন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'স্টপ ক্লক' পদ্ধতি। মন্থর ওভার রেটের সমস্যা মেটাতেই মূলত এই ভাবনা। দুই ওভারের মধ্যেকার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হবে। তিনবার এই বিধি ভঙ্গ করলে পেনাল্টি রান।

থুতু ব্যবহারে লাগাম

লালা ব্যবহারে বল পরিবর্তনের ক্ষেত্রে লাগাম টানা হচ্ছে। থাকছে রিভিউ সিস্টেম, নো বলে ক্যাচের ক্ষেত্রে তৃতীয় আম্পায়ারের এক্তিয়ারে পরিবর্তনও। একঝাঁক পরিবর্তনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিয়মগুলি হল।

ক্লক টাইম : মন্থর ওভাররেট আটকাতে স্টপ ক্লক এবার টেস্টেও। ওভার শেষ হওয়ার পর পরবর্তী ওভার শুরু করতে হবে ১ মিনিটের মধ্যে। আম্পায়াররা বিধি ভাঙলে দুইবার সতর্ক করবেন। তৃতীয়বারে ৫ রান পেনাল্টি ফিল্ডিং দলের।

বল বদল : ইচ্ছাকৃত থুতু লাগিয়ে বল পরিবর্তনের অনৈতিক সুবিধা আদায়ে লাগাম টানা হচ্ছে। নিয়ম ভাঙলে এক্ষেত্রে ৫ রান পেনাল্টি। বল একমাত্র খেলার অযোগ্য হলে তবেই পরিবর্তনের ভাবনা।

ডিআরএস : ক্যাচের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ব্যাটাররা রিভিউ নিলে, ব্যাট-বলের সংযোগ দেখা হবে। বল ব্যাটে না লাগলে পাশাপাশি দেখা হবে অন্য কোনও ভাবে ওই বলে আউটের সম্ভাবনা আছে কিনা।

এত ক্যাচ ফেলে জেতা যায় না : সামি

নয়াদিল্লি, ২৬ জুন : ইংল্যান্ড সফরে দলে নেই। কিন্তু মনেপ্রাণে দলের সঙ্গেই রয়েছেন মহম্মদ সামি।

লিডসে প্রথম টেস্টে পরাজয়ের পর ভারতীয় দলের বোলিং ও ফিল্ডিং নিয়ে মোটেই খুশি নন সামি। ভারতীয় দলের ক্যাচ ফেলার প্রবণতাই ম্যাচ হারিয়েছে বলে মনে করেন তিনি। সামি বলেছেন, 'আমরা প্রথম টেস্টে অনেকগুলি ক্যাচ ফেলেছি। এত ক্যাচ ফেললে ম্যাচ জেতা যায় না। আমাদের ফিল্ডিং নিয়ে আরও কাজ করতে হবে।'

বুমরাহকে দেখে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণাদের শেখার কথা বলেছেন সামি। বলেছেন, 'ভারতীয় বোলারদের বুমরাহের থেকে কিছু শেখা উচিত। ওর সঙ্গে কথা বলে বোলিংয়ের পরিকল্পনা ঠিক করা দরকার। আমাদের বোলাররা যদি বুমরাহকে একটা প্রান্ত থেকে সমর্থন দেয়, তাহলে ম্যাচ জেতা অনেক সহজ হয়ে যাবে। তাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, বুমরাহকে একপ্রান্ত থেকে সমর্থন দিয়ে যাওয়া।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'সবাই বলে ইংল্যান্ডে ব্যাট করাটা কঠিন। কিন্তু আমাদের ব্যাটাররা ভালো পারফরমেন্স করেছে। ম্যাচ জিততে গেলে নতুন বলে উইকেট নেওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ। ইংল্যান্ড ম্যাচ জিতেছে কারণ আমরা সহজে প্রচুর রান দিয়েছি।'

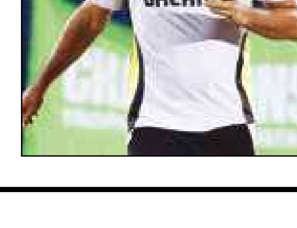

তবে প্রথম টেস্ট হেরে গেলেও আশা ছাড়ছেন না ভারতীয় পেসার। তিনি বলেছেন, 'এখনও সিরিজে অনেক কিছু বাকি আছে। আমাদের জিততে গেলে বোলিং ইউনিটকে আরও ভালো খেলতে হবে।'

শুভেচ্ছা

অন্নপ্রাশন

☺ Karnika Das (অরবিন্দপল্লি) শুভ অন্নপ্রাশনে শুভেচ্ছা রইল। শুভ কামনায় ''মাতঙ্গিনী ক্যাটারার'' ও ''চলো বাংলায় ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট'' (Veg/N.Veg) শিলিগুড়ি।

বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগ দেখার ফাঁকে বৃহস্পতিবার ইডেন গার্ডেন্সে স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে সারা আলি খান ও আদিত্য রয় কাপুর।

ম্যাচের সেরা বিশ্বজিৎ বাস্কে। ছবি : জসিমুদ্দিন আহম্মদ

জয়ী জেএমসি

মালদা, ২৬ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবল লিগে বৃহস্পতিবার জেএমসি ক্লাব ২-০ গোলে অগ্নিশিখা ক্লাবকে হারিয়েছে।। আল ইমরান ও পঙ্কজ কুমার গোল করেন। ম্যাচের সেরা বিশ্বজিৎ বাস্কে।

অন্য ম্যাচে রাজধানী ক্লাব ও বড়বাড়ি ফুটবল ক্লাবের ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়েছে।

নেতাজির জয়

জলপাইগুড়ি, ২৬ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে বৃহস্পতিবার নেতাজি মর্ডার্ন ২-১ গোলে হারিয়েছে আরওয়াইএ-কে। নেতাজির গোল করেন বিকি জমাদার এবং বিশাল রায়। আরওয়াইএ-র গোলস্কোরার মানব দাস। ম্যাচের সেরা হয়েছেন বিকি।

অ্যাফিডেভিট

আমি Saheba Bibi আমার মেয়ের জন্ম সংশাপত্রে যার SL No- B13916 Reg No- 8374, Dt- 08/06/2012, আমার মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 31/01/2025-এ প্রথম শ্রেণী J.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Sultana Nadab থেকে Sultana Khatun করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/115411)

ভারতীয় ক্রিকেটের 'অভিশাপ' এজবাস্টন

২য় টেস্টে হয়তো বিশ্রামে বুমরাহ

বার্মিংহাম, ২৬ জুন : কেউ কফি শপে সময় কাটালেন। কেউ টিম হোটেলেই বিশ্রাম নিলেন। আবার কেউ কেউ বার্মিংহামের রাস্তায় ঘুরে বেড়ালেন।

লিডস থেকে গতকালই বার্মিংহাম পৌঁছে গিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। আজ পুরো দিনই বিশ্রাম ছিল ভারতীয় ক্রিকেটারদের। হেডিংলে টেস্টে হারের ধাক্কা সামলে সামনে তাকানোর লক্ষ্যে আজ টিম ইন্ডিয়ার ছিল 'ফ্রি' ডে। হঠাৎ পাওয়া সেই ছুটির দিনটাকে টিম ইন্ডিয়ার সদস্যরা দারুণভাবে উপভোগ করেছেন। আর সেই উপভোগ করার নেপথ্য কারণ হল, মানসিক চাপ কাটানো। হেডিংলে টেস্টে যেভাবে ফিল্ডিং ও লোয়ার অর্ডার ব্যাটিং ডুবিয়েছে টিম ইন্ডিয়াকে, সঙ্গে জসপ্রীত বুমরাহর উপর প্রবল নির্ভরতার বিষয়টা সামনে এসেছে। তারপর ২ জুলাই থেকে এজবাস্টনে শুরু হতে চলা সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে ফের শূন্য থেকে শুরু করতে হবে শুভমান গিলের ভারতকে।

এজবাস্টনের মাঠে আগামীকাল থেকে অনুশীলন শুরু করছে টিম ইন্ডিয়া। কাল ও পরশু, দুই দিনই রুদ্ধদ্বার অনুশীলন ভারতীয় দলের। সংবাদমাধ্যমের প্রবেশ নিষিদ্ধ শুভমানদের অনুশীলনে। টিম ইন্ডিয়ার তরফে আজ রাতেই স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বিষয়টি। হেডিংলে টেস্টের আগেও এমন ক্লোজডোর অনুশীলন করেছিল ভারতীয় দল। ফের সেই পথেই হাঁটতে চলেছে টিম ইন্ডিয়া। শুধু তাই নয়, ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ বাড়িয়ে আজ জানা গিয়েছে, এজবাস্টন টেস্টের প্রথম একাদশে হয়তো থাকবেন না বুমরাহ। ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কারণে তাঁকে বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। বুমরাহ শেষ পর্যন্ত এজবাস্টন টেস্টে না খেললে ভারতীয় বোলিংকে কে নেতৃত্ব দেবেন, কে তাঁর শূন্যস্থান পূরণ করবেন-চলছে জল্পনা। মনে করা হচ্ছে, এজবাস্টন টেস্টে খেলতে পারেন অর্শদীপ সিং। এসবের মধ্যেই হর্ষিত রানা লিডস থেকে ভারতীয় দলের সঙ্গে বার্মিংহামে পৌঁছাননি। ভারতীয় দলের অন্দরের খবর, কোচ গৌতম গম্ভীরের অতি প্রিয় হর্ষিতকে স্কোয়াড থেকে রিলিজ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেন? তার কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি টিম ইন্ডিয়ার তরফে।

চলতি সিরিজে আপাতত ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে শুভমানের ভারত। ২ জুলাই থেকে শুরু সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। বার্মিংহামের এজবাস্টনের মাঠে হবে দ্বিতীয় টেস্ট। এই মাঠ ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য 'অভিশাপ'। ইতিহাস ও পরিসংখ্যান বলছে, অতীতে কখনও এজবাস্টনের মাঠে টেস্ট জিততে পারেনি টিম ইন্ডিয়া। ৫৮ বছর আগে এজবাস্টনের মাঠে প্রথম টেস্ট খেলেছিল ভারত। মাঝে দীর্ঘসময় পার। আর দীর্ঘ এই সময়ে মোট আটটি টেস্ট এজবাস্টনে খেলেছে ভারত। হেরেছি সাতটি ম্যাচে। ড্র একটি টেস্টে। জয় আজও অধরা। এবার কি ছবিটা বদলাতে পারে? জবাব কারও জানা নেই। হেডিংলেতে লজ্জার হারের পর শুভমানের ভারতকে নিয়ে কেউই বাজি ধরতে চাইছেন না। সঙ্গে দলের কম্বিনেশনে বদল আনার কথাও বলে চলেছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। গম্ভীর-শুভমানরা কি সেসব শুনতে পাচ্ছেন? আদৌ কি টিম ইন্ডিয়া এজবাস্টন অভিশাপ কাটিয়ে সিরিজে ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন?

এজবাস্টনে পৌঁছে গেলেন জসপ্রীত বুমরাহ।

জল্পনা ক্রমশ বাড়ছে। আর এই জল্পনার মধ্যেই সর্বভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমে চলতি ইংল্যান্ড সিরিজ নিয়ে মুখ খুলেছেন লোকেশ রাহুল। ভারতীয় ওপেনার হেডিংলে টেস্টের প্রথম ইনিংসে ভালো শুরু করেছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে শতরান করেছেন। এহেন রাহুল বার্মিংহামে পৌঁছানোর পর আজ বলেছেন, 'পরিকল্পনা করেই আগে ইংল্যান্ডে হাজির হয়েছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল সঠিক প্রস্তুতির। প্রথম টেস্টের পর বলতে পারি, প্রস্তুতির দিক থেকে সঠিক জায়গায় রয়েছি আমি।' শেষ আইপিএলের সময় বাবা হয়েছেন রাহুল। ফলে তাঁর জন্য পরিবার ও সন্তানকে দেশে ফেলে রেখে দীর্ঘ বিলেত সফরে হাজির হওয়াটা সহজ ছিল না। কিন্তু নিজের ক্রিকেটীয় দর্শনের দিক থেকে পজিটিভ অবস্থান লোকেশের। তাঁর কথায়, 'আমার কাছে দেশ সবকিছুর আগে। হ্যাঁ, পরিবারেরও আগে।'

এহেন রাহুল বাকি সিরিজে শুভমানের ভারতকে কতটা ভরসা দিতে পারেন, সেটাই এখন দেখার।

ভারতে আসছেন না কার্লসেন

নয়াদিল্লি, ২৬ জুন : টুর্নামেন্ট হচ্ছে না। ফলে এই বছর ভারতে আসা হচ্ছে না ম্যাগনাস কার্লসেনের।

চলতি বছর সেপ্টেম্বরের ১৭ থেকে ২৪ তারিখ ফ্রি স্টাইল দাবা প্রতিযোগিতার আসর বসার কথা ছিল নয়াদিল্লিতে। তবে ফ্রি স্টাইল দাবা সংস্থার মুখ্য আধিকারিক জ্যান হেনরিক বুয়েটনার বলেছেন, 'গত দেড় বছরে একাধিক ভারতীয় স্পনসরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। তবে কোনও সংস্থাই এ পর্যন্ত এগিয়ে আসেনি। যে কারণে একপ্রকার বাধ্য হয়েই প্রতিযোগিতা স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে।' এই মুহূর্তে ফ্রি স্টাইল চেজ চ্যাম্পিয়নশিপের ক্রমতালিকায় শীর্ষে রয়েছেন কার্লসেন। তাঁর পিছনেই রয়েছেন ফ্যাবিয়ানো কারুয়ানা, ভিনসেন্ট কেইমার, হিকারু নাকামুরারা। কাজেই ফ্রি স্টাইল দাবার আসর বসলে আরও একবার বিশ্বের সেরা দাবাড়ুদের লড়াইয়ের সাক্ষী হয়ে থাকতে পারত ভারত। দিল্লির দাবাপ্রেমীদের সেই আশা আপাতত পূরণ হচ্ছে না।

'টেনশন' বাড়িয়ে ইংল্যান্ড দলে জোফ্রা

বার্মিংহাম, ২৬ জুন : হওয়ারই ছিল। শেষ পর্যন্ত জল্পনাই সত্যি হল।

ফিট হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে ম্যাচ খেলে ভারতের বিরুদ্ধে চলতি টেস্টের ইংল্যান্ড স্কোয়াডে ফিরলেন জোরে বোলার জোফ্রা আর্চার। বার্মিংহামের এজবাস্টনের মাঠে ২ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে চলেছে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় টেস্ট। সেই টেস্টের আগে আজই বেন স্টোকসদের স্কোয়াডে যুক্ত করা হল জোফ্রাকে। ১৪ সদস্যের ইংল্যান্ড স্কোয়াডে ১৫ নম্বর হিসেবে যুক্ত হলেন জোফ্রা। কনুই ও পিঠের চোটের কারণে চার বছর ইংল্যান্ড দলের বাইরে ছিলেন জোফ্রা। চার বছর পর স্টোকসদের সংসারে আর্চার যুক্ত হতেই শুভমান গিলদের জন্য টেনশন বাড়ল।

লিডস টেস্টে হারের যন্ত্রণা এখনও কাটেনি টিম ইন্ডিয়ার। প্রথম ইনিংসে ৪৭১, দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৬৪ রান। দুই ইনিংস মিলিয়ে পাঁচটি শতরান। প্রথম ইনিংসে জসপ্রীত বুমরাহর পাঁচ উইকেট। এমন ঘটনার ঘনঘটার পরও হেডিংলে টেস্টে হেরেছে টিম ইন্ডিয়া। ইংল্যান্ডের কার্যত দ্বিতীয় সারির বোলিং আক্রমণের সামনে হেডিংলে টেস্টে হারতে হয়েছে শুভমানদের। বার্মিংহাম টেস্টের প্রথম একাদশে জোফ্রা সুযোগ পাওয়ার পরই তাই প্রশ্ন উঠেছে, ধারাবাহিকভাবে ১৪৫-১৫০ কিলোমিটার গতিতে বল করা জোফ্রাকে এজবাস্টনে সামলাতে পারবে তো ভারতীয় ব্যাটাররা? জবাব সময় দেবে।

কিন্তু তার আগে নিশ্চিতভাবেই শক্তি অনেকটাই বেড়ে গেল স্টোকসদের। ২ জুলাই বার্মিংহাম টেস্ট শুরু হলেই বোঝা যাবে টিম ইন্ডিয়ার যন্ত্রণা কতটা বাড়ল। উল্লেখ্য, ২০২১ সালে ভারত সফরে শেষবার লাল বলের টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলেন জোফ্রা। মাঝের সময়ে কনুই ও পিঠের চোট তাঁকে ক্রিকেট থেকে দূরে রেখেছিল। চলতি বছরে ভারতের মাটিতে আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের হয়েও খেলেছিলেন আর্চার। ভারতীয় ব্যাটারদের সম্পর্কে ভালোরকম ওয়াকিবহাল তিনি।

মিউনিখে স্পোর্টস হার্নিয়ার অপারেশনের পর সূর্যকুমার যাদব। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখলেন, 'অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে। আমি এখন সুস্থ হয়ে ওঠার পথে। দ্রুত মাঠে ফিরতে মুখিয়ে রয়েছি।'

নিসাঙ্কার শতরানে এগিয়ে শ্রীলঙ্কা

কলম্বো, ২৬ জুন : বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্টের প্রথম দিনে দাপট দেখিয়েছিলেন শ্রীলঙ্কার বোলাররা। দ্বিতীয় দিনে ব্যাটাররা দায়িত্ব নিলেন। নিটফল দ্বিতীয়দিনের পর চালকের আসনে লঙ্কানরা। বৃহস্পতিবার দিনের শেষে শ্রীলঙ্কার স্কোর ২৯০/২। তাদের লিড ৪৩ রানের।

এদিন শ্রীলঙ্কার নায়ক ডানহাতি ওপেনার পাথুম নিসাঙ্কা। চতুর্থ টেস্ট শতরান করে দিনের শেষে তিনি অপরাজিত রয়েছেন ১৪৬ রানে। সারাদিন তাঁকে সংগত দিয়ে যান দীনেশ চাণ্ডিমল (৯৩)। ওপেনিং জুটিতে ৮৮ রানের পর চাণ্ডিমলকে সঙ্গে নিয়ে তৃতীয় উইকেটে ১৯৪ রান জোড়েন নিসাঙ্কা।

প্রথম বলে ব্যাকফুট পাঞ্চের বাউন্ডারিতেই ছন্দ ঠিক করে দেন নিসাঙ্কা। তারপর গোটা দিনই ম্যাচের রাশ আলগা হতে দেননি লঙ্কান ব্যাটাররা। দিনের শেষের দিকে চান্ডিমালকে ফেরান নঈম হাসান (৪৫/১)। নিসাঙ্কার সঙ্গে ক্রিজে নৈশপ্রহরী প্রভাত জয়সূর্য (৫)।

শতরানের পর পাথুম নিসাঙ্কা।

অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর হাতিমারি হাইস্কুল।

তিন বিভাগে সেরা হাতিমারি

সামসী, ২৬ জুন : চাঁচল মহকুমা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের সুব্রত কাপ ফুটবলের জেলাস্তরে তিনটি বিভাগেই চ্যাম্পিয়ন হল হাতিমারি হাইস্কুল। চাঁচল বাহাদুর শাহ জাফর স্টেডিয়ামে ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৫ বিভাগে চোড়ুলমনি হাইস্কুলকে ৫-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় হাতিমারি হাইস্কুল। ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৭ ফাইনালে হাতিমারি ৩-০ গোলে হারায় পিপলা হাইস্কুলকে। মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে পিপলা হাইস্কুলের বিরুদ্ধে ৬-০ গোলে জয় পায় হাতিমারি। অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের বিভাগে জয়দেব সোরেন, অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের বিভাগে আর্জেন্টিনা সোরেন প্রতিযোগিতার সেরা হয়েছে। আয়োজক সংস্থার সচিব প্রিয়জিৎ সরকার জানিয়েছেন, এরপর হাতিমারি রাজ্য পর্যায়ে খেলবে। *ছবি : মুরতুজ আলম*

জিতল স্পন্দন, ধলপাড়া রেড

বালুরঘাট, ২৬ জুন : ক্রিকেটার্স অ্যাকাডেমির ক্রিকেট প্রিমিয়ার লিগে বৃহস্পতিবার কোয়ালিফায়ার ম্যাচে স্পন্দন কালচারাল ফোরাম ৯ রানে অতনু একাদশকে হারিয়েছে। উত্তমাশা এলাকার মাঠে স্পন্দন ১০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৪৫ রান তোলে। ম্যাচের সেরা অপু সরকার ৩৭ রান করেন। আশফাকের অবদান ৩০। লিটন সরকার ৪১ রানে পেয়েছেন ২ উইকেট। জবাবে অতনু ১০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৩৬ রানে আটকে যায়। সুমন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯ রান করেন। অপুর শিকার ২৪ রানে ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন রানা মজুমদারও (২৫/২)।

পরে এলিমিনেটর ম্যাচে ধলপাড়া রেড ৮ উইকেটে আত্রেয়ী অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জয় পেয়েছে। আত্রেয়ী ১০ ওভারে ৬ উইকেটে ১২৯ রান করে। রামিজ শেখ ২৮ রান করেন। ঈশান কিষান ৩৪ রানে ও বিকাশ সিং ৩৭ রানে পেয়েছেন ২ উইকেট। জবাবে ধলপাড়া ৭.৫ ওভারে ২ উইকেটে ১৩৪ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা সুকান্ত বিশ্বাস ৫৩ রান করেন। সায়ন চক্রবর্তীর অবদান ৩৮। আমজাদ হোসেন ৩২ রানে ১ উইকেট নেন। *ছবি : পঙ্কজ মহন্ত*

ম্যাচের সেরা সুকান্ত বিশ্বাস (উপরে) ও অপু সরকার।

জয়ী ডাঙাপাড়া

রায়গঞ্জ, ২৬ জুন : উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার মহিলা ফুটবল লিগের দ্বিতীয় দিনে ডাঙাপাড়া আদিবাসী মহিলা ফুটবল দল ৪-১ গোলে নন্দঝাড় ছাত্র সমাজকে হারিয়েছে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে ম্যাচের সেরা প্রীতিকা বর্মন ও কারেশ্মি নাগবংশী জোড়া গোল করেন। অন্যদিকে নন্দঝাড়ের গোলস্কোরার রাখি মণ্ডল। শুক্রবার খেলবে নন্দঝাড় ছাত্র সমাজ ও ডাঙাপাড়া আদিবাসী মহিলা ফুটবল দল।

ম্যাচের সেরার পদক গলায় প্রীতিকা বর্মন। ছবি : রাহুল দেব

চ্যাম্পিয়ন হাওড়া

বালুরঘাট, ২৬ জুন : সিএবি-র আন্তঃজেলা অনূর্ধ্ব-১৮ একদিবসীয় ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল হাওড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা। বৃহস্পতিবার ফাইনালে হাওড়া ৯৮ রানে মেদিনীপুরকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে হাওড়া ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৯২ রান তোলে। আরমান শাহ ৫৪ ও স্নেহেন্দু চন্দ্র ৫৩ রান করে। সৌগত মালের অবদান ৪১ রান। অঙ্কুশ চক্রবর্তী ৩৬ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। জবাবে মেদিনীপুর ২৭.২ ওভারে ৯৪ রানে অল আউট হয়েছে। সুকৃতি জানা রেখে এসেছে ৩৭ রান। ম্যাচের সেরা বিরাট চৌহানের শিকার ২৫ রানে ৫ উইকেট। ভালো বোলিং করে কুশল গুপ্তাও (৩৭/৩)।